বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯০ সংখ্যা।	কার্ত্তিক ১২৮৭—নবেম্বর ১৮৮০।	২য় কল্প। ২য় ভাগ।

অসভ্য জাতির বিবরণ।

কন্ধজাতি।

(১৮৯ সংখ্যা ১৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

কন্ধদিগের মতে এক অনাদি, সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গলময় পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তা। ইঁহা হইতেই আলোকের উৎপত্তি এবং ইনিই সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহাকে "বুড়া" বা "বেল পেন্নু" কহে। "তারী পেন্নু" বা পৃথ্বীদেবী ইঁহার স্ত্রী। এই পত্নীর অবাধ্যতা, ভূতলস্থ জীবগণের সৃষ্টির কারণ। একদা মায়াবী শরীরধারী ভগবান্ স্বীয় ভার্য্যাকে, আমোদ করিয়াই হউক অথবা পরীক্ষার নিমিত্ত হউক, পৃষ্ঠদেশ চুলকাইয়া দিতে বলেন। নরের ন্যায় দেব-দম্পতীগণের মধ্যেও পরস্পরে কলহ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বৃদ্ধ স্বামীর বাক্য ভগবতী যে অবহেলা করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। মহাদেব কুপিত হইয়া, তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে ও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, এই আশয়ে নর এবং তাহার রক্ষা, হিত ও সাহায্যার্থ পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ্ সৃজন করিলেন। তৎকালে রোগ, শোক, পাপ বা মনের কষ্ট কিছুই

ছিল না। ঈশ্বর সহ একত্রে বাস এবং শ্রমবিনা উপাদেয় ফলমূল ভক্ষণ ও সকলে মিলিয়া স্রষ্টার আদেশ পালন এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা পরমসুখে কাল যাপন করিত। কিন্তু পতির অন্য প্রতি প্রেম ও আপনার প্রতি আদরের ন্যূনতা দেখিয়া, হিংসা দ্বেষ পূর্ণ হইয়া দেবী দুর্ব্বল নর হৃদয়ে অবাধ্যতা রূপ পাতকের সঞ্চার করিয়া দেন এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে বা উহার ফল স্বরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর পৃথিবী পূর্ব্বমত ফল প্রদানে বিরত হইল; কতকগুলি জন্তু হিংস্র এবং কতিপয় উদ্ভিজ্জ বিষাক্ত হইল; মনুষ্য আর পূর্ব্ববৎ জলচর বা খেচরের ন্যায় সলিলবা আকাশে সন্তরণ দ্বারা যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারিল না। আপনাদিগকে উলঙ্গ দেখিয়া মনের বিকার বশতঃ মানবদিগের মনে লজ্জার আবির্ভাব হইল ও সকলে অঙ্গাবৃত করিল। এই সূত্রে দেবদম্পতী মধ্যে যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত, সৃষ্টিধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা যে মিটিবে, এমত আশা নাই।

কন্দদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক দেব, কতক বা দেবীর উপাসক। উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব আরাধ্যের শ্রেষ্ঠত্ব মানেন। প্রথম দল বলেন যে কর্তাটী দেবীকে পরাভব করিয়া স্ত্রী জাতিকে কষ্টে প্রসব করার অভিসম্পাৎ দিয়াছেন এবং দেবের অনুমতি ভিন্ন তাহার আর কিছু মাত্র অপকার করিবার শক্তি নাই। ইহারা বামা-দেবী এবং ইহাদিগের মধ্যেই কন্যা-হত্যা প্রথা প্রচলিত; দেব আজ্ঞা নিবন্ধনই তাহারা এই কুকার্য্য করে। দেবীর দলস্থেরা কহে যে "বুড়া" তাহার স্ত্রীর কিছুমাত্র অপচয় করিতে পারেন নাই। "তারী" হইতেই সংসারের সমস্ত অমঙ্গল এবং তাহাকে তৃপ্ত রাখিলে কোন কষ্টই থাকে না। দেবের পূজা অনাবশ্যক; কারণ তিনি অপকারী নহেন এবং একমাত্র দেবীর অর্চনায় নরের সুখ। ইহারা সদ্যোজাত দুহিতা নষ্ট করে না। বিবাদ সত্বেও দেব-দম্পতীর ৬ বা ৭ সন্তান যথা পিদ্‌জু (বৃষ্টিদেব), বুর্ভী (ফসল দেব), পিতেবী (কুবের), ক্লাম্বু (মৃগয়া দেব),

লোহা (বুদ্ধদেব), স্থুণ্ডী (সীমাদেব), ডিন্দাপেন্থু (যম)। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পুরা-কালীন মনুষ্য, যাঁহারা দেবীর প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই, তাঁহারা নিকৃষ্ট দেবতা বলিয়া গণ্য এবং নির্দ্দিষ্ট গ্রাম, পর্ব্বত, নদী, জলাশয়, গৃহ, ও কাননের অধীশ্বর, এবং স্ব স্ব অধিকার সম্বন্ধে পূজ্য। কন্ধেরা হিন্দু দেবতা কালীকেও মানে এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

স্বজাতীয় যাজকগণ ইতি পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ বংশ হইতে গৃহীত হইত। এক্ষণে সকল গৃহস্বামী চলিত দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। স্বপ্নে আদিষ্ট হইলে, ব্যক্তি বিশেষ দেবতা বিশেষের পুরোহিত হন, এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, আহারের ভাবনা থাকে না, কিন্তু অন্যের পাক করা অন্ন খাওয়া বা যুদ্ধ করা এক কালে নিষিদ্ধ; তবে পুরোহিত মনে করিলেই এ পদ ত্যাগ করিতে সক্ষম।

"তারীদেবীর" উপাসকদিগের মধ্যে নরবলি প্রচলিত। "বুড়া" দলস্থেরা ইহা নৃশংস ও মহা-পাপজনক কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করে। এই রূপ প্রবাদ আছে, যে, পুরাকালে ভূমি আবাদযোগ্য ছিল না, কিন্তু দেবী স্বীয় রুধির দ্বারা ইহার উর্ব্বরা-শক্তি উৎপাদন করেন এবং বলির আদেশ করায় এই প্রথা চলিত হয়।

বলি দ্বিবিধ; এক, সাধারণ সমাজের নিমিত্ত, অপর ব্যক্তিবিশেষের মানুনি। এই ভয়াবহ কার্য্যের বিশেষ যাজক আছে তাহাদিগকে "জানি" বলে। আবাদের আরম্ভে ও ফসল কাটার শেষে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারি দেখা দিলে ও অনাবৃষ্টি হইলে কিম্বা হরিদ্রার বর্ণের ব্যতিক্রম হইলে পৃথ্বী দেবীর নিকট নরবলি দেয়। গৃহস্থ স্বীয় বা আত্মীয়ের সঙ্কট পীড়া বা অন্য অমঙ্গল ঘটিলে অথবা বাঘে মারা বা আঘাত করা (ছোঁয়া) এমত সকল স্থলে পূজার অঙ্গীকার করে। কৃতকার্য্য হইয়া আপাততঃ না দিতে পারিলে, ছাগ বা পুত্রের কাণ কাটিয়া দেয় এবং সম্বৎসর মধ্যে অভিপ্রায় সাধনে অশক্ত হইলে স্বীয় অঙ্গজকে বলি রূপে নিবেদন করিয়া দেয়। বুদ্ধদেব, সীমাদেব

প্রভৃতির নিকট ও এরূপ বলি দেয় বটে, কিন্তু সে অতি বিরল। এই বলি "মেরিয়া" নামে প্রসিদ্ধ। স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ, পুরুষ হউক বা স্ত্রীলোক হউক, সকলেই গ্রহণ যোগ্য; ইহাদিগকে মূল্য দিয়া ক্রয় করা নিতান্ত আবশ্যক। পানদিগের (তাঁতি) ইহা যোগাইবার ভার। পর্ব্বত-নিম্ন-প্রদেশ হইতে ইহারা কতক বা কিনিয়া, কতক বা চুরি করিয়া আনে। প্রতি গ্রামে কতকগুলি পোষা বলি থাকে। ইহাদিগের অধিকাংশ অল্পবয়স্ক, এবং ইহাদিগকে বিশেষ সন্তর্পণে রাখে। উত্তম আহার, উত্তম পরিধেয় দেয়। সকলেই স্নেহমমতা করে। যে বাটীতে যায় তথায় আদরের পাত্র এবং যাহা চায় তাহাই পায়। এমন কি বয়স্থ কোন "মেরিয়া" যদি কাহারও কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহে, সে আপনাকে দেবানুগৃহীত ও কৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়া দুহিতাকে সমর্পণ করে। এই বিবাহের সন্তান সন্ততিরা মেরিয়া বলিয়া গণ্য। পূজা ও বলির বৃত্তান্ত নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশকরা গেল। যথা সময় উপস্থিত হইলে মেরিয়ার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়। পরে এক দিন উপবাসী রাখিয়া পর দিবস তাহাকে স্নান ও নূতন-বস্ত্র পরাইয়া ঢাক, ঢোল, কাঁসর বাজাইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক নৃত্য-গীত সহ পবিত্র কাননে লইয়া যায়। তথায় তাহাকে খুঁটিতে বাঁধিয়া, গাত্রে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া, ও পুষ্প দ্বারা সাজাইয়া, অর্চ্চনা করে। এ সময়ে তাহার শরীরের ক্লেদ সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া লয় এবং আহার ও অতিরিক্ত সুরা পান করিয়া সমস্ত রাত্রি আমোদ আহ্লাদ করিতে থাকে। তৃতীয় রাত্রে বলিদেয়। কিন্তু বেঁধে মারা অবিহিত, আবার খোলা রাখিলেও পলাইতে পারে, এ নিমিত্ত কাহাকে কাহাকে অধিক আফিম খাওয়াইয়া নিঝুম করিয়া রাখে কাহার ও বা হাত পা ভাঙ্গিয়া দেয়। মধ্যাহ্নে, এদেশের বারোয়ারি পূজায় বলিদানের সময়ের মত চারি দিকে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠে এবং 'মাগো করুণাময়ী' বলিয়া কাণে তালা লাগে এরূপ চীৎকারের মধ্যে পুরোহিত সাধারণের জন্য ধান্য, হলুদ, গরু, শূকর, মুরগী

ও বংশ বৃদ্ধি, ও সাধারণে আপন আপন মনোগত বর দেবীর নিকট প্রার্থনা করে। পরে পুরোহিত "মেরিয়াকে" বুঝাইয়া কহেন, "দেবতুষ্টি ও সমাজের হিতার্থ তোমাকে বলি দিতেছি। ইহাতে আমাদিগের বিশেষ দোষ নাই। চুরি বা বলপূর্ব্বক তোমাকে আনি নাই, তোমার আত্মীয়ই অর্থগ্রহণ করিয়া তোমাকে বিক্রয় করিয়াছেন। ইহার পাপ আমাদিগকে স্পর্শিবে না।" অতঃপর কোথায় (যথা কেনিডি) মেরিয়াকে ক্ষেত্র দিয়া টানিতে থাকে এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ নেসায় চুরচুরে দলবলেরা গমন করিতে করিতে ছুরি দিয়া টুকরা টুকরা মাংস কাটিয়া লয়, পরে দেহকে ভস্মীকৃত করিয়া সেই ছাই শস্যে দেয়। ইহাদের বিশ্বাস, এরূপ করিলে শস্যে পোকা মাকড় লাগে না। অন্যত্রে (যথা মধ্যদেশে) হস্তস্থিত কঙ্কণ মেরিয়ার মস্তকে আঘাত দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করে এবং তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি না হইলে ফাঁড়া বাঁসের মধ্যে গলা দিয়া চাপিয়া দম্ আটকাইয়া মারিয়া ফেলে। পরে, মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কোথায় জলে, কোথায়ও বা ক্ষেতে পুতে হাড়গোড় সমস্ত কোথায় ভস্ম করে, কোথায়ও বা পুতিয়া ফেলে। এক দিন বা এক বৎসর পরে ঐ স্থানে মহিষ বা গরু বলি দিয়া ক্রিয়া-শেষ করে। অনাবৃষ্টি হেতু পূজায় মেরিয়ার চক্ষু দিয়া যে পরিমাণে জল ঝরিবে দেবী তুষ্ট হইয়া সেই পরিমাণে জল বর্ষাইবেন, এ বিশ্বাসে, মেরিয়াকে কোথায়ও বা অল্প অল্প তাপে কাবাব করিয়া মারে।

যেরূপ নিষ্ঠুরতা সহ মেরিয়াকে নষ্ট করা হয়, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চ হয় ও চক্ষের জল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; ধর্ম্ম! তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা ভার। তুমি সংসারের সার পদার্থ; তুমিই সকল সুখ ও মঙ্গলের আকর। তোমাকে লইয়াই মানবের মনুষ্যত্ব ও দেবের দেবত্ব, কিন্তু অজ্ঞানতা অন্ধকার বশতঃ তোমার নামে কিনা ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হইতেছে। বিশ্বাস ও ভক্তি মুক্তির প্রধান দ্বার। কন্ধ প্রভৃতি অসভ্যদিগের ভক্তির ত অল্পতা

নাই! কিন্তু দেব তৃপ্তির বিশ্বাসইত তাহাদের সর্ব্বনাশের মূল! ইহাদিগের সদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া অপেক্ষা সংশয়বাদী হওয়া অনেকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কুসংস্কার ধর্ম্মকে আচ্ছাদিত বা ম্লান করে, কিন্তু এক কালে নষ্ট করিতে পারে না। হিতাহিত জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে ভগবান চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন—কিছুতেই তাহা বিলুপ্ত হইবার নয়। দেখ, বলির সময় দেবতুষ্টি সাধন করিতেছে বিলক্ষণ জানিয়াও কন্ধেরা আপনাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণে কেন উদ্যত হয়? ঐশ্বরিক শক্তি ও পূর্ণতা সকল মনুষ্যেতেই আছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাগুরুর প্রভাব মানবমাত্রেই আছে। নিয়ত ঈশ্বর ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন হইয়া এবং সতত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া উঁহারা উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। বীজ না থাকিলে বৃক্ষ হয় না। হাজার শিক্ষা পাউক্ পশুরা চিরকালই পশু থাকিবে, কারণ উহাদের মধ্যে সে বীজ নাই। কিন্তু মনুষ্য যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, এক সময়ে না এক সময়ে ইহ লোকেই উন্নত হইবেক।

যে যাহা বলুক, ইংরাজ-অধীন হওয়া ভারতের শুভগ্রহ। বর্ত্তমান শাসনে কত শত প্রকারে আমাদের উপকার হইতেছে তাহা এক-মুখে ব্যক্ত করা যায় না। অল্প দিনের মধ্যে দেখ, কন্ধ দিগের কি পর্য্যন্ত হিত সাধিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একদল, স্বজাতীয় সদ্যপ্রসূত কত লক্ষ লক্ষ কন্যা এতাবৎ কাল বনে নিক্ষেপ করিয়া, এবং অপর দল বিজাতীয় অসংখ্য ব্যক্তিকে নরবলি দিয়া আসিতে-ছিল। কিন্তু মহোদয় ম্যাকফারলেন ও কাম্বেল বীরদ্বয়ের অশেষ যত্ন, চেষ্টা ও শ্রমে, ইংরাজ জাতি বল, বীর্য্য, ধন, সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়া, লোভ, ভয়, মিত্রতা নানা প্রকারে বুঝাইয়া—“প্রধান” ও যাজকদের নিষ্কর ভূমি, গবাদি, অর্থ ও সম্মান সূচক উপাধি প্রদান করিয়া ও পানদিগকে বিবিধ মতে শাস্তি দিয়া, ভিন্ন দলমধ্যে ঐক্য সাধন জন্য রাস্তা ঘাট ও মেলা স্থাপন করিয়া এবং কতক বা প্রত্যক্ষ

প্রমাণ দেখাইয়া—যথা, বলি ভিন্নও উৎকৃষ্ট ফসল ও হরিদ্রার উৎকৃষ্ট বর্ণ হওয়া সম্ভব—এ সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাদিগকে এই জঘন্য পাপাচরণ হইতে ক্ষান্ত করাইয়াছেন। এক্ষণে ইহারা অপেক্ষাকৃত উত্তম গৃহ, যথেষ্ট উত্তম পাত্র অর্থাৎ কাঁসা পিত্তল বাসন, রূপার অলঙ্কার, উত্তম বস্ত্র ও খাদ্য ভোগ করিতেছে। তুলা, সরিষা, হরিদ্রা, অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করায় দেশে ধনসঞ্চয় হইতেছে। আর জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তও উহারা অত্যন্ত উৎসুক। বস্তুতঃ জ্ঞানালোক যতই বিস্তীর্ণ হইবে কুসংস্কার ততই অপসৃত হইবে। এস্থলে, ধার্ম্মিক ও নিঃস্বার্থপর ইংরাজ ও মার্কিন প্রেরিত পাদরীগণের নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিষয়ে মতভেদ থাকা বিলক্ষণ সম্ভব, কিন্তু পাদরীদের উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা, ঈশ্বর ভক্তি এবং অন্যকে আত্মতুল্যবোধে কার্য্য করার জন্য আমরা চিরকাল তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিব। বাঙ্গালী কবে ইঁহাদের এই সকল গুণের অনুকরণ করিতে পারিবেন?

জীবন-চরিত।

চৈতন্য।

(১৮৯ সংখ্যা—১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

চৈতন্যের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে নিম্ন লিখিত রূপ বর্ণনা আছে। চৈতন্য অজয় তীরবর্ত্তী কোন গ্রামে কেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া পুরুষোচিত পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে কৌপীন বহির্ব্বাস ধারণ করিলেন। আত্মীয় স্বজনাদি, যেন সকলকেই বিস্মৃত হইলেন; বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ভিন্ন মনে আর কিছুই রহিল না। প্রথমে বৃন্দাবন গমনার্থ গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত ও আর্য্যরত্ন

নামক তিনজন শিষ্য এই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য কৃষ্ণ চিন্তায় সতত অন্যমনস্ক থাকিতেন; নিতাই, এইজন্য মাতা ও বনিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি অদূরবর্ত্তী কএকটী গোপবালককে গোপনে বলিয়াদিলেন যে, যখন চৈতন্য তাহাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা যেন গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথ দেখাইয়া দেয় এবং রত্নকে এই উপদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, চৈতন্য আচার্য্যের (অদ্বৈত) বাটীতে কয়েক দিন অবস্থিতি করিবেন, তাঁহাকে এই সম্বাদ দিয়া এবং গঙ্গার ঘাটে লোক রাখিতে বলিয়া তিনি নবদ্বীপ হইতে শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে শান্তিপুরে লইয়া আসিবেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য গোপবালকগণকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নিতাইয়ের আদেশ মত কার্য্য করিল। অনন্তর সেই পথ ধরিয়া শান্তিপুরের ঘাটে উপস্থিত হইয়া নিতাইয়ের কৌশলে তত্রত্য গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া অবগত হইলেন। এই রূপে এক প্রকার ভ্রান্তভাবেই অদ্বৈত ভবনে আনীত হইলেন। ক্ষণেক পরেই নিতাইয়ের ছলনা বুঝিতে পারিলেন। যাহাহউক, এই স্থানে আসিয়া মাতা, বনিতা এবং নবদ্বীপের যাবতীয় শিষ্য ও সঙ্গিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে ডোর-কৌপীন—শিখাধারী সন্ন্যাসী দেখিয়া শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন। জননী তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগত হইবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য বলিলেন,—"জননি, বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, যদিও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি—আমি তোমারই,—আমার শরীর তোমার নিকট চিরক্রীত; কোটি জন্মেও তোমার ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইব না; যেখানেই থাকি মনে মনে তোমার চরণপূজা করিব।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া জননীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, একবার সন্ন্যাসী হইলে আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে নাই এবং অধিককাল পরিজনের সহিত একস্থানে অবস্থিতি করিতেও নাই। অনেক

কথোপকথনের পর শচীমাতার ইচ্ছানুসারে এইরূপ স্থির হইল যে,তিনি শ্রীক্ষেত্রের পথবর্ত্তী নীলাচলে অবস্থিতি করিবেন। যেহেতু শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিগণ দ্বারা নিয়তই তাঁহার সম্বাদ পাওয়া যাইবে এবং মধ্যে মধ্যে তিনি স্বয়ং আসিয়াও জননীকে দেখা দিয়া যাইবেন। কয়েক দিন, অদ্বৈতের ভবনে সঙ্কীর্ত্তন ও মহোৎসবের আমোদে অতিবাহিত করিয়া জননী প্রভৃতিকে বিদায় দিলেন। ঐ সকল মহোৎসবে একদিন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে অন্ন এবং তদুপকরণ উত্তম রূপে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কহিলেন "উপকরণ ভক্ষণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে ; কারণ তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযম হয় না।"

অতঃপর চৈতন্য সকলের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন। পথে সাক্ষীগোপাল, কমলপুরে কপোতেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন ও তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কিয়দ্দিন পরে যথাস্থানে পৌছিলেন। চৈতন্য একদিন নীলাচল হইতে জগন্নাথ দর্শনার্থ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন। পুরী প্রবেশ করিয়া ঠাকুর দেখিতে দেখিতে তিনি অচেতন হইয়া পতিত প্রায় হইলেন, এমন সময়ে তত্রত্য সার্ব্বভৌম-উপাধিধারী কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলেন এবং অনেক শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিলেন। ক্রমে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি সঙ্গিগণ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌম সঙ্গিগণের মুখে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। উত্তমরূপ বাসা বাটীর বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন এবং আর কখন একাকী ঠাকুর দেখিতে না যান এরূপ নিষেধ করিয়াদিলেন।

সার্ব্বভৌমের বেদে কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল এবং চৈতন্যকে বাস্তবিক স্নেহ করিতেন বলিয়া, তিনি এক দিন তাঁহাকে বলিলেন,— "বালকের দ্বারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রতি-পালিত হওয়া বড় কঠিন ; যাহাহউক যখন সন্ন্যাসী হইয়াছ, তখন সন্ন্যাসীর সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা উচিত ; অতএব তুমি আমার নিকট বেদাধ্যয়ন কর।" চৈতন্য

সার্ব্বভৌমের নিকট, বিপদ হইতে রক্ষা করা প্রযুক্ত, যারপর নাই কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা প্রকাশ করিয়া বেদ পাঠে সম্মত হইলেন। সার্ব্বভৌম ৫।৭ দিন উপর্য্যুপরি উপনিষদ ব্যাখ্যা করিলেন, চৈতন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে শুনিয়া গেলেন, বাক্য কি অঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা মনের কোন ভাব প্রকাশ করিলেন না। অধ্যাপক তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "চৈতন্য, আমি এত দিন তোমার সমক্ষে বেদপাঠ করিলাম, তুমি ভাল মন্দ কিছুই বলিতেছ না কেন?" "আমি অজ্ঞান বালক, বেদ বুঝিতে সমর্থ হইব, আমার এমন ক্ষমতা কোথা? তবে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়া আপনি শুনাইতেছেন, আমি শুনিতেছি এইমাত্র।" চৈতন্য, এই কথা বলিলে সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন, "বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া চুপ করিয়া থাকা অন্যায়, একবারে না পার, আমি বার বার বলিতে প্রস্তুত আছি।" তখন চৈতন্য বলিলেন, "কথা কহিব কি। আমি আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভাষ্য, মূলের অর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু আপনার ভাষ্য ঐ অর্থকে আচ্ছাদিত করিয়া আমাকে ভ্রমে পতিত করিতেছে।" এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত সার্ব্বভৌমের ঘোরতর বিচার উপস্থিত হইল। অনেক তর্কের পর সার্ব্বভৌম পরাজিত হইয়া চৈতন্যের মতগ্রহণ করিলেন। চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, এই বিচারে সার্ব্বভৌম বেদ প্রতিপাদিত নিরাকার বাদ ত্যাগ করিয়া ভগবান্ হরির উপাসক হয়েন।

ঐ গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, বিচারের শেষে সার্ব্বভৌম "আত্মারাম" (১) বলিয়া খ্যাত একটী শ্লোক ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া চৈতন্যকে তাহার অর্থ করিতে কহেন। চৈতন্য প্রথমে

(১) আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে; সর্ব্বসংশয় পরিশূন্য পরমাত্ম-কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূতগুণোহরিঃ। বাদি-গণও, হরির প্রতি নিষ্কাম হইয়া ভক্তি প্রকাশ করেন, "আত্মারাম" শ্লোকের স্থূলার্থ এই এস্থলে অর্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

তাঁহার মুখে তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। সার্ব্বভৌম তাহার পৃথক্ পৃথক্ নয় প্রকার অর্থ করিলেন। চৈতন্য তচ্ছ্রবণে সার্ব্বভৌমের ব্যুৎপত্তির প্রশংসা করিয়া ঐ শ্লোকের আরও অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন, যাহার সহিত প্রাগুক্ত নয় প্রকারের কোন সম্বন্ধই ছিল না। যদি এই আখ্যান সত্য হয়, তবে উহা দ্বারা চৈতন্যের যেমন ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; সংস্কৃত ভাষার স্থিতিস্থাপকতারও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রুত আছে, সার্ব্বভৌম ইহার পর আর তাঁহার সহিত বিচার করেন নাই।

চৈতন্যের প্রতি সার্ব্বভৌমের কতদূর উচ্চভাব হইয়াছিল এবং চৈতন্য আত্ম প্রশংসাকে কতদূর তাচ্ছিল্য করিতেন, নিম্নলিখিত আখ্যান দ্বারা তাহা এক কালে জানা যাইবে। এক দিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বাটীর নানাবিধ প্রসাদ এবং চৈতন্যের প্রশংসা সূচক দুইটী কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। উহার মর্ম্মাবগত হইবামাত্র চৈতন্য উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন।

জাতিভেদ নিরাকরণ বিষয়ক মত তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু বোধ হয়, এখন ঠাকুরবাটীর প্রসাদ গ্রহণ প্রণালী দেখিয়া তাঁহার সেই মত আরও দৃঢ়ীভূত হয়। পূর্ব্বকালে পুরী, বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান স্থান ছিল। ঠাকুর বাটীর প্রসাদ গ্রহণের প্রণালী বৌদ্ধদিগের জাতি বিপ্লবের চিহ্ন মাত্র। যাহা হউক, অতঃপর তিনি প্রচারোদ্দেশে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী হইয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন, তিনি কেবল তাঁহারই অনুসন্ধানে যাইবেন বাহিরে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। ফলে অনেকে তাঁহার ঐ ছল বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু, সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনেক লোক থাকিলে পাছে প্রচার কার্য্যে কোন ব্যাঘাত হয়; এই ভাবিয়া তিনি একাকী যাইবার সংকল্প করিয়াছেন, নিত্যানন্দ ইহা জানিতে পারিয়া সঙ্গে অন্ততঃ এক জন লোক লইতে তাঁহাকে বিশেষ

অনুরোধ করিলেন এবং এইরূপে তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিলেন যে, নাম জপে তাঁহার দুই হাত বদ্ধ থাকিবে, সঙ্গে লোক না থাকিলে তাল পত্রাদি কিরূপে যাইবে এবং তিনি যখন প্রেমে অচেতন হইবেন তখন কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে? যাহা হউক, তিনি নিতাইয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একে একে সমুদায় সহচরগণকে প্রেমালাপে সন্তুষ্ট করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ তাঁহার ভাবী বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেন। তিনি এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও নীলাচলে আসিবার তিন মাস পরে ৯১৪ সালের বৈশাখ মাসে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন।

তিনি দক্ষিণাঞ্চলের যে যে স্থানে গমন করিলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইল। অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিল। অনেকে গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইতে অভিলাষী হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে গৃহত্যাগ করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া এইরূপ বুঝাইয়াদিলেন যে, গৃহে থাকিয়া তাহাদের ধর্ম্ম সাধনের কোন ব্যাঘাত ঘটিলে তিনি তাহার প্রতীকার করিবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সকলেই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হউক, চৈতন্যের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। ধর্ম্ম যে কেবল পরকালের নয়, ইহকালেও উহার সম্যক উপযোগিতা আছে, চৈতন্যচরিতের এই অংশে তাহার প্রকাশ পাওয়া যায়। এই দেশে প্রচার কালে, তত্রত্য কতকগুলি বৌদ্ধ, তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিল। বোধ হয়, চৈতন্যকে তাহাদিগের ক্লেশ দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রচার ক্ষমতার প্রভাবে ঐ চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। অবশেষে তাহারা, তাঁহার মত গ্রহণ করে।

চৈতন্যের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত হয় নাই; অনেকে এইরূপ বলিয়া তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করেন। অতএব

তদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই স্থলে ব্যক্ত করিয়া যাওয়াই উচিত। যদিও স্বার্থ চেষ্টাই মনুষ্যের সকল কার্য্যের উত্তেজক এবং স্বার্থপরতা নাই অথচ মানুষ আছে, এরূপ ঘটনা অতি বিরল; তথাপি স্বার্থপরতার প্রতি মানুষের একটী স্বাভাবিক ঘৃণা আছে। স্বার্থ সাধন প্রবৃত্তি, মনুষ্যের যত বলবতী, স্বার্থ পরতার প্রতি দ্বেষ বুদ্ধিও সেইরূপ। এইজন্য যে কার্য্যে যে পরিমাণে স্বার্থ-লব্ধ অনুভূত হয়, আমরা সেই পরিমাণেই ঐ কার্য্যের অগৌরব করিয়া থাকি। পক্ষান্তরে, মানুষের যে কার্য্যে যে পরিমাণে নিঃস্বার্থতা প্রকাশিত হয়, সে কার্য্য মনুষ্য মণ্ডলীতে সেই পরিমাণেই গৌরবান্বিত হয়। আমরা যদি জানিতে পারি যে, কোন ব্যক্তি আমাদিগকে যাহা বলিতেছেন তাহা কেবল আমাদের হিতসাধন মূলক,—তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই; তাহা হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই কথায় কোন সার না থাকিলেও, আমরা তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না, তাহাতে মনোযোগী হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠানে বাধিত হই। এই জন্য ধর্ম্ম প্রচারকের সর্ব্ব প্রকার স্বার্থশূন্য এবং বিলাসে বঞ্চিত হওয়া উচিত। আপনার কথায় লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, অগ্রে আপনার প্রতি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। ত্যাগ, আত্মবঞ্চনা প্রভৃতিই ভক্তি উদ্রেকের প্রধান কারণ। চৈতন্য পৃথিবীর সকল সুখ ও সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন বলিয়াই কৃষ্ণ-প্রেমে জগৎকে উন্মত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, এবং অদ্যাপি দেবতা বলিয়া বহুতর গ্রন্থে ও অনেক লোকের বিশ্বাস ভূমিতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারক মাত্রেরই চৈতন্যের ন্যায় হওয়া উচিত। চৈতন্য যে, কাহাকেই সন্ন্যাসী হইতে বলিতেন না তাহার এক প্রমাণ যেমন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনি উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সহিত কথোপকথনেও আর একটী প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, চৈতন্য ক্রমেই দক্ষিণে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পর্ব্ব উপলক্ষে তীর্থস্থলে এককালে অনেক লোক পাওয়া যায়,

সেখানে প্রচারের বিলক্ষণ সুবিধা হয়, এই জন্য দক্ষিণাঞ্চলের সকল তীর্থ পর্য্যটন করিলেন। একদা গোদাবরী নদীতে স্নান করিতে করিতে একজন মহাজ্ঞানী পরম বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত পরিচয় ও কথোপকথনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ইঁহারই নাম রায় রামানন্দ। শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিবার সময় সার্ব্বভৌম চৈতন্যকে ইঁহার কথা বলিয়া ছিলেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি চৈতন্যের মনে কি ছিল তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু রামানন্দের সহিত কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কথোপকথন কালে তিনি কয়েকবার এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি, রামানন্দের মুখে অনেক নূতন কথা শুনিলেন এবং তাহাতে তাঁহার উপকার হইল। এই কথোপকথনের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক গভীর ভাব দেখা যায়। রামানন্দের সহিত ধর্ম্মালোচনায় কয়েক দিন পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া সেখান হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় রামানন্দকে নীলাচলে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। দক্ষিণ দেশের অবশিষ্ট তীর্থ সকল ভ্রমণ করিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডুপুর গ্রামের তীর্থে শ্রীরঙ্গপুরি নামক কোন ব্যক্তির সহিত কথোপকথনে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ তীর্থে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চৈতন্য দক্ষিণ দেশ হইতে ব্রহ্ম সংহিতা, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন ঐ সকল তীর্থেই রাম সীতা লক্ষণ এবং হনুমানের বিগ্রহ দর্শন করিলেন। কদাচিৎ কোন স্থানে কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দক্ষিণ দেশীয় বহুতর সম্প্রদায়িক লোক স্ব স্ব মত ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইল। অতঃপর চৈতন্য সিদ্ধকাম হইয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন।

ক্রমশঃ

নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজ।

১৮৯ সংখ্যা—১৮৩ পৃষ্ঠার পর।

বিনিময়ের মূল তত্ত্ব কি তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তোমার যাহা আছে, কিন্তু আমার নাই, তাহা আমাকে দাও, এবং আমি তৎ পরিবর্ত্তে আমার যাহা আছে, অথচ তোমার নাই, তাহা তোমাকে দিতেছি। তোমার শস্য আছে, কিন্তু আমার তাহা নাই। এবং আমার শস্যের পরিবর্ত্তে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বস্ত্র আছে। সুতরাং আমাকে শস্য লইতে হইলে বিনিময় প্রথানুসারে তোমাকে বস্ত্র দিয়া তোমার শস্যের কিয়দংশ লইতে হইবে। কিন্তু বিবেচনা কর আপাততঃ তোমার বস্ত্রের প্রয়োজন না হইয়া জুতার প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি চেষ্টা করিতেছ এক জনকে তোমার শস্য দিয়া তাহার প্রস্তুত জুতা লইবে। সুতরাং তুমি আমার বস্ত্র গ্রহণ করিলে না, এবং আমিও তোমার কাছে শস্য পাইলাম না। তোমার নিকটে যদি আমাকে শস্য লইতে হয়, তাহা হইলে তোমার যখন বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তখনই আমি শস্য পাইব, কারণ বস্ত্র ব্যতীত তোমাকে দিবার আমার অন্য কোন সামগ্রী নাই। কিন্তু হয় ত তোমার দুই তিন মাসের মধ্যে বস্ত্রের কোন প্রয়োজন হইবে না; সুতরাং আমাকে এই সুদীর্ঘ কাল তোমার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইবে। তোমার এক্ষণে বস্ত্র না হইলে চলিবে বটে, কিন্তু আমার আপাততঃ শস্যের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অদ্য না হউক, দুই চারি দিনের মধ্যে আমাকে শস্য সংগ্রহ করা চাহি, নহিলে সপরিবারে আমাকে অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং আমি তোমার প্রত্যাশায় না থাকিয়া অপর এক ব্যক্তির নিকটে যাইলাম যাহার প্রচুর পরিমাণে শস্য আছে, এবং দেখিলাম সে ব্যক্তি তাহার শস্যের কিয়দংশ আমাকে দিতে প্রস্তুত বটে যদি আমি তাহাকে লবণ দিতে পারি। এই ব্যক্তির এক্ষণে লবণের বড় অভাব হইয়াছে,

বস্ত্রে আপাততঃ তাহার প্রয়োজন নাই; কারণ তাহার যে বস্ত্র এক্ষণে রহিয়াছে তাহাতে তাহার দুই এক মাস অক্লেশে চলিয়া যাইতে পারিবে। তাহার আপাততঃ লবণের প্রয়োজন বটে, কিন্তু আমি লবণ পাইব কোথায়? আমার বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রীত নাই। সুতরাং এই ব্যক্তির নিকটে শস্য পাইবার যে আশা করিয়াছিলাম, আমার সে আশাও ফলবতী হইল না। এই-রূপে আমি এক ব্যক্তির পর অপর ব্যক্তি ইত্যাদি ক্রমে কত লোকের কাছে ঘুরিয়া শেষে এক জনকে দেখিতে পাইলাম যাহার প্রচুর পরিমাণে শস্য আছে এবং সেই শস্যের বিনিময়ে সে বস্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। এতক্ষণের পর আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আমি তাহাকে বস্ত্র দিলাম, এবং সেই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে তাহার কাছে শস্য পাইলাম। কিন্তু এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইলে কত ক্লেশ ও অসুবিধা তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এই অসুবিধা নিবারণের জন্যই মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং এই অসুবিধার মূল কারণ কি তাহা জানিলে আমরা বুঝিতে পারিব সভ্য সমাজে কি জন্য বিনিময় প্রথা উঠিয়া মুদ্রার দ্বারা ক্রয় বিক্রয় প্রথার প্রচলন হইল।

আমরা যে উদাহরণ দিয়াছি তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে প্রথমে আমি যাহার কাছে শস্য লইবার মানসে গিয়াছিলাম সে যদি আমার বস্ত্র লইত তাহা হইলে আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু বস্ত্রে তাহার তখন কোন প্রয়োজন না থাকায়, সে আমার বস্ত্র গ্রহণ করিল না এবং আমিও তাহার শস্য পাইলাম না। একটু ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বিনিময় প্রথাজাত যাবতীয় ক্লেশ ও অসুবিধা শুদ্ধ এই কারণ হইতে উদ্ভূত। আমি তোমাকে যে সামগ্রী দিয়া তোমার পরিশ্রম জাত দ্রব্য বিশেষ লইতে ইচ্ছা করি, আমার সেই সামগ্রীতে তোমার আপাততঃ প্রয়োজন না থাকিতে পারে। তদ্রূপ, তুমি যে সামগ্রী দিয়া আমার কোন দ্রব্য

লইতে ইচ্ছা কর, তোমার সেই সামগ্রীতে আমারও আপাততঃ কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে। সুতরাং আমাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুদিনের জন্য বিনিময় বন্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু এরূপ হইবার কারণ কি? ইহার কারণ শুদ্ধ এই যে তোমার দ্রব্যে আমার প্রয়োজন নাই এবং আমার দ্রব্যে তোমার প্রয়োজন নাই। অতএব আমাদের উভয়ের হস্তে এমন কোন সামগ্রী থাকা চাই যাহার বিনিময়ে আমরা সকল সময়েই আপন আপন পরিশ্রমজাত দ্রব্য দিতে প্রস্তুত হইব। বিবেচনা কর এই সামগ্রীর নাম 'ক'। তুমি শস্য-ব্যবসায়ী এবং আমি বস্ত্রব্যবসায়ী, তোমার নিকটে শস্য এবং আমার নিকটে বস্ত্র আছে; এবং এতদ্ব্যতীত আমাদের উভয়েরই হস্তে এই 'ক' নামক সামগ্রী আছে। তুমি যদি শস্য দিয়া আমার কাছে বস্ত্র না পাও, 'ক' নামক সামগ্রী দিলে অবশ্যই আমি তোমাকে বস্ত্র দিব, কারণ শস্যে আমার সকল সময়ে প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু 'ক' নামক সামগ্রী লইতে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। তদ্রূপ তুমি ও আমার বস্ত্রের পরিবর্তে সকল সময়ে আমাকে শস্য না দিতে পার কিন্তু এই 'ক' নামক সামগ্রী পাইলেই তুমি আমাকে শস্য দিতে স্বীকৃত হইবে। কারণ তুমিও এই 'ক' নামক দ্রব্য লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই দ্রব্যটী আমাদের উভয়েরই আছে, অথচ উভয়েই ইহা পাইবার জন্য ব্যাকুল। যে সামগ্রীকে এতক্ষণ 'ক' বলিতেছিলাম তাহারই নাম মুদ্রা বা টাকা। তুমি দ্রব্য বিশেষের পরিবর্ত্তে তোমার কোন সামগ্রী অপরকে না দিতে পার, কিন্তু তুমি যদি বিক্রেতা হও তাহা হইলে টাকা পাইলে অবশ্যই তাহা ছাড়িয়া দিবে; কারণ বিক্রেতার উদ্দেশ্য এই যে কিসে অধিক অর্থোপার্জ্জন হইবে। বিনিময় দ্বারা আমরা সকল সময়ে সকল বস্তু না পাইতে পারি, কিন্তু টাকা থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই পাইব। এই জন্য বিনিময়ের পরিবর্ত্তে টাকার ব্যবহার হইয়াছে, এবং টাকার দ্বারা যে সকল বিনিময় নিষ্পন্ন হয় তাহাকে লোকে ক্রয় বিক্রয় কহে।

ভাবিয়া দেখিলে ক্রয় বিক্রয় এবং বিনিময় একই। কারণ বিনিময়ে এক বস্তু দিয়া অপর বস্তু লই, এবং ক্রয় বিক্রয়েও ক্রেতা টাকার বিনিময়ে সামগ্রী বিশেষ পান, এবং বিক্রেতা সামগ্রী বিশেষের বিনিময়ে টাকা পান। প্রভেদ এই মাত্র যে বিনিময়ে সামগ্রী দিয়া সামগ্রী লই এবং ক্রয় বিক্রয়ে টাকা দিয়া সামগ্রী লই।

টাকা আমরা খাইনা, মাখিনা, পরি না; কিন্তু শস্য, জুতা, বস্ত্র ইত্যাদি না হইলে আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। অথচ এই সকল সামগ্রী দিয়া যে দ্রব্য না পাই টাকা দিয়া তাহা তখনই পাইতে পারি। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতে দেওয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

স্বপ্ন।

(১) সহসা হৃদয়ে মোর, একি এ বিপদ ঘোর,
অকস্মাৎ শেল সম হৃদয়ে কি বাজিল,
ছিলাম সুখের ভরে, শয়ান নিদ্রার ক্রোড়ে,
ভীষণ স্বপন দেখি নিদ্রা মোর টুটিল।

(২) কে যেন শয্যার পাশে, কহিল গম্ভীর ভাষে,
দুর্ব্বুদ্ধি মানব! ভ্রমে নিজ কার্য্য ভুলিলে,
গত দিন, দিন দিন, পাপেতে আত্মা মলিন,
দুর্লভ মানব জন্ম অকারণে কাটিলে।

(৩) কোথা সে বিবেক এবে, যার অহঙ্কারে ভবে
জীবশ্রেষ্ঠ বলে দর্প কর অনিবার,
পাপাচারে অবিরত, ধর্ম্মবুদ্ধি হলো হত
পশুর উপরে কিসে প্রাধান্য তোমার?

(৪) ভেবেছ কি মনে মনে, সব শেষ এই খানে
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত হইবে মিলন রে,

পাপ পুণ্য যত আর, কেবলি কল্পনা সার,
এ দেহ হইলে হত, আত্মার নির্ব্বাণ রে?
(৫) দেহ মাত্র নষ্ট হয়, আত্মা অনন্ত অক্ষয়,
স্বপ্নসম ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সম্পদ রে,
শুধু নিজ কর্ম্ম ফল, দেহান্তে তব সম্বল,
এখন এখন মূঢ়! স্মর ব্রহ্মপদ রে।
(৬) কণ্টকিত হলো দেহ, নিকটে নাহিক কেহ,
চকিতে চাহিয়া দেখি সকলি আঁধার রে,
একি হলো সর্ব্বনাশ ভয়ে নাহি বহে শ্বাস,
সহসা হইল কেন হেন ভাবান্তর রে।
(৭) শয্যা হলো অগ্নিপ্রায় অগ্নি জ্বলে সর্ব্ব গায়,
স্মৃতিতে জ্বলিল অগ্নি কেমনে নিবাইবে,
"দেহ মাত্র নষ্ট হয়, আত্মা অনন্ত অক্ষয়"
কেমনে এ কথা শুনে শান্ত হয়ে রই রে।
(৮) পুনঃ "নিজ কর্ম্ম ফল, দেহান্তে তব সম্বল"
কেন কথা স্বপ্নবাণী শুনালি আমায় রে,
আঁধারে ছিলাম ভাল, আলোকেতে প্রাণ গেল,
পূর্ব্ব কর্ম্ম স্মরি হৃদি বিদরিয়া যায় রে।
(৯) আলোক তাহারে সাজে, যে দেখে জগৎ মাঝে,
সকলি সুন্দর কিম্বা কিঞ্চিৎ সুন্দর রে।
আমি যে দিকে নেহারি, শুধু বিভীষিকা হেরি,
স্মরি নিজ পাপচয় কাঁপয়ে অন্তর রে।
(১০) একবার মনে করি, করে ধরি তরবারি,
মুহূর্ত্তে ত্যজিয়া দেহ কাটাই জঞ্জাল রে,
আবার স্মরণ হয়, "আত্মা অনন্ত অক্ষয়"
ত্যজিলে ভঙ্গুর দেহ নাহি কোন ফল রে।
(১১) কেমনে পাইব মুক্তি, কে দেবে আমারে যুক্তি

কার কাছে জিজ্ঞাসিব মুক্তির উপায় রে,
হে নক্ষত্র তারাচয়, পাইয়াছি বড় ভয়,
বল এ মনো বেদনা কিসে মোর যায় রে।
(১২) তোমরা হে রাতি রাতি, বিতরিয়া নিজ জ্যোতি,
জগতের হিততরে কাটাও জীবন হে,
আমি নর স্বার্থপর, স্বার্থ চেষ্টা নিরন্তর,
পরের সেবায় কভু না সঁপিনু মন হে।
(১৩) তোমরা পরের তরে, চক্রে চক্রে ফির ঘুরে
অনিত্য বিষয় চক্রে ফিরে মোর মন হে।
তোমরা নিস্বার্থ ভাবে, কত কার্য্য সাধ ভবে
যশের পিপাসা সবে না জান কখন হে।
(১৪) আমি যদি ভাগ্যগুণে, হিত সাধি কোন জনে
অমনি যশের তৃষা হৃদয়ে উদয় হে,
মনে হয় সেই ক্ষণ, হইয়াছি একজন
বাজুক যশের ডঙ্কা ত্রিভুবন ময় হে।
(১৫) বারেক মনে ভাবিনা, অগ্নির সংযোগ বিনা
কাষ্ঠের দাহিকা শক্তি কভু নাহি হয় হে,
ঘটিকা যে বাদ্য করে, সে প্রশংসা স্বর্ণকারে
ঘটিকা নৈপুণ্য তারে কে কোথায় কয় হে।
(১৬) জীবের যা শক্তি যার, সব শক্তি বিধাতার
শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে তাঁহারি প্রকাশ হে,
আমি মাত্র যন্ত্র প্রায়, ন্যস্ত শক্তি করি বায়,
আমাতে থাকিলে শক্তি আমার কি যশ হে।
(১৭) অয়ি! প্রকৃতি সুন্দরি, নানা আভরণ পরি,
স্রষ্টার মহিমা কর জগতে বিস্তার লো,
দেহ ধ্বনি মোরে বলে, কোন সুকৃতির ফলে,
হেন প্রফুল্লতা সদা বিরাজে তোমার লো।

(১৮) কভু কি নিশীথকালে, শয়নে জগৎকোলে,
দেখিয়াছ মোর মত স্বপ্ন ভয়ঙ্কর লো,
চকিতে চাহিয়া ধনি, গম্ভীর সে বাণী শুনি,
হয়েছ আমার মত উন্মত্ত অন্তর লো ?

(১৯) বল কি আশ্বাস পেয়ে, সাহসে বাঁধিয়া হিয়ে,
পুনঃ এ পুলকে পূর্ণ তোমার বদন লো,
বড় ক্লেশ পাই মনে, হৃদে যেন বজ্র হানে,
তাই সকাতরে তোরে করি নিবেদন লো।

(২০) বলিতে কি সুবদনে, বড় সাধ হয় মনে,
তোর মত শান্তি রসে সদা মত্ত রই লো,
স্মৃতিশক্তি বিসর্জ্জিয়ে, পূর্ব্ব পাপ ভুলে গিয়ে
অবোধ বালক সম নাচিয়া বেড়াই লো।

(২১) একি এ সম্মুখে হেরি, দ্বিগুণ আঁধার করি,
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিচয় ফিরিয়া বেড়ায় রে,
যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছুতেই ত্রাণ নাই,
অঙ্গভঙ্গী করে সব সেই দিকে ধায়রে।

(২২) আমি চাই পলাইতে, তারা আসে সাথে সাথে,
'তোমার' 'তোমার' বলি করিছে চীৎকার হে,
দীননাথ রক্ষাকর, বিনা করুণা তোমার,
এ ঘোর বিপদে আর নাহিক উদ্ধার হে,

(২৩) বলে মোরা কর্ম্ম তব, তোমা বিনা কার হব,
সম্পদ বিপদে মোরা সম্বল তোমার হে,
কারে ভবে যাবে ছেড়ে, মোরা সব আছি ঘেরে,
মোদের খেদাতে পারে হেন সাধ্য কার হে।

(২৪) সহসা কর্ণের পাশে, কে যেন বলিছে এসে,
"এখন এখন মূঢ় স্মর ব্রহ্মপদ হে,"

অমনি সাহস করে, ডাকিলাম উচ্চৈঃস্বরে
জয় ভগবান হর এ মোর বিপদ হে।
(২৫) যথা নিদাঘের কালে, প্রবল ঝটিকা বলে,
লণ্ড ভণ্ড করি মেঘ উড়ায় পবন রে
সেরূপ সে নাম শুনে, দূরে গেল পাপগণে
নির্ম্মল হইল পুনঃ মোর মানস গগন রে।

সজারু ও তাহার বন্ধুগণ।

এক সজারু প্রতিবাসী এক বিবর, শশক, ও ইন্দুরকে পত্র লিখিয়া পাঠাইল "ঐক্যই বল" কেবল তাহা নয়, ঐক্যে উষ্ণতা অধিক হয়। শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, আমরা একত্র যত ঘেঁসাঘেঁসি থাকিতে পারি, ততই পরস্পরের সুখের বিষয়। বিবর প্রভৃতি এই নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে আসিয়া জুটিল।

সজারু সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং পরে সৌজন্য সহকারে বলিল "এখন আমরা এক পরিবার হইয়াছি এস বন্ধুগণ, সকলে একত্র শয়ন করি। কয়েক বন্ধু মিলিয়া সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রাকৃষ্ট হইতেছিল, এমত সময়ে সজারুর গার কাঁটা তাহাদিগের গায় ফুটিতে লাগিল। তাহারা প্রথমে ফুস ফুস করিয়া বলিতে লাগিল "সুখের স্বপ্নে কি ব্যাঘাত ঘটিল" কিন্তু সজারু বন্ধুদিগের কষ্ট কিছু-মাত্র অনুভব না করিয়া আপনার গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। তখন ইহা আর কাহারও সহ্য হইল না। বিবর প্রথমে পথ দেখাইল ক্রমে ক্রমে আর সকলে প্রস্থান করিল।

পরদিন সজারুর নিকটে এক পত্র আসিল

"প্রিয়ভ্রাতঃ এখনকার মত আমাদের বন্ধুতা শেষ হইয়াছে, যদি

কখন গার কাঁটাগুলি ফেলিয়া আসিতে পার, একত্র বন্ধুভাবে বাস করিব।"

অনেকে ঐক্যের জন্য মুখে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের এমত কুস্বভাব ও কর্কশ ব্যবহার যে যথার্থ শান্তিপ্রিয় লোক তাহাদিগের সহিত মিলিতে পারে না।

পুরাণ কথা।

চণ্ডী।

বঙ্গবাসীদিগের প্রধান মহোৎসব যে দুর্গোৎসব, তাহা আর কিছুই নহে, একটী বীরাঙ্গনার পূজা মাত্র। এই বীরাঙ্গণা কে ছিলেন এবং কোন্ সময়ে কিরূপ বীরত্বের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মেধস মুনি সুরথ রাজাকে যে চণ্ডীর উপাখ্যান শুনাইয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে এবং শারদীয় মহাপূজা ও হিন্দু গৃহে স্বস্ত্যয়নাদি উপলক্ষে যে 'চণ্ডী' পাঠ হইয়া থাকে, তাহা হইতেই এই অদ্ভুত বীরনারী সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায়। এ সকল বৃত্তান্ত প্রত্যেক পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণনার ন্যায় যে কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত এবং বিশ্বাসের অতীত, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আদৌ বাস্তবিক কোন ঘটনা নহে, কোন কবির স্ব-কপোল কল্পিত একটী অদ্ভুত চিত্র। কেহ কেহ বা বলেন, ইহা একটী আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রূপক মাত্র। আমাদিগের অন্তরে যে অসৎ প্রবৃত্তি সকল আছে তাহারা অসুরের দল এবং সৎপ্রবৃত্তি সকল দেবতা। অসৎপ্রবৃত্তি সকল সৎপ্রবৃত্তি সকলকে পরাভব করিয়া প্রবল হয়, পরে প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে পাপ প্রবৃত্তি সকল বিনষ্ট হয় এবং সৎপ্রবৃত্তি সকল অন্তরে রাজত্ব করে। ইহা অবলম্বন করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে যে অসুর সকল

প্রবল হইয়া দেবগণকে পরাস্ত ও অধিকার চ্যুত করিলে মহাদেবী চণ্ডী আবির্ভূত হইয়া অসুরদলকে নিপাত করিলেন এবং দেবগণকে স্ব স্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভাবুকগণ এরূপ ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল চণ্ডীর উপাখ্যান নহে, রাম রাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা, খ্রিস্তখৃষ্টের চরিত এ সকলকেও অনেক ভাবুক অবাস্তব, কল্পিত বর্ণনা মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিতে হইলে পুরাণ বর্ণিত কোন ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আমাদিগের মতে, পুরানোক্ত ঘটনা সকলে অতিবর্ণনা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, খ্রিস্তখৃষ্ট সম্বন্ধে অদ্ভুত বর্ণনা ছাড়িয়া দিলেও ইঁহারা যে বাস্তবিক এক এক জন মহাপুরুষ ছিলেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। চণ্ডীর সম্বন্ধে অদ্ভুত বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়াও তিনি যে বাস্তবিক একজন অসাধারণ বীরনারী ছিলেন ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাপুরুষ সকল যদি দেবকীর্ত্তি লাভ করিয়া জগতে পূজিত হইতে পারেন, বীরনারীগণও অমরত্ব লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন না কেন? আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম অধিবাস করেন, তাঁহারা আপনাদিগের প্রধান লোকদিগকে দেবতা এবং এদেশের আদিম নিবাসীদিগকে অসুর বলিতেন। এই অসুরগণ প্রবল পরাক্রান্ত ছিল এবং তাহাদিগের সহিত দেবতাদিগের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। এই সময়ে কোন বীর্য্যবতী আর্য্যনারী অসুরনিপাতে সহায়তা করিয়াছিলেন, অসম্ভব নহে। তিনিই চণ্ডী নামে আখ্যাত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। যাহা হউক পুরাণ হইতে ইঁহার সম্বন্ধে যে অলৌকিক বর্ণনা আছে, পাঠিকাগণের চিত্তবিনোদনার্থ এস্থলে তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

পুরাকালে জম্ভাসুর নামে এক দৈত্য মহাদেবের ঘোরতর তপস্যা করিয়া বর প্রাপ্ত হয় যে তাহার পুত্র ত্রিভুবনবিজয়ী হইবে। পুরাণের

আশ্চর্য্য বর্ণনানুসারে এক বন্য মহিষীর গর্ভে তাহার এক পুত্র হয়, ইহারই নাম মহিষাসুর। এই অসুর দুর্জ্জয় বলে বসুন্ধরাকে কম্পমান করিল। পরে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, কুবেরের ধনভাণ্ডার, যমের ধর্ম্মশাসন এবং যত দেবতার যত ঐশ্বর্য্য ছিল, সকলি কাড়িয়া লইল। শিবের বরে সে অজেয়, দেবগণ নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দেবতারা স্ব স্ব তেজ দিয়া এক অপূর্ব্বনারী সৃজন করিলেন। ইনি রূপে ভুবন মোহিনী এবং বল বিক্রমে অতুলনীয়া হইলেন। ইহাঁর নাম 'কৌষিকী' হইল। দেবগণ ইহাঁর স্তবস্তুতি করিয়া স্ব স্ব অস্ত্র ইহাঁকে প্রদান করিলেন এবং অসুরভয় হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য কাতর স্বরে প্রার্থনা করিলেন। দেবী অসুর-নিপাতের প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবগণকে অভয় দান করিলেন। পরে তিনি তাঁহার জ্যোতিতে দশদিক্ আলোকময় করিয়া অট্টহাস্য ও তর্জ্জন গর্জ্জনে ত্রিসংসারকে স্তম্ভিত করিলেন। মহিষাসুর চমকিত হইল। পরে দেবীর সহিত যুদ্ধার্থে প্রথমতঃ অসংখ্য সৈন্য সমভি-ব্যাহারে চিকুরাক্ষ, চামর, উদগ্রাক্ষ, মহাশূল, মহাহনু, অসিলোমা প্রভৃতি মহাবল সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিল। তাহারা কোটী কোটী হস্তী, অশ্ব, রথ, ও নানা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রণক্ষেত্রে আসিল এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। দেবী একাকী সকলের প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহিষাসুর স্বয়ং মহিষ বেশে যুদ্ধ করিতে আসিল এবং উচ্চনাদ ও আস্ফালনে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল। সে মায়াবলে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। দেবী বার বার তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াও বধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে সে পুনরায় মহিষ মূর্ত্তি ধরিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল, শৃঙ্গ দ্বারা পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া দেবীকে আঘাত করিতে লাগিল, লাঙ্গুলে সমুদ্রের জল আনিয়া রণস্থল পূর্ণ করিল, খুরাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে লাগিল। দেবী তখন সুধাপান করিয়া দশভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অসি প্রহারে মহিষের মস্তকচ্ছেদন করিলেন, অর্দ্ধেক

শরীর হইতে দৈত্য অসি চর্ম্ম লইয়া বাহির হওয়াতে নাগপাশে তাহাকে বন্ধন করিলেন, বিশ্বম্ভরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চরণ দ্বারা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন এবং মহাশূলাঘাতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। তখন দুর্দ্দান্ত অসুর নিস্তেজ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মহিষাসুরকে এইরূপে বধ করিয়া দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী হইল। দেবগণ তখন মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং দুর্গতিনাশিনী 'দুর্গা' বলিয়া তাঁহার বন্দনা ও স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। দেবী তাঁহাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া এবং পুনরায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে স্মরণ করিবার উপদেশ দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বঙ্গদেশে দশভুজা দুর্গার যেরূপ মূর্ত্তি করিয়া পূজা হইয়া থাকে, তাহা মহিষাসুরের সংহার কালের মূর্ত্তি। প্রতিমাকে আরও সুসজ্জিত করিবার জন্য লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেব পরিবার সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসিগণ শত্রুভয় ও দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই মহিষমর্দ্দিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

টেলিফোন বা শব্দবাহক যন্ত্র।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা দিন দিন ঈশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়মের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া কত আশ্চর্য্য কলকৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন, ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা এবার যে যন্ত্রের ছবিটি চিত্র করিলাম, তাহা দ্বারা শত মাইল দূর হইতে, আত্মীয়দিগের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত বেল এই অত্যদ্ভুত যন্ত্রটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইংলণ্ড, জর্ম্মনি ও ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট প্রভৃতি দেশে ইহা বিলক্ষণ প্রচলিত হইতেছে।

বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত বেল, প্রথমতঃ মনুষ্যকর্ণের গঠন পরিদর্শন করিয়া এই যন্ত্র উদ্ভাবনের বিষয় আলোচনা করেন। বায়ুর পরিচালন দ্বারা শব্দের উৎপত্তি হয়। আমরা যে নানা বাদ্য

যন্ত্রের সুমধুর স্বর দ্বারা মোহিত হই, তাহা কেবল বায়ু সঞ্চালনে উৎপন্ন হয়। আবার জলে একটী ইষ্টক নিক্ষেপ করিলে, তাহাতে জলবিন্দু গুলি পৃথক হইয়া যে বুদ্‌বুদ রাশি নিম্ন দেশ হইতে উথিত হয় তাহা উপরে ভাসিয়া শেষে বিলীন হয়, ইহাও গতিশক্তির একটি দৃষ্টান্তস্থল। মানুষের শব্দ গুলিকে পরিচালিত করিতে হইলে, বৈদ্যুতিক তারের আবশ্যক। কথাগুলি যাহাতে চতুর্দ্দিকে বায়ুগতি দ্বারা অস্পষ্ট না হইয়া যায়, তজ্জন্য যিনি দূরস্থ কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিতে চাহেন, তিনি ও দূরস্থ ব্যক্তি উভয়েরই মুখে ও কর্ণ দেশে ক্রমান্বয়ে দুইটি কর্ণ যন্ত্র (Ear Trumpet) সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। শব্দ নিচয় তারের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া শ্রোতার কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে জলে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, গতিশক্তি দ্বার নিম্ন ভাগ হইতে তাড়িত জলরাশি বিন্দুরূপে উপরে ভাসমান হয়, তদ্রূপ শব্দ নিচয় বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়া শ্রোতার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যেই শব্দ গুলি এত শীঘ্র পরিচালিত হয়। আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ, আমেরিকা মহাদেশে প্রবল ঝড় আরম্ভ হইলে, তাহা কত দিন পরে ইংলণ্ড দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা আমরা সম্বাদ পত্র পাঠে অবগত আছি। মানুষের শব্দও উত্তাল তরঙ্গমালার মত বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়া দূরস্থিত শ্রোতার কর্ণ যন্ত্রে (Ear Trumpet) উপস্থিত হয়। মনুষ্য সময়ে প্রাকৃতিক ঘটনা নিচয় গুঢ়রূপে পাঠ করিয়া কত আশ্চর্য্য ঘটনা আবিষ্কার করিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির নানা কৌশল দেখিয়া যে মনুষ্যের সুখ বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা যায়, কেবল তাহা নহে, এ সকল আলোচনায় সর্ব্ব স্রষ্টা পরম পিতার মহিমা মহীয়ান করিয়া আমাদের মন উন্নতির পর উন্নতিতে প্রধাবিত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। ইংলণ্ডে যে সকল ব্যক্তি গত প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে এডিথ সফিরা কলেট তৃতীয় হইয়াছেন। ইনি আমাদিগের সুপরিচিত মিস কলেটের ভ্রাতুষ্পুত্রী। এই পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৪২ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে ২৪ জন স্ত্রীলোক, ৪৬ জন ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক।

২। আমাদিগের মহারাণী বিক্টোরিয়ার লোকের চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিবাহবন্ধনচ্ছেদক আদালতে যে রমণী প্রার্থিনীরূপে বা অন্য প্রকারে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে আপনার গৃহে কোন নিমন্ত্রণে যোগ দিতে দেন না।

৩। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র রমণী রমাবাই শ্রীহট্ট নিবাসী বিপিন বিহারী দাস, এম, এ, বি, এল, নামে জনৈক সাধুর সহিত পাটনা নগরে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালি ও মহারাষ্ট্রীয়ের উদ্বাহ সূত্রে এই প্রথম সংযোগ।

৪। আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ শাইত্রবাদ হইতে প্রায় ৮৬ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

বামাগণের রচনা।

প্রাবৃট জলদ।

উঃ! একি ভয়ানক জলদ গর্জ্জন।
জগৎ তমসে ঢাকা, কিছু নাহি যায় দেখা,
নীরব শর্ব্বরী ঘোর ঘুমে অচেতন।
শূন্য পথে কিছু নাই, বিস্ময়ে যে দিকে চাই,
কেবল তমস স্তূপে আচ্ছন্ন ভুবন।
উঃ! একি ভয়ানক নীরদ গর্জ্জন।

পূর্ণবিম্ব শশধর, ধরি শোভা মনোহর,
বিহরে না নভে আজি পূর্ব্বের মতন,
বিধু বিলাসিনীগণ, ব্যাপিয়া গগনাসন,
এঘোর তমসে তারা মুদিত নয়ন।
স্নিগ্ধরশ্মি চারু কায়া ম্লান কি কারণ ?
হুড়্‌ হুড়্‌ হুড়্‌ শব্দ, শ্রবণে ভুবন স্তব্ধ,
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ধ্বনি উপর আকাশে,
নিনাদে জীমূত দল, কাঁপিতেছে চলাচল,
লাথে লাথে বৃষ্টি ধারা ধরণী পরশে।
আনন্দে দামিনী বালা, জলদে করিছে খেলা,
কখন সোহাগে খুলে রূপের বসন।
কখন মধুর হাঁসি, দেখাইছে রূপরাশি,
ভুলায় পথিক জনে ধাঁধিয়ে নয়ন।
কখন সম্বরি হাঁসি ঢাকিছে বদন।
অকালে প্রলয় বুঝি হইল ঘটন।
উহঃ ! ভয়ঙ্কর ঝড়ে, চন্দ্র সূর্য্য ছিঁড়ে পড়ে,
খসিয়া পড়ে বা ভূমে অনন্ত গগন !
ধূমকেতু শত শত, বজ্রপাত অবিরত,
অবনীর ক্ষীণ বক্ষে হতেছে পতন।
বজ্রানলে দগ্ধ হয় এ তিন ভুবন।
এ মহা প্রলয় মেঘ কিছুকাল পরে ;
কাটিয়া অবশ্য যাবে, নির্ম্মল আকাশ হবে,
বিমল গগণে পুনঃ উঠিবে তপন,
ভারত সৌভাগ্য রবি চির নিমগন !
হাসিবে এ ধরাতল, হাসিবে সরসী জল,
শান্তি সুখ লভি সুখী হবে জীবগণ।
বিলুপ্ত ভারতরবি উঠিবে কখন ?

কুক্ষণে যবনবর পশ্চিম অম্বরে
অন্নে অন্নে দেখা দিল, স্বাধীনতা রত্ন নিল,
অন্ধকারে ধন যথা হরয়ে তস্করে।
বিজলির প্রায় গতি, পার হয়ে সিন্ধু নদী
পূত শান্তি সুখময়ী ভারত মাতারে
ভাসালে দুঃখের নীরে চিরদিনতরে।
দুর্ভিক্ষ মড়ক আর শত পাপাচার
ভারত মুমূর্ষ প্রাণ করিছে সংহার,
এখন এ হিন্দুস্থান, হয়েছে সম শ্মশান,
হবে কি এ দেহে আর প্রাণের সঞ্চার
জাগিবে ভারত করি বীরের হুঙ্কার?
কখন পতন হয় কখন উত্থান
চির প্রকৃতির ইহা আছে তো বিধান।
কভু তুঙ্গ গিরি পরে, জলচরে ক্রীড়া করে,
কভু সিন্ধু জলে তুঙ্গ শৃঙ্গ পায় স্থান।
চির প্রকৃতির ইহা আছেতো বিধান।
তবে কেন এ ভারত চিরকাল তরে
আচ্ছন্ন থাকিল হায়, নিবিড় ঘন ঘটায়,
উজলে বিজলি রেখা ঘোর অন্ধকারে।
বহিতেছে অনুক্ষণ, খরতর সমীরণ,
বিচ্ছিন্ন ভারত ধাম ঝটিকা প্রহারে।
নিনাদে জীমূত দল অবনী বিদারে।
সোণার ভারত ধাম বিষাদে মগন।
যখন যে দিকে চাই, শুধুই দেখিতে পাই,
জলন্ত অনল রাশি অনন্ত যোজন
বিস্তৃত, ভারত বক্ষঃ করিছে দহন।
ভস্ম রাশি অনিবার, স্থানে স্থানে স্তুপাকার,

পড়ে আছে শৈলাকারে চিহ্নের মতন।
ভারতের ভাগ্যে অহো বিধি বিড়ম্বন।
এ দুর্যোগে বঙ্গবাসী ঘুমে অচেতন,
গা তোল গা তোল তোল, চেয়ে দেখ আঁখি খোল,
তোমাদের ভাগ্যে হয় অশনি পতন,
হায় তোমাদের তরে, হা হা করে চরাচরে,
বিধির সৃজন শ্রেষ্ঠ ভারত ভুবন,
অকাল প্রলয়ে হয় চির নিমগন।

শ্রীতরঙ্গিনী দাসী
মাহেশ।

পুস্তক প্রাপ্তি।

১। শ্মশানভ্রমণ—শ্রীমতী নবীন কালী দেবী প্রণীত, ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেসে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত, মূল্য ৶৹। লেখিকা কতকগুলি নীরস বিষয় অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন তথাপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহাতে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক। স্থানে স্থানে কবিতা গুলি সরল ও প্রীতিকর হইয়াছে।

২। মন্দোদরীর রণসজ্জা-শ্রীমতী নবীনকালী দেবী প্রণীত, ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য তিন আনা। লেখিকা শ্মশান ভ্রমণ নামক গ্রন্থে যে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এই গ্রন্থে তাহার সমধিক বিকাশ দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম। লেখিকা অন্তঃপুর বাসিনী, কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই। তাঁহার পক্ষে এইরূপ কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা বিশেষ গৌরবের বিষয়। আমরা আশা করি তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গীয় নারীকুলের মুখোজ্জ্বল করিবেন ও সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯১ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ ১২৮৭—ডিসেম্বর ১৮৮০। { ২য় কল্প। ২য় ভাগ।

স্ত্রী-সঙ্গিনী।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।

মহাভারতে নারীগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে, যে তাঁহারা ছায়ার ন্যায় অনুগতা ও নির্ম্মলচরিত্রা হইবেন এবং সখীর ন্যায় পতির হিতকর্ম্ম সাধন করিবেন। স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর সখী হইয়া তাঁহার ইষ্ট সাধন করিতে পারিলে যথার্থ দাম্পত্য ধর্ম্ম রক্ষা পায় এবং তাহাতে স্ত্রীরও গৌরব, স্বামীরও গৌরব বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীর এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে স্বামীর সহিত এক হৃদয় হওয়া চাই, তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করা এবং স্বামীর গুণ সকল যতদূর সাধ্য নিজে উপার্জ্জন করা আবশ্যক। এ দেশে চিরকাল স্ত্রীগণ ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া আসিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাদিগের নাম সহ-ধর্ম্মিণী। স্ত্রীগণ স্বামীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন এবং ধর্ম্মপথে তাঁহার সহায় হন, ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও অধিক আনন্দকর বিষয় কি আছে? কিন্তু কেবল ধর্ম্মেতেই সহায় হইলে হইল না, বিদ্যা, ব্যবসায়, বিষয়কার্য্য এ সকল বিষয়েও ভার্য্যা স্বামীর সহকারিতা

করিতে পারেন এবং তাহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ইউরোপীয় কত স্ত্রীলোক যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে সেইরূপ অন্যান্য বিষয়েও স্বমীর সহায়তা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইউরোপের সুবিখ্যাত অনেক মহাত্মার এইরূপ স্ত্রীভাগ্যই তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা, যশোমান ও পদোন্নতির প্রধান কারণ হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বদেশের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে অধিক দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়। এখন আমাদের মধ্যে অনেক স্থলে না ধর্ম্মসাধান না অপর বিষয় কার্য্যে পতি পত্নীর একতা দৃষ্ট হয়। এখন এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ লক্ষিত হয়। স্বামিগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গৌরবসূচক কতবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কিন্তু স্ত্রীগণ অজ্ঞানান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়া অতি নিকৃষ্টভাবে বদ্ধ রহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্বামীর সহিত স্ত্রীর প্রকৃত সহানুভূতি কিরূপে হইবে এবং স্ত্রী সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকার্য্য সাধনে কিরূপে রত হইতে পারেন? জ্ঞানহীনা স্ত্রীগণ অনেক বিদ্বান্ স্বামীর উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছেন। পুরুষগণ যতদিন স্বার্থপর হইয়া কেবল আপনাদিগের উন্নতির জন্য ব্যস্ত থাকিবেন, ততদিন এইরূপ বাধা প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগের প্রকৃত উন্নতির আশা সফল হইবে না। স্ত্রীগণও যতদিন আপনাদিগকে উন্নত করিয়া স্বামীদিগের বিশুদ্ধ রুচি, চেষ্টা ও উদ্যমের সহানুভূতি করিতে না পারেন, ততদিন তাঁহাদিগের প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে পারিতেছেন না। উভয়ে একহৃদয়, একপ্রাণ, একমন ও এক চেষ্টাপরায়ণ হইতে পারিলে পরস্পরের মহোন্নতির সহায়তা করিতে পারিবেন এবং অতি বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট দাম্পত্যসুখের অধিকারী হইবেন।

পরদুঃখকাতর হাউয়ার্ড নিজে যেমন সদাশয় ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীও তদনুরূপ। তিনি আপনার ভোগবিলাস ও সাংসারিক সুখসম্ভোগ

অপেক্ষা দুঃখীর দুঃখমোচনে অধিকতর আনন্দ অনুভব করিতেন, এজন্য তাঁহার স্বামী পরোপকার ব্রত পালনে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক জড্‌সন যে দুষ্কর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পত্নী কতদূর সহকারিতা করেন, যাঁহারা এন্ হেসেলটাইনের চরিত পাঠ করিয়াছেন অবগত আছেন। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের অনেকের পত্নী এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ভিন্ন অপর বিষয়েও স্ত্রীসঙ্গিনীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই এবং তাহা প্রদর্শন করাই আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। ১ম সার রবার্ট পিল তাঁহার স্ত্রীর সাহায্যে আপনার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। যে গালবান্ (গালবানিজম্) তাড়িত শাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার খ্যাতিলাভের প্রধান সহায়। তাড়িত যন্ত্রের নিকট একখানি ছুরিকাস্পর্শে একটী বেঙের পা খেঁচিতেছে, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি স্বামীকে অবগত করেন, গালবান্ তাহা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানের একটী গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ফরাশী বিখ্যাত রসায়নবিদ্ লেবয়সরের পত্নী পতির সহিত মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিতেন, তাঁহার পুস্তকে যতগুলি প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়, উক্ত রমণী সে সকল স্বহস্তে খুদিয়াছিলেন। ডাক্তার বক্‌লাণ্ড ভূগর্ভস্থ প্রস্তরীভূত পদার্থ বিষয়ে অনেক লেখেন, তাঁহার স্ত্রী সে সকলের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

পেনিনসুলার যুদ্ধের * ইতিবৃত্ত লেখক সার উইলিয়ম নেপিয়ার আপনার পত্নীর বিশেষ সাহায্য ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থপ্রচারে সমর্থ হইতেন না। তিনি স্বামীকে এই গ্রন্থ রচনায় উত্তেজিত করেন, রাশি রাশি দলিল পত্র অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলন করেন,

* স্পেন ও পর্টুগেলকে পেনিনসুলা বা উপদ্বীপ বলে এবং এখানে যে যুদ্ধ হয় তাহাকে পেনিনসুলার যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধ বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে অনেকদিন চলিয়াছিল এবং অবশেষে ইংরাজপক্ষ জয়ী হন।

স্বামীর লিপি যাহা অন্যের অপাঠ্য, তৎসমুদায় নিজে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেন। ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন ইহাঁর এই পরিশ্রমের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন "আমার জন্য কেহ এরূপ খাটিলে আমি আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা দিতাম।" কিন্তু ইহা বলিলেই এই রমণীর গুণের কথা সকল বলা হইল না। তিনি যথারীতি গৃহকার্য্য, সন্তান পালন ও বৃহৎ পরিবারের পরিচর্য্যা কার্য্যে এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্রুটি করিতেন না। বিজ্ঞানবেত্তা ফারাডে এবং পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী নিভরের ভার্য্যা স্বামীর অবলম্বিত কার্য্যসাধনে বিশেষ সহায়তা করেন। পণ্ডিতবর জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমতী পত্নীর নিকট যেরূপ ঋণী, তাহা তাঁহার পুস্তকে মুক্তকণ্ঠে বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিতেন তদ্বিষয়ে স্ত্রীর মত ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া আপনার মত সকল অনেক স্থানে মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সার উইলিয়ম হামিল্টন দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করেন, তাঁহারও সুনামের মূল তাঁহার গৃহিণী। হামিল্টন অসাধারণ প্রতিভাশালী হইলেও অত্যন্ত অলস ও বিশৃঙ্খল ছিলেন। তিনি যখন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন অনেকে তাঁহাকে অপদার্থ মনে করে এবং তাঁহাদ্বারা রীতিমত কার্য্য চলিবে না ভবিষ্য-দ্বাণী করে। হামিল্টনের সহধর্ম্মিণী পতির অভাব মোচনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে দিন যে বক্তৃতা করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন তিনি স্বামীকে বিরক্ত করিয়া করিয়া তাহা বলাইয়া লইতেন এবং স্বয়ং তাহা লিখিয়া দিতেন। এইজন্য পতিব্রতা রমণীর কত রাত্রি জাগরণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহারই ফলে পতি আপনার পদোচিত কার্য্য-সাধনে সমর্থ ও ইউরোপে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতনামা হন। হামিল্টন ৫৬ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন, তখন পত্নীই তাঁহার হস্ত, চক্ষু, মন সকলি

হইয়া তাঁহার পুস্তক লিখিতে ও প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আরও বাড়িতে লাগিল।

জেনিবার প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হিউবার ১৭ বৎসর বয়সে অন্ধ হন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার দুরবস্থা বিস্মরণ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য তাঁহাকে প্রাণিতত্ত্ব আলোচনায় প্রবর্ত্তিত করেন। স্ত্রীর চক্ষুদ্বারা তাঁহার দর্শনের অভাব মোচন হইত এবং তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হইতেন, ক্রমে প্রাণিবিদ্যায় সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। মধুমক্ষিকা বিষয়ে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে। অন্ধ হইবার ২৫ বৎসর পরে ইহা রচনা করেন। এই পুস্তকে এই ক্ষুদ্র কীটদিগের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ সকল পাঠ করিয়া ইহা যে অন্ধ ব্যক্তির রচিত কেহ মনে করিতে পারেন না, ইহা একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বহুদর্শন ও বহুযত্ন দ্বারা প্রণীত বলিয়া পাঠকমাত্রেরই প্রতীতি হইয়া থাকে। হিউবার অবশেষে আর চক্ষু-লাভের ইচ্ছা করিতেন না, তাঁহার পত্নীর প্রীতির চক্ষুর মধ্যদিয়া তিনি সকল দেখিতেন এবং তাঁহার প্রথম বয়সের যে নবীন সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন, চিরকাল তাঁহাতে সেই সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া পুলকিত হইতেন।

চণ্ডী।

(১০৯ সংখ্যা ২১৮ পৃষ্ঠার পর।)

মহিষাসুরের উপাখ্যান গতবারে বর্ণিত হইয়াছে। শক্তিরূপিণী চণ্ডী আর এক দৈত্যদল নিপাত করেন, তাহার বিষয় এবার বর্ণনা করা যাইতেছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দানব শিবের সেবা করিয়া "ত্রিভুবন বিজয়ী হইবে" বলিয়া বরলাভ করে। তাহারা তখন ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয় এবং অগ্নি, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য সকলকে পরাভব করিয়া একচ্ছত্রে ত্রিভুবনের উপর রাজত্ব করিতে থাকে।

দেবগণ নিরুপায় হইয়া পুনরায় ভগবতীর স্তব আরম্ভ করেন। ভগবতী তাঁহাদিগকে অভয়দান করিয়া দৈত্যবধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মায়াবলে অপরূপ ভুবনমোহিনী এক রমণীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং হিমাচল প্রদেশে শুম্ভের কিঙ্কর চণ্ড মুণ্ড নামক বীরদ্বয় যেখানে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহার নিকটে এক কুসুমবনে ফুলের সাজিহাতে করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চণ্ডমুণ্ড তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া জ্ঞানশূন্য হইল। পরে তাহারা যুক্তি করিল, দৈত্যরাজ শুম্ভের নিকট এই রমণীর সংবাদ দেওয়া যাউক। এরূপ রূপবতী রমণীর তিনিই যোগ্য পতি। তাঁহার অনুমতি লইয়া ইহাঁকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।

চণ্ডমুণ্ড দানবপতি শুম্ভের নিকট উপনীত হইয়া রমণীর বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিল। দৈত্যপতি শ্রবণমাত্র ব্যস্ত হইয়া সুগ্রীব নামে চরকে আহ্বান করিলেন এবং হিমালয় হইতে সেই পদ্মিনী কন্যাকে সত্বর তাঁহার নিকটস্থ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সুগ্রীব হিমাচলে গিয়া দেখিল, রমণী সেখানে রূপে দশদিক্ আলো করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। পরে সে রাজার আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল এবং দৈত্যরাজের অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণন করিয়া তাঁহার পত্নী হইলে যে সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সুগ্রীবের বাক্যে রমণী বলিলেন "তুমি যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য। কিন্তু আমার একটী পণ আছে, যে পুরুষ যুদ্ধে আমাকে জয় করিবে, আমি তাহাকেই বরণ করিব। বিনাযুদ্ধে দৈত্যপতি আমাকে লাভ করিতে পারেন না।" চর ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল "ললনে! তুমি জাননা, দৈত্যরাজ ত্রিভুবন জয়ী, ইন্দ্রযম তাঁহার ভয়ে সশঙ্কিত, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার কামনা কিরূপে করিতেছ!" রমণী বলিলেন "সে যাহাহউক, আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করিতে পারি না।" সুগ্রীবের একবার ইচ্ছা হইল, নিজে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু আবার ভাবিল

যুদ্ধে রাজার অনুমতি পাই নাই, তাঁহার নিকট সকল বৃত্তান্ত বলি, তিনি যে আজ্ঞা করেন, তাহাই করিব।

সুগ্রীব শুম্ভের নিকট উপনীত হইয়া করযোড়ে রমণীর প্রতিজ্ঞার কথা অবগত করিলে দৈত্যপতি ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন এবং তখনি স্বয়ং রণে যাইবেন বলিয়া যুদ্ধ সজ্জার আদেশ করিলেন। পাত্রমিত্র তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন এবং রমণীর সহিত যুদ্ধার্থ জনৈক কিঙ্করকে পাঠাইবার পরামর্শ দিলেন। তখন দানবরাজ ধূম্রলোচন সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন "প্রথমে রমণীকে মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে না আসিলে গলে ধরিয়া তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত করিবে।" রাজাজ্ঞা পাইয়া ধূম্রলোচন অসংখ্য পদাতি, রথ, অশ্ব, গজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। রমণীকে অবলোকন করিবামাত্র দৈত্য সেনাপতি মুগ্ধ হইয়া গেল এবং বিধাতা বিরলে বসিয়া কি রূপরাশি গঠন করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে বারবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে হাস্যবদনে রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হে সুন্দরি! আজি তোমার বড় ভাগ্যোদয়, ত্রিলোকপতি দানবরাজ শুম্ভ তোমাকে মনন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে বরণ করিলে ত্রিলোকের কর্ত্রী হইবে। তোমাকে লইয়া যাইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন, যদি ভাল কথায় যাও, চল, নতুবা বলে ধরিয়া লইয়া যাইব।" মোহিনী বলিলেন "যে আমাকে জয় করিবে, আমি তাহার হইব। যদি শক্তি থাকে, আমার সহিত সমর কর, নতুবা প্রাণ লইয়া পলাও, অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই।"

কৌষিকীর কথা শুনিয়া ধূম্রলোচন রাগে গর গর করিতে লাগিল এবং তাঁহার কুবুদ্ধির জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিল। "শুম্ভের অনুচর, সে অনায়াসে চরাচর বিনাশ করিতে পারে" বলিয়া দম্ভ করিতে লাগিল। পরে সসৈন্যে শেল শূল জাটা জাটি ভুষণ্ডি তোমার প্রভৃতি অস্ত্র রমণীর উপর নিক্ষেপ করিতে

লাগিল এবং শরজালে তাঁহাকে আচ্ছাদন করিল। দৈত্যদিগের অহঙ্কারে ভগবতীর ক্রোধোদয় হইল এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অনল শিখা বহির্গত হইতে লাগিল, সেই অনলে সসৈন্যে ধূম্রলোচন ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

দৈত্যরাজ দূতমুখে ধূম্রলোচনের নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কম্পমান হইলেন এবং চণ্ড মুণ্ডকে যুদ্ধে আরতি দিলেন। এই দুই দৈত্য অসীম পরাক্রমশালী, তাহারা দিক্‌পাল সকলকে বাঁধিয়া আনিয়াছে। শুম্ভ বলিলেন, রমণীকে প্রাণে না মারিয়া বাঁধিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। চণ্ড মুণ্ড লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ কুঞ্জর ধানুকী পদাতী লইয়া রণবাদ্য সহকারে যুদ্ধে বহির্গত হইল। রণস্থলে গিয়া দেখিল রমণী তথায় অট্টহাস্য করিতেছেন। তাহারা প্রথমে মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করাতে তাহারা বলে তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। দেবী তখন চিন্তা করিয়া আপনার ললাট হইতে এক জ্যোতির সৃষ্টি করিলেন। এই জ্যোতি মহাভয়ঙ্কররূপা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল। করাল বদনা, চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, লোলোলরসনা, কটিতে নরকরের ভূষণ, গলে মুণ্ডমালা, হস্তে অসি, খট্টাঙ্গ ও ছিন্ন মুণ্ড। এই বিকটা-কার মূর্ত্তি হুহুঙ্কারে ত্রিভুবনকে স্তব্ধ এবং পদভরে মেদিনীকে কম্পিত করিতে লাগিল। দৈত্যগণ হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত ইহার গ্রাসে প্রবেশ করিতে লাগিল, ইহার চর্ব্বণের শব্দে ত্রিসংসার অচেতন হইল। ইনি অসিঘাতে প্রথমে চণ্ড, পরে মুণ্ডের মস্তক ছেদন করিয়া কৌষিকীর নিকট অর্পণ করিলেন। কৌষিকী হাস্যবদনে তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং তিনি চামুণ্ডারূপে জগতে পূজিতা হইবেন বলিয়া বরদান করিলেন।

চণ্ডমুণ্ডের পতনে শুম্ভ ক্রোধে অধীর হইয়া রক্তবীজ নামক সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন এবং যুদ্ধে রমণীকে পরাস্ত করিয়া সভামাঝে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। রক্তবীজ হাসিয়া

বলিল "মহারাজ! নিশ্চিন্ত থাকুন, এখনি তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়া দিব।" পরে সে নানাবিধ মণিমাণিক্য ভূষণে ভূষিত হইয়া ও কোটী কোটী রথবাজী ও সেনা সঙ্গে সমরস্থলে চলিল। তথায় সিংহপৃষ্ঠে ভগবতী রণমত্তা হইয়া সুধাপানে ঢল ঢল আঁখি, খল খল হাসিতেছেন, রক্তবীজ রূপ দেখিয়া হতজ্ঞান হইল। পরে সে মধুরবাক্যে তাঁহাকে শুম্ভের পাটরাণী হইবার জন্য অনুরোধ করিল। রমণী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমার প্রতিজ্ঞা জান, রণে যে জয় করিবে, তাহাকে বরণ করিব।" রক্তবীজ কোপে তাঁহার উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। কৌষিকীর সাহায্যার্থ ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবরাণীগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রাণী রক্তবীজের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, দুর্জয় প্রহারে রক্তবীজ চিৎকার শব্দে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। রক্তবীজের রক্তের এমনি গুণ ছিল, যে তাহার এক বিন্দু পৃথিবীতে পড়িলে তাহার তুল্য দুর্জয়াকার ও পরাক্রমশালী বীর তখনি উৎপন্ন হইবে। সুতরাং রক্তবীজের রক্ত পৃথিবীতে পড়িয়া শত শত রক্তবীজ হইল এবং তাহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবীগণ তাহাদিগকে নিপাত করিলেন, তাহাদিগের রক্তে আবার লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ হইল, ক্রমে রক্তবীজে পৃথিবী ছাইয়া গেল। দেবতারা দেখিয়া ভীত ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এক শত্রু বিনষ্ট হইলে শত শত শত্রু উৎপন্ন হয়, এ শত্রু নিপাত কিরূপে হইবে! তখন অম্বিকা চামুণ্ডাকে বলিলেন 'তুমি বদন বিস্তার কর, আমি রক্তবীজকে বধ করি।" চামুণ্ডা দেবীর আদেশে স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়িয়া জিহ্বা পাতিলেন, দেবী কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রক্তবীজ বংশ নিপাত করিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীগণও কোটী কোটী দৈত্য সংহার করিতে লাগিলেন। সকল রক্ত চামুণ্ডার জিহ্বাতে পতিত হইতে লাগিল, পৃথিবী রক্তশূন্য হইল। রণস্থলে সকল শত্রু নিঃশেষ হইয়া গেল।

ভগ্নদূত দ্রুতবেগে ক্রন্দন করিতে করিতে দৈত্যরাজের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ! সর্ব্বনাশ, রক্তবীজ ক্ষয় হইয়াছে।

আর এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, সেই ভুবনমোহিনী বামা ঘোররূপা ভয়ঙ্করা মুক্তকেশী, অসিধরা, চতুর্ভুজা নৃমুণ্ডমালিনী হইয়া হস্তী অশ্ব পদাতি গ্রাস করিল, চিৎকারে চৈতন্য হরণ করিল। স্ত্রীলোক হইয়া এত নির্লজ্জা দেখি নাই, বিবসনা হইয়া রণমাঝে নাচিতেছে। এ সামান্য স্ত্রীলোক নয়, যদি প্রাণের আশা করেন, তাহার চরণে শরণাপন্ন হউন্।" শুম্ভ শুনিয়া কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া সহোদর নিশুম্ভকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন "দেখ ভাই আমার বোধ হয়, মহামায়া অসুর নাশ করিবার জন্য মায়ামূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার হাতে নিস্তার নাই, যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়া যাউক।" নিশুম্ভ এ কথা শুনিয়া বলিলেন "মহারাজ! স্ত্রীলোকের ভয়ে এরূপ ভীত হইলে ত্রিভুবনে লজ্জা ও কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। প্রাণ অপেক্ষা মান বড়, অতএব যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়স্কর। আর আমি থাকিতে আপনার ভয় কি! আমাকে আজ্ঞা করুন, সমরজয়ী হইয়া আসিব।" শুম্ভ তখন উৎসাহিত হইয়া ভ্রাতাকে যুদ্ধগমনে আদেশ করিলেন।

নিশুম্ভ বীর দ্বিতীয় শুম্ভ, যথোচিত যুদ্ধসজ্জা করিয়া রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে অসংখ্য গজবাজী পদাতি সৈন্য স্রোতের ন্যায় চলিল। নিশুম্ভ দেবীকে দেখিয়া কর্কশস্বরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং মহারাজকে এখনও বরণ করিলে নিস্তার, নতুবা তাঁহার হস্তে রক্ষা নাই বলিয়া শাসাইতে লাগিল। দেবী হাসিয়া বলিলেন, "যদি যোগ্যতা থাকে, সমর কর।" উভয়ে ঘোর সংগ্রাম বাধিল। নিশুম্ভ প্রথমে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বর্ষণ করিল, দেবীর গায় ঠেকিয়া সে সকল চূর্ণ হইতে লাগিল। পরে গদা প্রহার করিল, তাহাও ব্যর্থ হইল। অতঃপর অসিচর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয়ের অস্ত্রে উভয়ের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। দেবী অসিচর্ম্ম কাটিয়া ফেলিলে নিশুম্ভ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল। করাঘাত, নখাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি দ্বারা উভয়ে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল, উভয়ে মহাবলী, কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে দেবী

নিশুম্ভের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া তাহাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন, তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

নিশুম্ভের পতন সংবাদ শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া "সাজ সাজ" বলিয়া আজ্ঞা দিলেন। পদাতি, মল্ল, ধানুকী, রথী প্রভৃতি যে যেখানে ছিল, সকলে সজ্জিত হইল। অশ্ব, গজ সকলে সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল। নানাস্বরে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। শুম্ভ বীরসজ্জা করিয়া বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্র সকল লইয়া স্বর্ণ রথে আরোহণ করিলেন। এমত সময়ে রাজমহিষী আসিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুম্ভ রাণীকে বুঝাইয়া ও বীরধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া সমরে চলিলেন। রণভূমিতে নৃত্যকালী সঙ্গিনীগণ লইয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দৈত্যরাজ তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এত পরিবার লইয়া যুদ্ধ কর, এই তোমার বল?" দেবী আপনার তেজে ইন্দ্রাণী প্রভৃতিকে আপনার শরীর মধ্যে হরণ করিলেন এবং বলিলেন "এখন একাকী হইয়াছি, আসিয়া যুদ্ধ কর।" শুম্ভ নির্লজ্জা বলিয়া তাঁহাকে অনেক তিরস্কার ও কটূক্তি করিলেন এবং আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। দেবী বজ্রনাদ জিনিয়া হুহুঙ্কার করিতে লাগিলেন। প্রলয় যুদ্ধ বাজিল। দৈত্যপতি যত শরক্ষেপ করেন, দেবী তাহা গ্রাস করিয়া ফেলেন। শুম্ভ ক্রোধে রথ হইতে লম্ফ দিয়া বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মুণ্ডে মুণ্ডে ভুজে ভুজে চরণে চরণে পরস্পরে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিবের তেজে শুম্ভ দুর্জয়, কেশে ধরিয়া দেবীকে শূন্যপথে তুলিলেন। তথায় উভয়ে সহস্র বৎসর ঘোর রণ হইল। দৈত্যপতি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দৃঢ়করে দেবীকে এমনি আঁটিয়া ধরিলেন যে তিনি ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। শুম্ভ তখন তাঁহাকে লজ্জা দিতে লাগিলেন। দেবী শিবকে স্মরণ করিলেন, তিনি শুম্ভের শরীর

হইতে আপনার তেজ হরণ করিয়া দেবীর শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। দৈত্যরাজ নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, তখন কৌষিকী মহা শূলাঘাতে শুম্ভের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন। শুম্ভ চিৎকার করিয়া ভূতলে পড়িলেন, কালীর স্তব করিতে লাগিলেন এবং নয়ন ভরিয়া কালীরূপ দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া চণ্ডীর উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিলাম। পাঠিকাগণ ইহা অবগত থাকেন, আমাদিগের ইচ্ছা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, পুরাণোক্ত অতি বর্ণনা সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস্য হইতে পারেনা। স্থূল কথা এই, দেবতা অর্থাৎ আর্য্যজাতি ও অসুর অর্থাৎ ভারতের আদিমবাসীদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, আর্য্যজাতি নারীবল দ্বারা অসুরদিগকে দমন করেন। চণ্ডী এই নারী বলের আদর্শ ও বীরাঙ্গনাগণের শিরোমণি।

স্ত্রী-শিল্পী।

(১৮৫ সংখ্যা ৮২ পৃষ্ঠার পর।)

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আরও অনেকগুলি রমণী শিল্পনৈপুণ্যে বিখ্যাত হন। সফোনিস্বা জেণ্টিলেস্কা চিত্রবিদ্যায় সুপ্রসিদ্ধ। মেরিয়া এঞ্জেলো গানবাদ্য ও চিত্রাঙ্কনে তাঁহার সমকালীন সকল ব্যক্তিকে পরাভব করিয়াছিলেন। সিসিলিয়া ক্রুসাসর্শি এক বিখ্যাত চিত্রকরের কন্যা, মনুষ্য প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। কাটারিণা ডি পাজী সন্ন্যাসিনী (nun) হইয়া মেরি মাডেলেনা নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে বাইবেল বর্ণিত অনেক ব্যক্তির প্রতিকৃতি তিনি চিত্র করেন, সন্ন্যাসিনীদিগের পক্ষে পুরুষের মুখদর্শন নিষিদ্ধ, এজন্য তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া ছবি সকল

আঁকিতেন। পোপ ৯ম ক্লেমেন্ট পুণ্যাত্মা শ্রেণীতে * তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ফ্লোরেন্স নগরের এক প্রধান ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহার অঙ্কিত এক খানি ছবি অদ্যাপি রহিয়াছে এবং তাহার এক প্রান্তে তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছে।

এই সময়ে কাথারিণ সোয়ার্ট জন্মগ্রহণ করেন। ইটালী দেশে র‍্যাফেল যেমন, জর্ম্মণিতে এই রমণী তেমন অদ্বিতীয় চিত্রকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুইজর্লণ্ডের ইবা বন ইবার্গ স্বদেশের প্রকৃতিশোভা সর্ব্বপ্রথম পটে অঙ্কিত করেন। হলণ্ডের কনষ্টান্সিয়া বন উট্রেচ্‌ট্ পুষ্প-সকল চিত্রণে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তিনি আপনি যে বিদ্যা অনেক পরিশ্রমে শিক্ষা করেন, স্বদেশীয় ভগিনীগণকেও তাহাতে উৎসাহিত করেন; তিনি যে নগরের অধিবাসিনী ছিলেন, কালে তাহা পৃথিবী মধ্যে চিত্রবিদ্যার আদর্শস্থান বলিয়া বিখ্যাত হয়। কাটারিণা কার্টনি খোদকারীর জন্য স্পেনের রাজার নিকট সম্মানিত হন। লুডোবিকো পেলিগ্রিণী এই বিদ্যায় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া দ্বিতীয় মিনার্বা বা সরস্বতী বলিয়া পূজনীয়া হন। বারবারা ভান ডেন তাঁহার খোদকারীতে আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দেন। সূচি-কার্য্যে এই কালের রমণীগণের সহিত আর কাহারও তুলনা হইতে পারে নাই। ইহাঁরা সূচি দ্বারা যে সকল ছবি তুলিয়াছেন, উৎকৃষ্ট চিত্রকরেরা তুলিকা দ্বারাও তাহা অঙ্কিত করিতে অক্ষম।

জীবন-চরিত।

চৈতন্য।

(১৯০ সংখ্যা ২০৬ পৃষ্ঠার পর।)

চৈতন্য পুরুষোত্তমে আসিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহার

* রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ে যে পুরুষ বা রমণী পবিত্র জীবনের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হন, তাহাদিগের ধর্ম্মগুরু অর্থাৎ পোপের আদেশে তিনি সেণ্ট বা পুণ্যাত্মা বলিয়া অভিহিত হন।

সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যাকুল হইলেন। একদিন সার্ব্বভৌমকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। সার্ব্বভৌম কহিলেন, তিনি সম্প্রতি পুরুষোত্তমে নাই, দক্ষিণে গিয়াছেন, প্রত্যাগত হইলেই সাক্ষাৎ করাইবার চেষ্টা করিবেন।

চৈতন্য যে পথ দিয়া দক্ষিণে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে আসিতে লাগিলেন। যাইবার সময় যাহাদিগকে শিষ্য করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা তাঁহার পুনর্দর্শন লাভে মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিল। চৈতন্য তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি পাইলেন, শেষে পুরুষোত্তমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি সঙ্গী ও শিষ্যগণের আনন্দের সীমা রহিল না। কালা কৃষ্ণদাস নামক যে ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তিনি সকলের সমক্ষে তাহার দক্ষিণ দেশ কৃত কোন দুষ্কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার আদেশ করিলেন। তিনি যাহাতে তাহার প্রতি ক্ষমা করেন, সকলে এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন সম্বাদ দিবার জন্য ঐ কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে প্রেরিত হইল। নবদ্বীপ হইতে অনেকে পুরুষোত্তমে আসিয়া চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

একদিন অবসর ক্রমে সার্ব্বভৌম চৈতন্যকে প্রতাপরুদ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন ঈশ্বর-পরায়ণ অথচ দুর্ব্বল এমন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রীর সংস্রব, বিষপান হইতেও গুরুতর। ইহাতে সার্ব্বভৌম কহিলেন, প্রতাপরুদ্র যদিও রাজা, কিন্তু পরম সাধু এবং আপনার নিতান্ত অনুরাগী; তাঁহাকে দর্শন দেওয়া উচিত। ইহা শুনিয়া চৈতন্য কহিলেন, তুমি যদি পুনর্ব্বার ঐ কথার উল্লেখ কর, আমি পুরুষোত্তম ত্যাগ করিব। এইরূপ নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার কথা শুনিয়া প্রতাপরুদ্রের দর্শনৌৎসুক্য দ্বিগুণিত হইল।

রামানন্দ, ইনি কেবল ধর্ম্মতত্ত্বে নিপুণ নহেন, রাজনীতি বিষয়েও দক্ষ ছিলেন। ইতি কটক রাজের একজন অমাত্য ছিলেন, গোদাবরী তীরবর্ত্তী বিদ্যাপুর নগরে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি, পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে, রাজার অনুমতি লইয়া পুরুষোত্তমে আসিয়া গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের সহিত চৈতন্যের অত্যন্ত প্রণয় ও বাধ্যবাধকতা আছে জানিয়া, রাজা তাঁহাকে আপন অভীষ্ট সাধনের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামানন্দও চৈতন্যকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিলেন। চৈতন্য এবারে আর পূর্ব্বের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া সন্ন্যাসীর রাজদর্শন উচিত কিনা, রামানন্দকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানন্দ উচিত বলিয়া মত দিলেন। কিন্তু চৈতন্য "যেমন শুক্লবস্ত্রে একটী মাত্র মসী বিন্দুও স্পষ্ট প্রকাশিত হয় এবং বিন্দু মাত্র সুরাস্পর্শে কলসী পরিমিত দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়; সেইরূপ অত্যল্প দোষেই সন্ন্যাসীর গৌরব-হানি হয়" ইত্যাদি বলিয়া রাজসংসর্গে সম্মত হইলেন না।

অনেকে এইটীকে চৈতন্যের গোঁড়ামী মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহা নহে, চৈতন্য মনুষ্যপ্রকৃতি উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং আপনার কি কি বিষয়ে দুর্ব্বলতা ছিল তাহাও অনভিজ্ঞ ছিলেন না; এইজন্যই ঐ বিষয়ে এতাদৃশ দৃঢ়তাবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাহউক, পরে প্রতাপরুদ্রের সহিত, ঘটনাবশতঃ, পরিচয় হইয়াছিল।

এইরূপে অনেক দিন গত হইলে তিনি বৃন্দাবনে যাইতে অভিলাষী হইলেন। প্রথমে সঙ্গীগণকে স্বদেশে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। হরিদাস নামক কোন প্রিয় ও যোগ্যতাশালী শিষ্যকে গৌড়ের প্রচারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে দুইজন মাত্র লোক সঙ্গে বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে যাত্রা করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাস্নান ও জননীর চরণদর্শন করিলেন। অনন্তর কাশী উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য কয়েক ব্যক্তি নাম শুনিয়াই তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইয়া যারপর নাই আহ্লাদিত

হইলেন এবং তাঁহাকে মহাভক্তি সহকারে গৃহে লইয়া গিয়া আহারাদি করাইতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত কাশীতে তাঁহার আগমন ও চেষ্টা প্রচারিত হওয়ায় অনেক নিরাকারবাদী দার্শনিকের সহিত তাঁহার বিচার হইল। বিচারে যাহাই হউক, ফলে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে তাঁহার মত সাধারণ্যে আদরণীয় হইল না; সুতরাং একপ্রকার ক্ষুভিত হইয়াই বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

যে বৃন্দাবনের স্মরণে কৃষ্ণ প্রেমিকগণের প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, চৈতন্য সেই বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া যে, অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। তিনি বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিলেন। কয়েকবার যমুনা জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সঙ্গে লোক না থাকিলে হয় ত এই ঘটনাতেই তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। কথিত আছে, তিনি যখন ইষ্টদেবতার স্মরণ বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারিতেন না, তখন তাঁহার ক্লেশ অসহ্য হইত, এইজন্য আত্মহত্যার চেষ্টা পাইতেন। এমন চেষ্টা অনেকবার করিয়াছেন; শিষ্যগণ বিশেষ সতর্ক ছিলেন বলিয়াই অপমৃত্যু ঘটিতে পারে নাই।

একদা কতকগুলি মথুরাবাসী তাঁহার নিকট আসিয়া কহিল যে, গত রজনীতে বৃন্দাবনের কালীয় হ্রদে কালীয় নাগের রত্নোজ্জল মস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছে। চৈতন্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ঘটনার সকলই সত্য হইতে পারে না।" তিন চারি দিন এইরূপ অনেক লোক আসিয়া শপথ করিয়া কহিতে লাগিল। এই সব শুনিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। ইহাতে চৈতন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন কলিতে কৃষ্ণ-দর্শন হইতে পারে না। পরদিন কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আগমন করিলে তাঁহাদিগকে কালীয় হ্রদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন কয়েক দিন হইতে একজন ধীবর গভীর রজনীতে নৌকা করিয়া ঐ হ্রদে মাছ ধরিতেছে।

নৌকাকে সর্প, নৌকাস্থিত প্রদীপ রত্ন, এবং ধীবরকে কৃষ্ণ বলিয়া সামান্য লোকের ভ্রম হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে প্রায় সকল অসম্ভব ঘটনার মূলই এইরূপ দৃষ্ট হয়।

চৈতন্যের আকার, সৌন্দর্য্য এবং অসামান্য গুণ সকল দর্শনে মোহিত হইয়া বৃন্দাবনের অনেকে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া উল্লেখ করে। তিনি তাহাতে এই উত্তর করেন যে, যেমন স্ফুলিঙ্গ ও জলদগ্নি রাশির এবং কিরণকণা ও সূর্য্যের তুলনা হইতে পারে না; সেইরূপ একজন সামান্য সন্ন্যাসীর সহিত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণের তুলনা হয় না।

এই সময়ে অপর একদিন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব, কিন্তু কোন অপরাধে তৎকালীন মুসলমান নবাব তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়াছেন। তদনন্তর তিনি বৃন্দাবন আসিয়া শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট পাপ বিমোচনের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাঁহাকে উষ্ণ ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাদৃশ ব্যবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে অক্ষম, অতএব চৈতন্যকে কৃপা করিয়া তাঁহার পরিত্রাণের উপায় করিতে হইবে। চৈতন্য তাঁহাকে বৃন্দাবনে অবস্থিতি পূর্ব্বক আতিথ্য করিতে উপদেশ দিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন আতিথ্য দ্বারাই তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তিনি তদবধি বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তদুৎপন্নের অল্পাংশ দ্বারা প্রাণধারণ এবং অধিকাংশ দ্বারা আতিথ্য করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর চৈতন্য বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইলেন। প্রেমাবেশের আধিক্যবশতঃ নিয়তই বিচেতন হইতেন। ইহাকেই বৈষ্ণবদিগের "দশা হওয়া" বলে। ঐরূপে পথে একদিন অচেতন হইয়া ভূপতিত হইয়াছেন, এমন সময়ে কয়েক জন পাঠান সৈন্য সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈনিকেরা, চৈতন্যের সঙ্গীগণকে দস্যু এবং

তাহারাই পতিত ব্যক্তির এরূপ দশা করিয়াছে, ইহা স্থির করিয়া তাহাদিগকে বন্ধন করিল এবং প্রাণদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। সঙ্গীগণ বলিল তাহারা দস্যু নহে এবং পতিত ব্যক্তি রোগ বিশেষে তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সৈনিকেরা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় চৈতন্যের চৈতন্য হইল। তিনি কহিলেন যে, ভিখারী সন্ন্যাসীর নিকট অর্থাদি থাকা অসম্ভব, বন্দীভূত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহচর, এবং তিনি মৃগীরোগে অচেতন হইয়াছিলেন। তখন সৈনিকেরা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। চৈতন্যের এইরূপ অবস্থা গোপন করিতে দেখিয়া বোধ হয়, তৎকালীন মুসলমান সম্রাট মহম্মদ লোদীর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারের বিষয় তিনি জানিতেন। চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, শেষে ঐ সৈনিকগণ বৈষ্ণব হইয়াছিল এবং উঁহাদিগের মধ্যে বিজলী খাঁ নামক এক ব্যক্তি অন্যান্য মুসলমানদিগের নিকট হইতে বিপদাশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাখিয়া যায়। ঐ বিজলী খাঁ কৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিল। চৈতন্য সেই সময়ে সেই স্থানে পাঠান—গোঁসাই বলিয়া খ্যাত হন।

চৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গমন কালে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকালী গ্রামে কয়েক দিন অবস্থিতি এবং প্রচার করিয়া যান। তিনি যে দিন ঐ স্থানের যেখানে প্রচার করিতেন, তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতা ও প্রচার শক্তিতে মোহিত হইয়া সহস্র সহস্র লোক প্রচার ক্ষেত্রে সমাগত হইত। তত্রত্য অনেকে এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তৎকালে সৈয়দ্ হুসেন্ নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, গৌড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি ঐ জনতার কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন; পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, একজন হিন্দুসন্ন্যাসী এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন—কোনরূপ বিদ্রোহের চেষ্টা হইতেছে না;—তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। দবির্ ও খাসে্

নামক দুই মুসলমান ভ্রাতা ঐ নবাবের মন্ত্রী ছিলেন; সেই গভীর বিদ্যাসম্পন্ন সুদক্ষ রাজপুরুষদ্বয় নূতন ধর্ম্ম প্রচারের কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চৈতন্যের প্রচার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের অহিংসা, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণগ্রামে মোহিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র হইল। আপনাদিগকে অধার্ম্মিক ও পাপী বোধ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকৃত পাপ সমুদায় স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। চৈতন্যের ধর্ম্মকে পরিত্রাণের উপায় মনে করিয়া তদ্‌গ্রহণে উৎসুক হইলেন। এইরূপে ২।১ দিন গত হইলে একদিন তাঁহারা দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া এবং গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি অভয় প্রদান ও আলিঙ্গন করিয়া আপন ধর্ম্মে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন ও একত্র শয়নোপবেশনাদি করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের প্রতি বৃন্দাবন গমনের আদেশ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইস্থলে চৈতন্যের প্রকৃত প্রচারকোচিত সাহস প্রকাশিত হইয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহাকে শত সাধুবাদ দেওয়া উচিত। "এক দিকে মুসলমান রাজার অধিকার, মুসলমান দণ্ডবিধির বিখ্যাত নিষ্ঠুরতা (অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারীর প্রাণদণ্ড বিধান); অন্যদিকে পৌরাণিক ধর্ম্মের অভেদ্য দুর্গ, জাতিভেদের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল, ম্লেচ্ছদিগের প্রতি সবিশেষ ঘৃণা। এমত স্থলে চৈতন্য দুই জন প্রধান যবন রাজকর্ম্মচারীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগের সহিত একত্র পান ভোজন করিলেন।" ইহা কি সাধারণ সাহসের কথা! এই দুই যবন রূপ ও সনাতন গোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি তাঁহাদিগের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তাঁহারা এইরূপে বৈষ্ণব হইয়া রাজকার্য্যে উদাসীন হইলেন। এই অপরাধে রাজা তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ ও তাঁহাদিগের সমস্ত

সম্পত্তি ক্রোকনাৎ করিলেন। কিছুদিন পরে রাজা বিদ্রোহ শান্তিজন্য স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহারা কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া পলায়ন করেন। চৈতন্য যখন বৃন্দাবন হইতে প্রতিগমন করেন, তখন ইহাঁরা কাশীতে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। যখন বৃন্দাবনে যান, তখন কাশীতে প্রচার বিষয়ে চৈতন্যের কিঞ্চিৎ ক্ষোভ ছিল, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে; বোধ হয় এক্ষণে স্মরণ হওয়াতে রূপ ও সনাতনকে উপলক্ষ করিয়া এমন চমৎকার উপদেশ দিলেন যে, তাহাতে বারাণসীবাসী অনেক দার্শনিকও বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। ঐ উপদেশ দানে তিনি অনেক সময়ক্ষেপ এবং অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

কে ও অনাথিনী?

(সমাজের পতিত স্ত্রীগণের গর্ভজাত অসহায় বালিকা-দিগের দুরবস্থার কথঞ্চিৎ চিত্র।)

"কেও অনাথিনী," বালা, আয়তলোচনা?
যৌবন সীমায় মাত্র পরশি চরণ,
এখনি মলিন কেন ও ফুল্ল বদন?
উদয় সময়ে শশী কেন অস্তপাটে,
দারুণ চিন্তার রেখা কেন ও ললাটে?
কেন হিয়া দুরু দুরু, অশ্রুর ঝরণা। ১

কঠিন বাগুরাবদ্ধ কুরঙ্গ বালিকা,
শার্দ্দূল ভল্লুক বাস বিজন কানন,
নাহি ত্রাণ নাহি পার, নিশ্চিত মরণ।
প্রবল দাবাগ্নি ঘেরা তৃণ গাছি মত,
মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত, হায়! হইতেছে গত।
ভীষণ সাগরে কর্ণবিহীন তরিকা। ২

"কে ও অনাথিনী" হেন ভীষণ দশায়,
জীবন মরণ জ্ঞানে যাপিতেছে দিন,
ভীষণ নরকে আশু হতে হবে লীন;
ভাবিয়া ভাবিয়া সদা মানসে পাগল,
অনন্ত আকাশে নাই বিন্দুমাত্র স্থল,
যথা গেলে, পাবে ত্রাণ, পাইবে সহায়! ৩

জননী বাঘিনী হেন, নরকের কীট,
অতল নরক গর্ভে ডুবিয়া আপনি,
ডুবাইতে এ বালায় জনম দুঃখিনী,
পাতিয়াছে পাপজাল কুটিল মন্ত্রণা,
জালিয়াছে তুষানল ভীষণ যাতনা,
পরাইছে শিরোপরি কণ্টককিরীট। ৪

"কেও অনাথিনী" এই আকাশের বাণী,
নিদ্রিত সংসার হায়! মুদিত নয়ন,
কে দেখিবে চাহি অই মলিন বদন?
কে বুঝিবে মর্ম্ম ব্যথা, কেই বা সুধায়,
কি অনল সদা এর অন্তর জ্বালায়,
কে নিবাবে, কে শুনিবে, দুঃখের কাহিনী? ৫

কোমল লতিকা আহা! সংসার উষরে,
একমাত্র বল্লীমূল করিয়া আশ্রয়
যাপন করিতে ছিল জীবন সময়,
সেও যদি বিষময়ী, অনল সদন,
যে রক্ষিবে সেই যদি, করিল ভক্ষণ,
কে আর চাহিবে মুখ জগত ভিতরে? ৬

অপার যাতনা দাহে নিয়ত জ্বলিয়া,
পাগলিনী মত অতি হয়েছে অধীর,
যথা যায় তথা প্রাণ নাহি হয় স্থির।

উদ্যত অসির তলে কোমল মস্তক,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে ভীষণ ছেদক,
সদ্য রক্তপিপাসায় লোলুপ হইয়া। ৭
নাহি দয়া, নাহি মায়া, না শুনে রোদন,
বজ্র হতে দৃঢ়তর হৃদয় কঠিন।
কি করিবে কোথা যাবে ভাবি বালা ক্ষীণা,
কভু ভাবে প্রাণ দীপ দেই নিবাইয়া,
যাই এ যাতনা সহ আন্ধারে মিশিয়া,
আবার বিহ্বল মনে কি করে চিন্তন। ৮
কভুবা জগত ছবি যায় মিলাইয়া
আন্ধার আলোক কিছু না দেখে নয়ন,
নাহি রবি নাহি শশী ; ভীষণ স্বপন
বিকট নরক ছবি করিছে চিত্রিত,
নাহি সংজ্ঞা নাহি চিন্তা, না হয় নিদ্রিত,
আবার চমক কভু যেতেছে ভাঙ্গিয়া। ৯
আবার দেখিছে সেই জগত বিশাল,
বিষময় দুঃখময় অতীব ভীষণ।
অগ্নিময় হয়ে সেই অনন্ত গগন,
তারা শশী রবি সহ জ্বলিছে সদায়।
অনিল অনল শিখা ঠেকিতেছে হৃদয়ে
নিদাঘ মধ্যাহ্ন মরু বিষম ভয়াল। ১০
পাষাণ সমান সেই মানবের হিয়া
দুঃখের আগুনে পুড়ি হইলে তরল
দুকুল ভাসায়ে ছুটে তরঙ্গ দল
অবিরাম, অবারিত, না মানে বাধায়।
অই তাই অনাথিনী ভাবিতেছে হায়!
করেতে কপোল রাখি, মরমে দহিয়া। ১১

অনাদি অনন্ত এই কালের সাগর
কতকাল প্রবাহিত, কবে হবে লয়,
অক্ষম মানব বুদ্ধি করিতে নিশ্চয়।
বিন্দুমাত্র আলোময় দৃষ্টি অবকাশ,
আঁধার প্রাচীরে ঘনঢাকা চারিপাশ,
অভেদ্য অলঙ্ঘ্য দুর্গ অতি দৃঢ়তর। ১২
কতশত পাপাচারী কুটিল অন্তর
ধনপদ বুদ্ধি বলে লোকে নিরমল,
নির্দ্দোষ কলিকা কত পড়ি পদতলে,
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, না দেখে নয়নে,
দোষী শুধু নীচ স্থানে জনম কারণে,
শুধু তার ভোগ্য ভবে ঘৃণা অনাদর। ১৩
অনন্ত কালের গর্ভে ছিলাম কলিকা,
শুধু কি এলাম ভেসে বৃথায় যাপিতে
অমূল্য জীবন এই মজিয়া পাপেতে?
ছোর নি একটী কীট যাহার শরীর?
শতকীট বিষদংশে যাহারা অধীর,
কেন তবে সুখভোগ্য তাদের জীবিকা? ১৪
অজেয় কালের গর্ভ কিরূপে ভেদিয়া,
কেমনে এসব তত্ত্ব করিব নির্ণয়?
এক অণু বৃথা যথা নাহি পাওয়া যায়,
বৃথা যাবে শত শত মানব জীবন
অন্য হেতু? জন্মে জন্মি অমূল্য রতন,
নৃপের কিরীট কেন করিছে শোভিত? ১৫
হায়! হায়! কুসংস্কার বিষম মাদক,
পরশে বিনাশ পায় চিন্তা বুদ্ধি জ্ঞান,
মর্ত্ত্য হয়, নর হিয়া স্বর্গের সমান!

দয়া ধর্ম্ম শূন্য করি রেখেছে মানবে,
অক্ষয় পাপের অগ্নি জালিয়াছে ভবে,
করিছে ভারতে ক্রমে বিষম নরক। ১৬

সামান্য ভিখারী গৃহে হইলে জনম,
তথাপি দয়ার পাত্র হইতাম ভবে।
এত ঘৃণা এত দ্বেষ করিত না সবে।
হইতাম যদিও বা ভিখারী গৃহিণী,
পবিত্র গৃহের সুখে হতাম সুখিনী।
জলিত না হিয়া হেন অগ্নিকুণ্ড সম। ১৭

দুটী চোক্ বাষ্পভরে পুরিল আবার,
জগত মিলায়ে গেল, আবার উদিল,
শতগুণে দুঃখানল আবার জলিল।
ক্ষীণবল ভগ্নপক্ষ অবোধ পক্ষিণী;
দারুণ নিষাদ পুনঃ ধরিল অমনি,
নাশে প্রাণ এ সময় কে করে উদ্ধার? ১৮

পিতা মাতার দায়িত্ব।

এই সংসারে সন্তান পিতা মাতার সর্ব্বাপেক্ষা যত্ন ও আদরের ধন। এরূপ নীচাশয় কোন পিতা মাতা নাই যাঁহারা সন্তানের অকল্যাণ ইচ্ছা করেন অথবা সন্তানের মঙ্গল ও উন্নতি প্রতি এককালে উদাসীন। তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে অনেক বালক বালিকা বাল্যকাল হইতেই দুর্ব্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্র হইয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের কণ্টকস্বরূপ হয়। পিতা মাতা কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা জ্ঞাতসারে সন্তানদিগকে এরূপ হইতে দেন না। তাঁহারা স্বতঃপরতঃ সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন, তাহাদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু এ সকল

অতিক্রম করিয়াও কোন কোন স্থলে সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতে হইতে অসচ্চরিত্র ও নীচপ্রকৃতি হইয়া পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের মস্তক অবনত করে। ইহা পিতা মাতার এক প্রকার অনবধানতা ও অনেক স্থলে তাঁহাদিগের দায়িত্ব যথার্থরূপে অনুভব করিতে না পারিবার ফল, এইমাত্র বলা যাইতে পারে।

শৈশব অবস্থায় বালক বালিকাগণ স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয় থাকে। তাহারা পিতা মাতা অথবা যাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদা অবস্থিতি করে, তাঁহাদিগের ভাষা ও কার্য্যের অনুকরণ করে। বিশেষতঃ মাতার নিকট অধিকক্ষণ থাকে বলিয়া তিনি যাহা বলেন, যাহা করেন, সন্তান তাহাই বলে, তাহাই করে। মাতা সর্ব্বদা যে সকল কটু কথা প্রয়োগ করেন, সন্তান সেই সকল বার বার উচ্চারণ করিয়া শিক্ষা করে। মাতা যে প্রকার ভঙ্গীতে রাগ প্রকাশ করেন, যে রূপ ভাবে হিংসা স্বার্থপরতার কার্য্য করেন, সন্তান অবিকল তাহার অনুকরণ করে। এইজন্য সন্তানদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে পিতা মাতার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত যেন সন্তানগণ তাহাদিগের কুদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত না হয়। কেবল পিতা মাতার নয়, অন্যান্য পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশীগণ যে সকল অপভাষা সর্ব্বদা প্রয়োগ করেন, সমাজ মধ্যে যে সকল কুরীতি, কুঅভ্যাস ও পাপানুষ্ঠান অধিক পরিমাণে প্রচলিত থাকে, বালক বালিকাগণ সে সকলও শিক্ষা করে। এই সকল হইতে সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ পাপ ও দুর্নীতি হইতে দূরে রাখিতে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে পিতা মাতা এরূপ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা সন্তানের প্রতি তাঁহাদিগের দায়িত্ব যথার্থ অনুভব করিয়াছেন বোধ হয় না।

আমাদের দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতা মাতা সন্তানদিগকে ভরণপোষণ ও লেখা পড়া শিক্ষা দান করাই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন। যত দিন সন্তান অতিশয় শিশু

থাকে, ততদিন তাহাকে আহার ও বসন ভূষণ দিয়া প্রতিপালন করেন। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স হইলে তাহাকে একটী ভাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। রীতিমত বিদ্যালয়ের বেতন ও যখন যে পুস্তকের প্রয়োজন হয় তাহা প্রদান করেন। কেহ কেহ বা গৃহে পাঠাভ্যাস করাইবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। সন্তান বর্ষে বর্ষে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া জনসমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হয়। তখন পিতা মাতা চরিতার্থ হইয়া মনে করেন যে তাঁহাদিগের সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। এরূপ হইলেও আমরা বলিতে পারি যে পিতা মাতা সন্তানের প্রতি আপনাদিগের দায়িত্ব সম্যকরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা বলি সন্তানের প্রত্যেক দোষ, প্রত্যেক কুঅভ্যাস, প্রত্যেক শিক্ষার ত্রুটি ও প্রত্যেক পাপের জন্য পিতা মাতা দায়ী। তাঁহারা যেরূপ এক দিকে বালক বালিকার মানসিক উন্নতির প্রতি যত্নবান্ হইবেন, অপর দিকে তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন শিশুর নির্ম্মল স্বভাবে কোন দোষ বা কুঅভ্যাস প্রবেশ করিতে না পারে, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির লোভে স্বাস্থ্যের অতিক্রম করিয়া চিররুগ্ন হইয়া না পড়ে, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন সন্তান শিক্ষার দোষে কুসংস্কারাপন্ন অথবা ধর্ম্মবিহীন হইয়া না পড়ে। যদ্যপি দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতা মাতার এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহারা আপনাদিগের দায়িত্ব যথার্থরূপে অনুভব করিয়া সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে যত্নবান্ রহিয়াছেন।

অনেক স্থলে দেখা যায় পিতা মাতার দোষে সন্তানগণ ভীরু, দুর্বৃত্ত, মিথ্যাবাদী ও কুসংস্কারাপন্ন হইয়া পড়ে। সন্তানের বয়ঃক্রম এক বৎসর পূর্ণ না হইতে হইতে কোন কোন পিতা মাতা ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে তাড়না ও প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। যে

দোষের জন্য তাড়না বা প্রহার করেন সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা প্রহারের এই ফল হয় যে সে আর প্রহারের ভয় করে না। কোন কোন বালক বালিকা প্রহারের ভয়ে মিথ্যা কথা কহিয়া আপনাদের দোষ গোপন করিবার চেষ্টা করে। সন্তানেরা আহার করিতে কিম্বা নিদ্রা যাইতে বিলম্ব কিম্বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে মাতা কিম্বা অন্য কোন পরিজন তাহাকে জুজু ও ভূতের ভয় দেখান, এইরূপে শিশুর নির্ম্মল অন্তঃকরণে কুসংস্কারের সঞ্চার হয়। কোন কোন স্থলে সন্তান প্রহারের ভয়ে অনেক কার্য্য হইতে আপাততঃ নিবৃত্ত থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার কোন সংশোধন হয় না। এইজন্য দেখা যায় যে যখন পিতা মাতার প্রহার বা তাড়নার ভয় আর থাকে না, তখন সে অতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে যে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত জঘন্য। পুত্র চতুর্দ্দশ ও কন্যা নবম বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতে অমনি পিতা মাতা তাহাদিগের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বাল্যবিবাহ দ্বারা দেশের সহস্র অনিষ্ট হইতেছে তাহা সকলে দেখিতে পাইতেছেন, তথাপি অনেকে ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া বরং ইহার প্রশ্রয় দিতেছেন। বালক বালিকা কিছু জানে না, তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া যে কুফল উৎপন্ন হয় পিতা মাতা তজ্জন্য কি সম্পূর্ণ দায়ী নহেন? আজকাল দেখা যাইতেছে যে কোন কোন পিতা মাতা পুত্র কন্যাদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ না দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। প্রত্যেক পিতা মাতা এ বিষয়ে আপনাদের দায়িত্ব যেন অনুভব করেন।

দাস দাসীদিগের হস্তে সন্তানগণকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা আর একটী গুরুতর বিষয়। অশিক্ষিত ও নিকৃষ্ট চরিত্র দাস দাসীগণের নিকট হইতে শৈশবাবস্থায় তাহারা যে সকল কুসংস্কার, কুভাব, কুকথা ও কুঅভ্যাস শিক্ষা করে, তাহা জীবনে সহজে ভুলিতে পারে না। এদেশে ধনী লোকদিগের সন্তানেরা যে সচরাচর এত দুশ্চরিত্র

হইয়া থাকে, দাসদাসীদিগের নিকট প্রথম শিক্ষা লাভ ইহার একটী প্রধান কারণ। অতএব এ বিষয়ে পিতামাতার অনবধানতা সামান্য শোচনীয় নহে। দাসদাসীর হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের চরিত্রের বিষয় জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য এবং তৎপরে তাহাদিগের নিকট থাকিয়া সন্তানের কু-অভ্যাস হইতেছে কি না, সর্ব্বদা তৎপ্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখা বিধেয়।

যদ্যপি পিতা মাতা আপন আপন দায়িত্ব প্রকৃষ্টরূপে অনুভব করিয়া সন্তানদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পক্ষে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ভাবীবংশ সুশিক্ষিত ও জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবে ইহা অবশ্যই আশা করা যায়।

নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজ।

টাকা আমরা খাইনা, পরিনা, মাখিনা, অথচ টাকা নহিলে চলে না কেন? গত প্রস্তাবে আমরা এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছি এবং ইহার এক প্রকার উত্তরও দিয়াছি। বিনিময় প্রথা হইতে বহুবিধ অসুবিধা উৎপন্ন হয়। সেই সকল অসুবিধা কি তাহা পুনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি পাঠিকাবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব প্রস্তাবদ্বয় পাঠ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এক্ষণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই সকল অসুবিধা নিবারণের জন্যই প্রধানতঃ মুদ্রার সৃষ্টি হইয়াছে। বিনিময় প্রথাজাত অসুবিধা নিবারণার্থে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী কারণ আছে; নিম্নে তাহাও উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। মুদ্রা না থাকিলে কোন দ্রব্যেরই মূল্যের স্থিরতা হইত না। বিবেচনা কর একজন বস্ত্র, একজন শস্য ও একজন তৈল ব্যবসায়ী। এই কয়েক ব্যক্তি অশ্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। বিনিময় প্রথানুসারে ইহাদিগকে আপন আপন পরিশ্রমজাত সামগ্রী দিয়া অশ্ব-

বিক্রেতার নিকট হইতে অশ্ব ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু বস্ত্র শস্য ও তৈল এই কয়েক দ্রব্যের মূল্য সমান নহে। বিবেচনা কর শস্য অপেক্ষা তৈল অধিক মূল্যবান্, এবং তৈল অপেক্ষা বস্ত্র অধিক মূল্যবান্। সুতরাং তৈলকার একটা অশ্বের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণে তৈল দিবে, শস্য ব্যবসায়ীকে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য, ও বস্ত্র ব্যবসায়ীকে তদপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে বস্ত্র দিতে হইবে। সুতরাং অশ্ববিক্রেতাকে তৈলকারের সহিত একদর, কৃষীর সহিত অন্যদর এবং বস্ত্রব্যবসায়ীর সহিত অপর এক দর স্থির করিতে হইবে। পুনশ্চ যদি উল্লিখিত তিন জন ব্যবসায়ী ছাড়া আরও একশত জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী অশ্ব ক্রয় করিতে চাহে, তাহা হইলে বিক্রেতাকে উহাদিগের সহিত একশত ভিন্ন ভিন্ন দর করিতে হইবে। সুতরাং যদি বিনিময় প্রথার উপরে আমাদিগকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে একই সামগ্রীর সহস্র প্রকার দর হইতে পারে। ইহাতে অকারণে কত সময় নষ্ট ও বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহা পাঠিকাবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু মুদ্রার ব্যবহার থাকায় আমরা এই সকল অসুবিধার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছি। এক্ষণে এক সামগ্রীর একই দর। যদি একটা অশ্বের মূল্য চল্লিশ টাকা হয় তাহা হইলে যে কেহ এই মূল্য দিবে, অশ্ববিক্রেতা তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই অশ্ব বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবে। বিক্রেতাকে তৈলকারের সহিত একদর, কৃষীর সহিত অন্যদর, ও বস্ত্র ব্যবসায়ীর সহিত অপর এক দর, ইত্যাদি এক সামগ্রীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর করিতে হইবে না।

২য়। মুদ্রা অনায়াসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে। এক টাকার অর্দ্ধাংশ আছুলি, চতুর্থাংশ সিকি, অষ্টমাংশ দু'আনি, এবং ষোড়শাংশের একাংশ এক আনা। পুনশ্চ এক আনার চতুর্থাংশের একাংশ এক পয়সা, এবং পয়সার চতুর্থাংশের একাংশ সিকি পয়সা *। মুদ্রা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অংশে বিভক্ত থাকায়

* যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্র মুদ্রাকে আমরা সিকি পয়সা বলিয়া থাকি, তাহারা বস্তুতঃ সিকি পয়সা নহে। তাহাদের মূল্য এক পয়সার তৃতীয়াংশের একাংশ।

বহুমূল্যের দ্রব্য হউক, আর স্বল্প মূল্যের দ্রব্য হউক আমরা অক্লেশে সকল প্রকার সামগ্রীই ক্রয় করিতে পারি। কিন্তু বিনিময় প্রথায় এ সুবিধা নাই। বিবেচনা কর একখানা কাপড়ের যে মূল্য চারি সের দুগ্ধেরও সেই মূল্য। আমার একখান বস্ত্র আছে এবং তাহার বিনিময়ে আমি এক সের দুগ্ধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এক-খানা কাপড় ও চারিসের দুগ্ধের মূল্য সমান হওয়ায়, একসের দুগ্ধের মূল্য একখানা কাপড়ের মূল্যের চতুর্থাংশের সমান। সুতরাং এক সের দুগ্ধের বিনিময়ে আমার সিকি খানা বস্ত্র দেওয়া উচিত। ইহার অধিক দিলে আমি নিশ্চয়ই ঠকিব। কিন্তু সিকিখানা কাপড় এক সের দুগ্ধের উপযুক্ত মূল্য হইলে, ইহা লইতে কেহ স্বীকৃত হইবে না, কারণ সিকি খানা কাপড় মনুষ্যের বিশেষ কোন প্রয়োজনে লাগে না। সুতরাং আমার দুগ্ধের বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমাকে এক খানা কাপড় দিয়া একসের দুগ্ধ লইতে হইবে, অর্থাৎ একসের দুগ্ধের জন্য আমাকে চারিসের দুগ্ধের মূল্য দিতে হইবে। যদি বল আমি এক সের না লইয়া চারিসের লইনা কেন? তাহার এই উত্তর দিব যে আমি একখানা কাপড় দিয়া চারিসের দুগ্ধ লইলে ঠকিলাম না সত্য, কিন্তু আমাকে অকারণে চারিসের দুগ্ধ লইতে হইল, কারণ আমার একসের মাত্র প্রয়োজন ছিল। বিশেষতঃ যদি দুগ্ধে আমার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, আর গোয়ালার নিকট এক সেরের অধিক দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে আমাকে কাযে কাযেই একখানা কাপড় দিয়া একসের দুগ্ধ লইতে হইবে। কিন্তু মুদ্রার এ অসুবিধা নাই, কারণ একসের দুগ্ধের মূল্য যদি তিন আনা হয়, তাহা হইলে আমি তিন আনার পয়সা অথবা একটা দু'আনি ও চারিটা পয়সা দিয়া একসের দুগ্ধ অনায়াসে পাইতে পারিব।

নূতন সংবাদ।

১। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্টে দৃষ্ট হইতেছে গত বৎসর বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৪ এবং ছাত্রীসংখ্যা ২৩১৩ টী বৃদ্ধি

হইয়াছে। বালকদিগের সহিত ১১২৩৫ টী বালিকা পড়িত, গত বৎসর তাহাদিগের সংখ্যা ১৩৬৪৩ হইয়াছে। অনেকগুলি বালিকা নিম্ন ও মধ্য শ্রেণী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা অবশ্যই আনন্দকর বলিতে হইবে।

২। এবৎসর বেথুন স্কুল গৃহে ২টী বালিকা ফাষ্ট´ আর্টস এবং ৪টী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছেন।

৩। মধ্য ভারতবর্ষের ব্রহ্ম গ্রামের বাবু নবীনচন্দ্র রায় বিধবা বিবাহের সুবিধা বিধানার্থ একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। আপাততঃ ১০টী পুরুষ ও ৪টী স্ত্রীলোক বিবাহার্থী হইয়াছেন। গত ৪ঠা নবেম্বর এই সভার আশ্রয়ে একটী বিবাহ হইয়াছে। বর চণ্ডীচরণ দে, বাঙ্গালী কায়স্থ, বয়স ২৯ বৎসর, কন্যা যমুনা বাই, হিন্দুস্থানী ঠাকুর, বয়স ২২ বৎসর।

৪। খৃষ্টীয় বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। তাঁহারা একটী মহিলাসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। কুমারী কামিনী শীল স্ত্রীলোকদিগের জন্য "খৃষ্টীয় মহিলা" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রচারের অনুষ্ঠান পত্র বাহির করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় ইহাঁদিগের শুভ চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হউক।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

১-২। মেলা ও মধ্যাহ্ন স্বপ্ন—এই দুইখানি কবিতার খণ্ড কাব্য শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত, প্রত্যেকের মূল্য দুই আনা। মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় আছে।

৩। নব পাঠ ১ম ভাগ শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। এখানি অতি সরল ভাষায় লিখিত। বালক-বালিকাদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী। মূল্য ।৵০ আনা।

৪। নীতি-কবিতাবলী——শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক বিরচিত, ভবানীপুর সাপ্তাহিক যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে নীতিগর্ভ ও ধর্ম্মভাবোদ্দীপক ২০টী প্রস্তাব অতি সরল পদ্যে রচিত হইয়াছে। 'ঘুম পাড়াও জননি গো' 'সুমিষ্ট অন্ন,' 'পরলোক' 'কুলের কামিনী' এই কয়েকটী পাঠে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। পাঠিকাগণ এতৎ পাঠে উপকৃত হইবেন।

বামাগণের রচনা।

হিমগিরি।

আহা কিবা অপরূপ গিরি হিমালয়,
অত্যুন্নত, অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ ময়।
দৃষদ্‌নির্ম্মিত দেহ, অচল, অটল,
শোভে সর্ব্ব অঙ্গে তার তরু তৃণদল।
কুসুমিত লতাপুঞ্জ কুঞ্জমূর্ত্তি ধরি—
সুচারু বাসবপুরী গিরি গাত্রোপরি,
অসংখ্য বিহঙ্গকুল উচ্চশৃঙ্গোপরে,
নানা সুখে গিরিপুরে নানা রব করে,
আনন্দে কুরঙ্গদল নবতৃণদলে,
শিশু সহ নৃত্য করে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে,
পরিমল আশে অলি পুষ্পাবলি মাঝে,
গুঞ্জে কুঞ্জে ঝঙ্কারিয়া আনন্দে বিরাজে।
অতি দীর্ঘ শাল বৃক্ষ লক্ষ্য পরিহরি,
উঠেছে অম্বরদেশে শিরোন্নত করি।
ফলফুলভরনত বিটপীনিচয়,
শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি সদা করে ক্ষয়।
নিয়ত নির্ঝরে নীর পূর্ণ নির্ঝরিনী—
তৃষ্ণাতুর পথিকের তৃষ্ণা-নিবারিণী।
শীতল সলিল রাশি অনিল-শব্দেতে
পড়ে শুভ্র স্রোত বহি গিরির মূলেতে।
উন্নত ভূধর অঙ্গ তুষার মালায়
আহা! কিবা মনোলোভা-শোভা-শালী হয়!
শান্তিপূর্ণ স্থান সেথা সবার সান্ত্বনা
কলহ বিবাদ নাই—সংসার যন্ত্রণা।
এমন সুন্দর স্থান যাঁহার রচনা
কর সবে মিলে তাঁর মহিমা রটনা।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯২ সংখ্যা।	পৌষ ১২৮৭—জানুয়ারি ১৮৮১।	২য় কল্প। ২য় ভাগ।

জীবনচরিত।

চৈতন্য।

(১৯১ সংখ্যা ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

চৈতন্য ক্রমে কাশী হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দর্শন এবং জগন্নাথের রথযাত্রা দর্শন এই দুই উপলক্ষে সেবার শ্রীক্ষেত্রে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি পরম আনন্দ ও উৎসাহের সহিত দর্শনোৎসুকগণকে আহ্বান করিলেন। পরে দামোদর নামক একজন পরম আত্মীয়কে প্রসাদ ও বস্ত্র দিয়া জননীর নিকট পাঠাইয়াদিলেন এবং দামোদরকে এইরূপ বলিলেন, "জননীকে এই প্রসাদ ও বস্ত্র প্রদান করিও। আমি যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ হেতু তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না. তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিতে বলিও। সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া তিনি যেন তাঁহার স্নেহের নিমাইকে বিস্মৃত না হন। আমি তাঁহারই আদেশে নীলাচলে বাস করিতেছি।" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি রোদনোন্মুখ হইলেন। স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা মানুষের অসাধ্য।

হরিদাস নামক একজন দৃঢ়ব্রত পুরুষ চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন। ইনি স্বকীয় অসাধারণ গুণের প্রভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মাননীয় হইয়াছিলেন। ইনি জাতিতে যবন, চৈতন্যের নিকট হরিনাম করিয়া বৈষ্ণব হয়েন। কোন ব্যক্তি ইহাঁর জিতেন্দ্রিয়তা পরীক্ষার জন্য অশেষ বিধ চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে এক রূপবতী বারাঙ্গণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। হরিদাস তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া বলেন "নাম জপ শেষ হইলেই তোমার সহিত আলাপ করিব।" সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্রি প্রভাত হইল, হরিদাসের নাম জপ শেষ হইল না। হতভাগ্য রমণী তিন দিন এইরূপ আসিয়া যাইয়া হরিদাসের ভক্তি দেখিয়া অবাক্ হইল এবং আপনার পাপ জীবনে ধিক্কার দিয়া হরিনাম সাধনে ব্রতী হইল। হরিদাস অসুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া একদিন চৈতন্য দেখিতে গেলেন। হরিদাস বলিলেন তাঁহার শারীরিক অস্বাস্থ্য কিছুই নহে; কেবল কয়েক দিন হইতে নাম জপের নিয়মিত সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না, এইজন্য মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। চৈতন্য কহিলেন এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছ, নামের সংখ্যা কমাইয়া দেও। হরিদাস বলিলেন জপসংখ্যা কমাইয়া আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। আমার একটী অভিলাষ হইয়াছে, আপনার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইলে চৈতন্য একদা বহুসংখ্যক সহচর সঙ্গে হরিদাসের আশ্রমে গমন করিলেন। হরিদাস ঐ দিন পূর্ব্ব ইচ্ছানুরূপ প্রণালীতে প্রাণত্যাগ করিলেন। চৈতন্য হরিদাসের মৃতদেহ মস্তকে করিয়া কহিলেন:—"ইনি ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে আমার প্রধান সহায় ছিলেন। যিনি আমাকে এই সঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য তিনিই সেই সঙ্গ ভঙ্গ করিলেন। হরিদাস পৃথিবীর রত্ন ছিলেন, অদ্য মেদিনী রত্নশূন্য হইলেন।" এইরূপে অনেকক্ষণ আক্ষেপ করিয়া সদলে নৃত্য করিতে করিতে সিন্ধুতীরে গমন

পূর্ব্বক স্বহস্তে গর্ত্ত খনন করিয়া হরিদাসকে সমাহিত করিলেন। সদ্‌গুণের পুরস্কার দানে এবং সাধুর গৌরব বর্দ্ধনে চৈতন্য যে কেমন যত্নশীল ছিলেন, এই আখ্যানে বেশ বুঝা যাইতে পারে।

এই সময়ে একদিন চৈতন্য শুনিলেন, প্রতাপরুদ্র ন্যায্য প্রাপ্য করাদির জন্য কতকগুলি লোকের প্রতি উৎপীড়ন করিতেছেন। প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের কিরূপ গৌরব করেন, যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যকে অনুরোধ করিলেন তিনি মনোযোগী হইয়া উৎপীড়িতগণের উদ্ধার করুন। চৈতন্য কহিলেন, বিষয়িগণ আপন দোষে ক্লেশ পাইতেছে, তোমরা সেই ক্লেশের কথা শুনাইয়া আমাকে কেন যাতনা দেও? এস্থলে পাঠকগণের কেবল একটীই জানা আবশ্যক যে, ঐ বৃত্তান্ত চৈতন্যের কর্ণগোচর হইয়াছে, এই মাত্র শুনিয়াই প্রতাপরুদ্র উৎপীড়িতগণকে বিনা অর্থ গ্রহণে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন; কিন্তু চৈতন্য, তাহাদের উদ্ধার জন্য রাজাকে কিছু বলিবার সঙ্কল্পও করেন নাই।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে চৈতন্যের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। সর্ব্বদাই চিত্ত অস্থির; কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে পারেন না। এমন কি হরিনাম কীর্ত্তনেও ব্যাঘাত ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। এইসূত্রে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া উঠিল। এই সময়ে জগদানন্দ নামক একজন প্রিয় সহচর গৌড় হইতে তাঁহার সেবার্থ কলস পরিমিত পুষ্পবাসিত তৈল আনিয়াছিলেন এবং শরীর সুস্থ হইবে বলিয়া তাহা সেবন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুগন্ধি তৈলাদি ব্যবহার, বিলাসীর লক্ষণ মনে করিয়া চৈতন্য তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি ঐ তৈল জগন্নাথের বাড়ী পাঠাইয়া দেও, উহাতে জগন্নাথের প্রদীপ জ্বলিবে, তোমার শ্রম সফল হইবে।

চৈতন্য কলার খোলার শয্যায় শয়ন করিতেন। এই সময়ে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিল, সুতরাং ঐ কদলীকাণ্ডের অকোমল শয্যায় অস্থিসংঘর্ষ দ্বারা বিজাতীয় ক্লেশ হইতে লাগিল। তাহাতে

শিষ্যগণ দুঃখিত হইয়া তুলাপূর্ণ শয্যোপকরণ প্রস্তুত করিলেন এবং খট্টাঙ্গোপরি তাঁহার শয্যা করিয়া দিলেন। তিনি তাহাতে উপেক্ষা করিয়া শিষ্যগণ তাঁহাকে বিষয় ভোগ করিবার জন্য যত্ন করিতেছে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর কোন বিচক্ষণ শিষ্য কদার বাস্না নখদ্বারা খণ্ড খণ্ড এবং বহির্ব্বাসবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শয্যা করিয়া দেন; তাহাতে কথঞ্চিৎ তাঁহার ক্লেশের শান্তি হইয়াছিল।

একদিন শ্রীমন্দিরের একান্তে উপবিষ্ট হইয়া একতান মনে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন; লক্ষ লক্ষ লোক ব্যস্ত হইয়া চারিদিক হইতে দেখিতেছে, গোলের সীমা নাই। ঐ সময়ে কোন রমণী ঠাকুর দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিল যে, সে চৈতন্যের স্কন্ধে পদক্ষেপ করিয়া ঠাকুর দেখিতে লাগিল, মানুষের ঘাড়ে পা পড়িয়াছে বুঝিতে পারিল না। চৈতন্যের শিষ্যগণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তিনি ঐ রমণীর পাদস্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে ছিলেন এবং দেব দর্শনে ঐ স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার ব্যাকুলতা নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে চৈতন্যের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। শেষে ঐ চিত্ত-বিকার, ভয়ানক রোগবিশেষে পরিণত হয়। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতেন, নিদ্রা প্রায় হইত না। একটু নিদ্রাবেশ হইলেই অদ্ভুত স্বপ্ন সকল দর্শন করিতেন এবং সেই স্বপ্নাবস্থাতেই গৃহ বহির্গত হইয়া যেখানে সেখানে অচেতন ভাবে পতিত থাকিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ শয়নাগার শূন্য দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে কোন দিন গোষ্ঠে, কোনদিন উদ্যানে, কোনদিন পর্ব্বত প্রান্তে শবাকারে পতিত দেখিতে পাইতেন। ঐ সকল ঘটনা এক এক দিন এমন ভয়ানক হইত যে, তাহাতে প্রাণনাশের কিছুমাত্র অসম্ভাবনা থাকিত না; কেবল দৈবাৎ বাঁচিয়া যাইতেন।

একদিন রামানন্দ, স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতির] সহিত নানা কথার আলোচনায় রজনীর অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়া উচ্চরবে হরিনাম করিতে করিতে শয়নার্থ গৃহ প্রবেশ করিলেন, সঙ্গিগণও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। ভৃত্য গোবিন্দ দ্বারে শয়ান রহিল। হরিনামের শব্দ বন্ধ হওয়ায় গোবিন্দ গৃহে গিয়া দেখিল চৈতন্য গৃহে নাই। পরে অপরাপর শিষ্যগণকে সম্বাদ দিল। তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিলেন; রাত্রি প্রভাত প্রায় হইল, কিন্তু কোথাও পাইলেন না। পরে সিন্ধুতীরে গমন করিয়া এক ভয়ার্ত্ত ধীবরের সাক্ষাৎ পাইলেন। ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "আমি সমুদ্রে জাল ফেলিয়াছিলাম, তাহাতে মাচ না উঠিয়া একটা ভূত উঠিয়াছে ও সেইভূতে আমাকে পাইয়াছে, আমি সেই জন্যই এত ভীত হইয়াছি।" স্বরূপ গোস্বামী প্রভৃতি সেই ধীবরের নির্দ্দেশানুসারে সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক দূর গিয়া দেখিলেন, চৈতন্য অস্বাভাবিক শবের ন্যায় সাগরের বালুকাপুলিনে পতিত রহিয়াছেন, শরীর শঙ্খ শুভ্র, নয়ন উত্তাল ও নিশ্চল। এইরূপ দেখিয়াই শিষ্যগণ মৃতপ্রায় হইলেন, কিন্তু হতাশ হইলেন না, চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনিও সংজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহার তদবস্থা ও তাদৃশ দূরাবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন যে, তিনি স্বপ্নাবেশে সমুদ্র জলে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; দীর্ঘকাল জলে নিমগ্ন থাকিয়া পরে ধীবরের জালে উঠিয়াছেন।

আরও একদিন অধিক রাত্রে ঐরূপে শয়ন গৃহে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহ হইতে কোনরূপ বিকৃত শব্দ বহির্গত হইতে লাগিল। প্রদীপ জ্বালিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল চৈতন্য গৃহমধ্যে মূর্চ্ছিত ও রক্তাক্ত পতিত রহিয়াছেন। মুখ, নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে এবং ঐ সকল ক্ষত হইতে শোণিত স্রাব হইতেছে। চৈতন্য সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে

বলিলেন "কৃষ্ণবিরহে কাতর ও অসহিষ্ণু হইয়া গৃহবহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, দ্বার না পাইয়া যেদিকে যাই, সেইদিকেই ভিত্তির আঘাত লাগে; ঐ আঘাত সকলেই আমার এই অবস্থা হইয়াছে।" তাঁহার ভক্তেরা এইসকল অবস্থাকে এক একটী লীলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; যথা সমুদ্রমজ্জন, মুখ ঘর্ষণ ইত্যাদি।

চৈতন্য চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারার্থ ছয় বৎসর কাল নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে পূর্ব্বোক্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্তরূপে মহানদীতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈতন্যের বিরহে বৈষ্ণব সম্প্রদায় মস্তকশূন্য হইয়াছিলেন। অনেকের এরূপ বিশ্বাস আছে, যখন পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়, ধর্ম্মরাজ্যে বিবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়, প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবে লোকে বিবিধ অসৌভাগ্য ভোগ করিতে আরম্ভ করে, প্রকৃত উন্নতির পথ বিস্মৃত হয়, ঈশ্বর সেইসময়ে পৃথিবীর ঐ সকল অনর্থ নিরাকরণার্থ আপনার অংশ স্বরূপ এক এক জন অসাধারণ পুরুষ প্রেরণ করেন। এরূপ বিশ্বাসের মূল আছে। ঐ ভয়ানক সময়ে মানবগণের পথ প্রদর্শক হইবার জন্য যে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা অমানুষ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। চৈতন্য ঐ সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জন প্রধান ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তিনি যে, আধুনিক কোন কোন স্বধর্ম্ম পক্ষপাতী, বিধর্ম্মি-বিদ্বেষী, অপ্রশস্তমনা পৌত্তলিকের ন্যায় ছিলেন তাহা নহে; তাহা হইলে কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম সদৃশ উদার, হৃদয়গ্রাহী ও প্রেমময় ধর্ম্ম-প্রণালীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন না। নিরাকার ব্রহ্মবাদ, জাতীয় ধর্ম্ম হইতে পারিবে না এবং জাতীয়ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিলে তাহা সর্ব্বসাধারণের আশু গ্রাহ্য হইবে বোধ হয় এইরূপ মনে করিতেন এবং এই জন্যই অদ্বিতীয় পুরুষের প্রতিনিধি স্বরূপে কৃষ্ণকে উপাস্য দেবতা বলিয়া সাধারণের

সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে এ দেশের অনেক উপকার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক মত ভ্রম ও কুসংস্কার শূন্য না হউক, অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ ছিল। "ঈশ্বরকে ভাল না বাসিলে মানুষকে ভাল বাসা যায় না এবং মানবজাতিকে প্রাণের সহিত ভাল না বাসিলে ও সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের হিত চিন্তা না করিলে, ঈশ্বরকে ভাল বাসা হয় না।" তিনি এই ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মের চিন্তা, স্বর্গ-নরকের ভাব, এবং নানাপ্রকার মুক্তির কল্পনাকে কেবল অসাধ্য ভ্রমের ফল বলিয়া গিয়াছেন। তিনি রামানন্দকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা চৈতন্যগীতা বলিয়া খ্যাত। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতের মধ্যে ঐ গীতার সন্নিবেশ অসম্ভব। অতএব যিনি চৈতন্যের বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত জানিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত মহোদয়ের প্রকাশিত "শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য গীতা" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই তিনি তদ্বিষয়ে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহার মতে ভক্তের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহার পাঁচটী ভাব। যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য, ও মাধুর্য্য। পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণ, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-চিন্তাবিরহিত হইয়া যে ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, তাহার নাম শান্ত; ঐ ভাবটী সর্ব্বপ্রথম। দ্বিতীয় দাস্য, হনুমান, বিভীষণাদির এই ভাব। তৃতীয় সখ্য, শ্রীদাম সুদামাদির এই ভাব। চতুর্থ বাৎসল্য; যশোদা দেবকী, নন্দাদির এই ভাব। পঞ্চম মাধুর্য্য; এইটী শেষ ও সর্ব্বোন্নত ভাব। রাধিকাদি এই ভাবে ঈশ্বর উপাসনা করিতেন।

* যে সকল পুস্তক ও পত্রিকা হইতে চৈতন্যের জীবন সংগ্রহ করা গিয়াছে নিম্নে তাহার উল্লেখ করা গেল:—(১) চৈতন্য চরিতামৃত (২) চৈতন্য ভাগবত (৩) চৈতন্য মঙ্গল (৪) চৈতন্য গীতা। (৫) সোমপ্রকাশ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান বৈষ্ণব ও গোস্বামী মহাশয়দিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু বিবরণ গৃহীত হইয়াছে।

গোয়ালিনীগণ কর্ত্তৃক ডোর্ট নগরের পরিত্রাণ।

নিম্নদেশের * যুদ্ধ সময়ে স্পেনীয়েরা হলণ্ডের অন্তঃপাতী ডোর্ট নগর আক্রমণার্থ প্রয়াসী হয় এবং সহস্র সহস্র সৈন্য ঝোপের মধ্যে এমন ভাবে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, যে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা নগরাক্রমণে অগ্রসর হইবে। এক কৃষক এই নগরের প্রান্তে বাস করিত। সে নগরে দুগ্ধ ও নবনীত যোগাইবার জন্য অনেকগুলি গোরু পুষিয়াছিল। গোরুসকল ঝোপের ধারে চরিয়া বেড়াইত। গোয়ালিনীরা প্রতিদিন দুগ্ধ দোহন করিতে আইসে, সে দিবসও আসিয়া লুক্কায়িত সৈন্যগণকে দেখিতে পাইল। কিন্তু দেখিয়াও দেখে নাই, এইরূপ ভান করিয়া তাহারা দুগ্ধ দোহন করিল এবং প্রফুল্লভাবে গান করিতে করিতে চলিয়া গেল। তাহারা প্রভুর নিকটে আসিয়া যাহা দর্শন করিয়াছিল, বর্ণন করিল। কৃষক তাহাদিগের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া একজন গোয়ালিনী সঙ্গে লইয়া নগরের এক প্রধান লোকের নিকট গমন করিল। তিনি ইহাদিগের কথার সত্যতা নিরূপণার্থ তৎক্ষণাৎ একজন চরকে পরিদর্শনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগের বাক্য সমর্থন করিলে ঐ ব্যক্তি রাজসভায় সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রাজসভার আদেশে নগর রক্ষার্থ সৈন্য সকল প্রস্তুত হইল এবং নগরপ্রান্ত জলপ্লাবিত করিবার জন্য নদীর একটী কবাটী কল খুলিয়া দেওয়া হইল। তৎক্ষণাৎ অধিকাংশ লুক্কায়িত শত্রুসেনা জলমগ্ন হইয়া

* ইউরোপের মধ্যে হলণ্ড ও বেলজিয়মের ভূমি অত্যন্ত নিম্ন, এমন কি কোন কোন স্থান সমুদ্রজল অপেক্ষাও নিম্নতর, তজ্জন্য বাঁধ দিয়া ক্রমাগত জলসিঞ্চন পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করিতে হয়। এই কারণে এই দুই দেশের নাম নিম্ন দেশ। ইহা এক সময় স্পেনের অধীন ছিল, পরে স্বাধীন হয়।

প্রাণত্যাগ করিল, যাহারা প্রাণে বাঁচিল, নিরাশ হইয়া পলায়ন করিল এবং নগরটী আশ্চর্য্যরূপে আসন্ন ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইল।

রাজসভা এই ঘটনা স্মরণার্থ এবং গোয়ালিনীদিগের স্বদেশ হিতৈষিতার পুরস্কার দানার্থ আদেশ করিলেন এই নগরের সর্ব্বপ্রকার মুদ্রার উপরে 'একটী গোয়ালিনী দুগ্ধ দোহন করিতেছে' এই ছবি অঙ্কিত হউক। তদবধি তাহাই হইল। অদ্যাপি ডোর্টনগরের মুদ্রাতে এই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। যে কবাটী কল খুলিয়া নগরের পরিত্রাণ হইল,তাহার নিকটেও এইরূপ গোয়ালিনী প্রতিকৃতি স্থাপিত হইল। গোয়ালিনীগণ যাবজ্জীবন ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া প্রচুর বৃত্তিও তাহাদিগকে প্রদত্ত হইল। গোয়ালিনীদিগের প্রভু যে কৃষক স্বদেশের মঙ্গলার্থ আপনার গৃহ, ভূমি সম্পত্তি ও গাভীগণ জলে বিসর্জ্জন করিল, রাজকোষ হইতে তাহাকেও স্থায়ী বৃত্তি প্রদান করিয়া পুরস্কার করা হইল। দেশের মুদ্রাতে গোয়ালিনীদিগের ছবি অঙ্কিত হইয়া তাহাদিগের চিরকীর্ত্তি রক্ষা করিল, ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

স্ত্রী-সঙ্গিনী।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল লর্ড লরেন্সর ভ্রাতা হেনরী লরেন্সও একজন অতি বিখ্যাত রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি আপনার অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা দ্বারা যেমন গবর্ণমেণ্টের,সেইরূপ এ দেশীয় লোকদিগেরও মহোপকার সাধন করিয়া যান। তাঁহার গুণবতী রমণী তাঁহার একজন প্রধান সহকারিণী ছিলেন। স্বামীর পরিশ্রম, বিপদ ও কষ্টের অংশভাগিনী হইবার জন্য তিনি আনন্দপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ বহন করিতেন, সকল বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন ; বস্তুতঃ স্বামীর সহিত তিনি যেন অভিন্ন হইয়া ছিলেন। লরেন্স যৎকালে রাজস্ব

পরিদর্শক (Revenue surveyor) ছিলেন, তাঁহার এক পরিচিত বন্ধু তৎকালের একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। "তাঁহার বিবাহের পর তাঁহাকে দেরাছুনের এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড জরিপ করিতে হয়। এ সময় এ প্রদেশে এত শীত যে ইওরোপীয়েরাও বাহির হইতে সাহসী হন না! এই ভূমিখণ্ডের এক দিক তিনি এবং আর একদিক্ আমি জরিপ করিয়া আসিতে লাগিলাম, যে অবশেষে উভয়ে এক মধ্য-স্থলে আসিয়া মিলিত হইতে পারিব। নেপাল পাহাড়ের নিম্নে এই ভূমি নিবিড় জঙ্গলময়,ব্যাঘ্রের বাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। শিশিরপাত এত অধিক, যে তাম্বু ফুঁড়িয়া আমার শয্যা আর্দ্র করিয়া ফেলিল। ব্যাঘ্র ও বন্য হস্তী হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনবরত অগ্নি জালিয়া রাখিতে হইল। ১১।১২ টা না বাজিলে কোয়াসা পরিষ্কার হইয়া জরিপের যন্ত্র ব্যবহার করিবার সুবিধা হইল না। এইরূপ স্থানে ৩।৪ দিন জরিপ করিয়া পরে আমরা পরস্পরের সহিত মিলিত হইলাম। তখন আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম বিবী লরেন্স স্বামীর নিকটে রহিয়াছেন। তিনি একটী নালার তটে উপবিষ্ট, একটী প্রস্তর গর্ত্তের উপর তাঁহার পদদ্বয় ঝুলিতেছে। তাঁহার স্বামী অদূরে থিওডোলাইট যন্ত্র লইয়া কার্য্য করিতেছেন, তিনি এক খানি পোর্ট ফোলিওর উপর হস্ত রাখিয়া চিটী লিখিতে ব্যস্ত আছেন।" স্বামীর এইরূপ কষ্টের অংশভাগিনী হইতে তিনি যার পর নাই আনন্দিত হইতেন এবং এই অবস্থায় কখন তাঁহার সাহায্যার্থ স্বয়ং নানাপুস্তক হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় সকল উদ্ধৃত বা সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিয়া দিতেন। তিনি তাঁহার সহিত গোয়াল ঘরের চালার ন্যায় স্থানে বাস করিতেন এবং তাহাতে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতেন। ১০ বর্গ ফিট তাঁবুর মধ্যে শয়ন ঘর,সজ্জাগৃহ ও ভোজনালয় সমাবেশ করিয়া তাহাতেই আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালিনী মনে করিতেন। এইরূপ বাসস্থানের ক্লেশের মধ্যে তাঁহার আতিথেয়তা ও দানশীলতার সীমা ছিল না। তাঁহার মানসিক শক্তি যেমন

প্রখর ছিল, তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতারও তেমনি কখনও হ্রাস দেখা যাইত না। এই জীবন-সঙ্গিনীর সহিত সার্ হেনরী লরেন্স তাঁহার খ্যাতিপূর্ণ ও কল্যাণকর জীবন পথে অগ্রসর হইতে ছিলেন, দুর্ভাগ্য-বশতঃ ১৮৫৬ সালে রমণী পীড়িত হইয়া গতাসু হন। হেনরী লরেন্স অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি হইলেও পত্নীর বিচ্ছেদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হন। তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি এবং শরীরের স্বাস্থ্য তদবধি ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং অল্পকাল পরে লক্ষ্ণৌর সিপাহী বিদ্রোহে বীর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া সাধ্বী পত্নীর সহিত মিলিত হইবার জন্য পরলোক যাত্রা করেন।

বারাণসী।

বারাণসীর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু লিখিয়াছি। বারাণসী যে হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান এবং অনেক নরনারী এই স্থানে বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দান এবং চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন তদ্বিষয় কিছু বর্ণন করিব। বারাণসীর গঙ্গাতীর সুদূর-প্রসারিত ঘাটশ্রেণীতে সুসজ্জিত; ইহার প্রত্যেকটীর বিশেষ নাম ও মাহাত্ম্য আছে।

কাশীর দক্ষিণ প্রান্তে যে অসী নদী, তাহার সঙ্গমস্থলে অসীসঙ্গম ঘাট আছে। যাঁহারা পঞ্চতীর্থ করেন, তাঁহারা প্রথমে এই ঘাটে স্নান করেন, পরে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা পঞ্চগঙ্গা ও বরুণা সঙ্গমে স্নান করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করেন। এই ঘাটের সম্মুখে স্নানযাত্রা উপলক্ষে একটী মেলা হয়। অসীসঙ্গম ঘাটের উত্তরে রত্নামিশ্রের ঘাট, ইহা এখন ভগ্ন, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণে ৫।৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তৎপরে তুলসী দাসের ঘাট। প্রসিদ্ধ রামানন্দী তুলসী দাস ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহার উত্তরে রসরাজ ঘাট, বৌদ্ধ ঘাট, শিবালয় ঘাট ও খিড়কী ঘাট। শেষের ঘাটদ্বয় কাশীর ভূতপূর্ব্ব রাজাদিগের স্থাপিত। মহারাজ

চেৎসিং শিবালয় ঘাটের উপরিস্থ এক দৃঢ় প্রস্তরময় দুর্গে বাস করিতেন, হেষ্টিংসের সময়ে তাহা ভূমিস্যাৎ হয়। খিড়কী ঘাটের উত্তরে হনুমান ঘাট ও মহাশ্মশান ঘাট। শেষোক্ত ঘাটে শবদাহ হইয়া থাকে। বাবু কাশীপ্রসাদ সান্যাল যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ গুলি গ্রহণ করিলাম।

"মহাশ্মশান ঘাটের উত্তরে রাজাবাবুর ঘাট, এবং তৎপরে কেদারের ঘাট, এই ঘাটে গঙ্গা হইতে কেদারের মন্দির পর্য্যন্ত বহু-ব্যয়-সাধিত সুপ্রশস্ত প্রস্তর-সোপান গ্রথিত আছে। কাশীর এটী একটি প্রধান ঘাট,এই ঘাটে প্রত্যহ নানাপ্রদেশীয় স্ত্রী-পুরুষকে স্নান করিতে দেখা যায়। কোনখানে একজন সরলমতি বঙ্গ-বধূ অস্ফুট বাক্যে "নমো মহিম্নঃ পারস্তে" বলিয়া গালবাদ্য পূর্ব্বক শিব বিসর্জন করিতেছে, কোন খানে বা একজন মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী কাছা দিয়া কাপড় পরিয়া তিলক ধারণ পূর্ব্বক এক হাতে জলের লোটা এবং এক হাতে ভিজা কাপড় লইয়া মট্ মট্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কোন খানে এক জন বৃত্তিভোগী বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া কুঞ্চিত-জানু উপবিষ্ট হইয়া, হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক "আব্রহ্ম স্তম্ব-পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" বলিয়া তর্পণ করিতেছে, কোন খানে বা একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধজানু জলে বক্রীভূত দণ্ডায়মান হইয়া স্বহস্তে বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছে, আর মহারাষ্ট্রীয়-স্বরে এই সকল বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছে—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম।

ইষেত্বা উর্জ্জেত্বা বায়স্থঃ দেবো বঃ সবিতাপ্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

অপর এই ঘাটের জলগত সোপান হইতে কয়েক সোপান উপরে

উঠিলে একটী কুণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহাকে "গৌরীকুণ্ড" বলে, বৈদেশিক যাত্রীরা উহাতে স্নান তর্পণ করে। ঐ স্থান হইতে অন্যূন ২৫। ২৬ টি সোপান উত্তীর্ণ হইলে কেদারের নাটমন্দিরে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। নাটমন্দিরটি পূর্ব্ব-পশ্চিম-দীর্ঘ, উহার পশ্চিমদিকে কেদারের মন্দির সংস্থিত, কিন্তু উভয় মন্দিরের ছাদ সম্মিলিত হওয়ায়, কেদারের মন্দিরটি এককালে অন্ধকারময় হইয়া থাকে, এমন কি, দিবাভাগেও প্রদীপ ভিন্ন কেদার দর্শন হয় না। কেদারের গৌরীপীঠটি অতি বৃহৎ, উহার উপর প্রত্যহ যাত্রি-প্রক্ষিপ্ত ফুল-বিল্বপত্র রাশীকৃত দৃষ্ট হয়। কেদারের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেলে, উহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য অনেক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, এবং উহার অব্যবহিত দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে যে একটি বৃহৎ দ্বার আছে, উহাই কেদারের মন্দির প্রবেশের বহির্দ্বার। উহার সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণ-দীর্ঘ একটি পথ আছে, তাহা অসীসঙ্গম হইতে বক্রভা'ব আসিয়া উত্তরাভিমুখে বাঙ্গালীটোলার মধ্য দিয়া, তদুত্তরবর্ত্তী দশাশ্বমেধ-ঘাটের উপকূলে যে একটী প্রাত্যহিক হাট আছে, তাহাতেই মিলিত হইয়াছে।

কেদারের ঘাটের উত্তরে চৌকি ঘাট ও মানসরোবর ঘাট। শেষোক্ত ঘাটের তট হইতে পশ্চিম দিকে একটী শুষ্ক সরোবর দৃষ্ট হয়, তাহাকে "মানসরোবর" বলে,তাহার চতুর্দ্দিকে রাজা মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত অনেক মন্দির আছে। অপর এই সরোবর হইতে কিঞ্চিৎদূর নৈঋত কোণে এক মন্দির মধ্যে "তিলভাণ্ডেশ্বর" নামে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, তাহার বেড় প্রায় দশ হাত এবং উচ্চতাও অন্যূন তিন হাত হইবে। এরূপ বিশ্বাস যে,ঐ মূর্ত্তিটী প্রতিদিন তিল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়।

মানসরোবরের ঘাটের উত্তরে যথাক্রমে নারদ ঘাট, রাজা অমৃতরাও পেশওয়ার ঘাট, প্রতাপসিংহ বাবুর ঘাট, পাঁড়ে ঘাট, মথুরাছত্রর ঘাট, দিঘাপতিয়ার রাজার ঘাট, চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট,

রাণাঘাট, মুনসিঘাট, এবং অহল্যা বাইয়ের ঘাট। শেষোক্ত ঘাটটি প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, উহার উপর উক্ত পুণ্যশীলা রাজ্ঞীর প্রতিষ্ঠিত একটী সদাব্রত আছে। ঐ ঘাটের উত্তরে শীতলা ঘাট এবং তৎপরে রাজা রাজবল্লভের মন্ত্রী রামানন্দ সরকারের ঘাট। উপরের লিখিত নারদ ঘাটের তট অবধি এই শেষোক্ত ঘাটের তট পর্য্যন্ত সমুদয় লোকালয় যদিও অনেক পল্লিসংভুক্ত, কিন্তু তৎসমুদায় সামান্যতঃ "বাঙ্গালী-টোলা" বলিয়াই বিখ্যাত। এই স্থানে বঙ্গবাসী আর্য্যগণ বহুকাল হইতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ছত্র আছে, তদ্দ্বারা প্রত্যহ অনেক অনাথ, অবীরা, দীন দরিদ্র প্রতিপালিত হইতেছে। বিশেষতঃ রাণী ভবানীর অতুল কীর্ত্তি, যদিও তাঁহার কাশীর বিষয় সমুদয় অস্বামিক বস্তুর ন্যায় নানাহস্তগত হওয়ায়, ক্রমশঃ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তবুও এপর্য্যন্ত তাহা কাশীবাসিগণের স্মরণ-বহির্ভূত হয় নাই। রাণী ভবানীর কেবল একমাত্র কাশীর ক্রিয়াকলাপ ধরিলেও, আজ্ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তমধ্যে অন্য কোন রাজা বা রাণী সাধারণ-হিতকর কার্য্যে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, পুণ্যকর্ম্মে তিনি উচ্চতম অধিরোহণীতেই অধিরূঢ়া হইয়া আছেন। বলিতে কি, সমুদয় দেবালয়িক ও লোকালয়িক কাশী একত্র কর, অর্দ্ধেক কাশী রাণী ভবানীর দেখিতে পাইবে। প্রথিত আছে তিনি পণ্ডিতমণ্ডলী সমভিব্যাহারে কাশীতে আসিয়া কাশীখণ্ড অনুসারে কাশীর যে যে বিষয়ে অসদ্ভাব ছিল, তাহা পূর্ণ করেন। তিনি আর্য্য-ধর্ম্ম-বিদ্বেষ্টা সম্রাট আরঙ্গজীবের বিধ্বংসিত দেবালয় সমূহের, কাহারো নষ্টোদ্ধার, কাহারো বা জীর্ণোদ্ধার করেন। তিনি যবন-রাজ্য বিলুপ্ত-প্রায় বেদাদি শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার জন্য মহারাষ্ট্র হইতে ৩৫০ ঘর ব্রাহ্মণ আনিয়া কাশীতে স্থাপন * করেন। তিনি

* এই ব্রাহ্মণদিগকে রাণী ভবানী যে সকল বসতবাটী প্রদান করেন, তাহা এক্ষণে "ব্রহ্মপুরী" বলিয়া বিখ্যাত।

নানা প্রদেশীয় নিঃস্ব ব্যক্তিদিগের কাশী-বাস জন্য নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৩৮০টি প্রস্তরালয় নির্ম্মাণ করেন, তাহার এক একটির নির্ম্মাণ-ব্যয়, বোধ হয় ৫০। ৬০ সহস্রের ন্যূন হইবে না। তিনি দুর্গাকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্র-সরোবর প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ জলাশয় খনন করান, তিনি দেবনাথ পুরাতে কালী, তারা, গোপাল প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন কাশীর বাহিরে "পঞ্চক্রোশী তীর্থ" প্রায় ত্রিংশৎক্রোশ বিস্তীর্ণ, এককালে অরণ্যময় ছিল,* কেহই ঐ সকল স্থানে গমনাগমন করিতে পারিত না. কিন্তু তিনি ঐ বন কাটাইয়া সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করেন, পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী রোপণ করান এবং পান্থগণের সুখাগমের জন্য স্থানে স্থানে জলাশয় ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। অপর উক্ত পুণ্যশীলা রাজ্ঞী প্রধান প্রধান যোগোপলক্ষে কাশীতে যে ব্যয় করিতেন, তাহাও অপর্য্যাপ্ত। ঐ প্রকার কোন সাময়িক ব্যয় সম্বন্ধে কাশীর লোক-পরম্পরায় যে একটি প্রাচীন শ্লোক কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"শালং কেচন লেভিরে কতিপয় গ্রামং পরে লেভিরে। শালগ্রামমথাপরে নিরুপমং হারং পরে লেভিরে॥
নেদৃগ্ দৃষ্টচরো নবা শ্রুতিচরো নেক্ষ্যিতে শ্রোষ্যতে। যাদৃক্ চন্দ্রকলা কিরীট-নগরে রাজ্ঞ্যা ভবান্যা কৃতং॥"

কেহ শাল পাইল, কেহ কতিপয় গ্রাম পাইল, কেহ শালগ্রাম, অপরে নিরুপম হার পাইল। কাশী নগরে রাণী ভবানী যাহা করিলেন, তাহা আর কখন কাহার দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই।

অবশেষে একটী কথা বক্তব্য এই যে, মহামতি শেরিং কোন কোন স্থানে রাণী ভবানীকে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় রাজ্ঞী বলিয়া প্রকাশ করেন, বোধ হয় শেরিং মহাত্মা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উত্তরে

* শেরিং সাহেব বলেন যে, রাণী ভবানীর পঞ্চক্রোশীর পথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, "পঞ্চক্রোশী তীর্থ" দর্শনার্থিদিগকে হিংস্র জন্তু ও দস্যুভয়ে দল-বদ্ধ হইয়া যাইতে হইত।

একটী চতুরস্র প্রাঙ্গণ মধ্যে রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি দেখেন নাই, তাহাহইলে তাঁহার এ সংশয় থাকিত না, কেননা ঐ মন্দিরের সলাট দেশে এই সরল শ্লোকটি অঙ্কিত আছে, যথা,—

বঙ্গবারেন্দ্রভূমীন্দ্ররামকান্তস্য ভাবিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরং॥

বঙ্গ বারেন্দ্রের অধিপতি রামকান্তের পত্নী ভবানী ভবানীশ্বর অর্থাৎ শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন।”

তুষারগিরি।

জল জমিয়া পাথরের মত কঠিন হয় এবং তাহার উপর দিয়া হস্তী অশ্ব চলিয়া যাইতে পারে, এ কথা শুনিয়া শ্যামদেশের রাজা যদিও মিথ্যা কথা বোধে সংবাদ দাতার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা যে সত্য, তাহা এখন এ দেশের অনেকেই বিশ্বাস করেন। জল জমিয়া কেবল কঠিন হিমশীলা হয় তাহা নহে, এই হিমশীলার পর্ব্বত ৫০০।৬০০ হস্ত উচ্চ হইয়া জলের উপরে ভাসিতে থাকে, মেরু প্রদেশে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহা যেরূপ অদ্ভুত, সেইরূপ সুন্দর দৃশ্য। ইহার একটী প্রতিকৃতি পরপৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইল। ইহা দেখিতে শুভ্র স্ফটিকাচলের ন্যায়। মধ্যরাত্রে ইহার আবার শোভার অবধি থাকে না। যাঁহারা সূর্য্যোদয় কালে হিমালয়ের ধবল গিরি শৃঙ্গ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অনির্ব্বচনীয় শোভায় অবশ্যই মোহিত হইয়াছেন—উজ্জ্বল রৌপ্যের আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দিগন্ত প্রসারিত হইয়া নয়নমনকে পুলকিত করিতে থাকে। মেরু প্রদেশে গ্রীষ্মকালে কিছুদিন দিবারাত্রি সূর্য্য প্রকাশ থাকে, সেই সূর্য্য দৃষ্টান্ত রেখায় (Horizon) অবস্থিতি করিয়া এই তুষারগিরি সকলকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে। সমুদায়টা যেন উজ্জ্বল ধাতু বা ঘনীভূত আলোকের স্তূপাকার বলিয়া প্রতীত হয়। নিকটে গিয়া

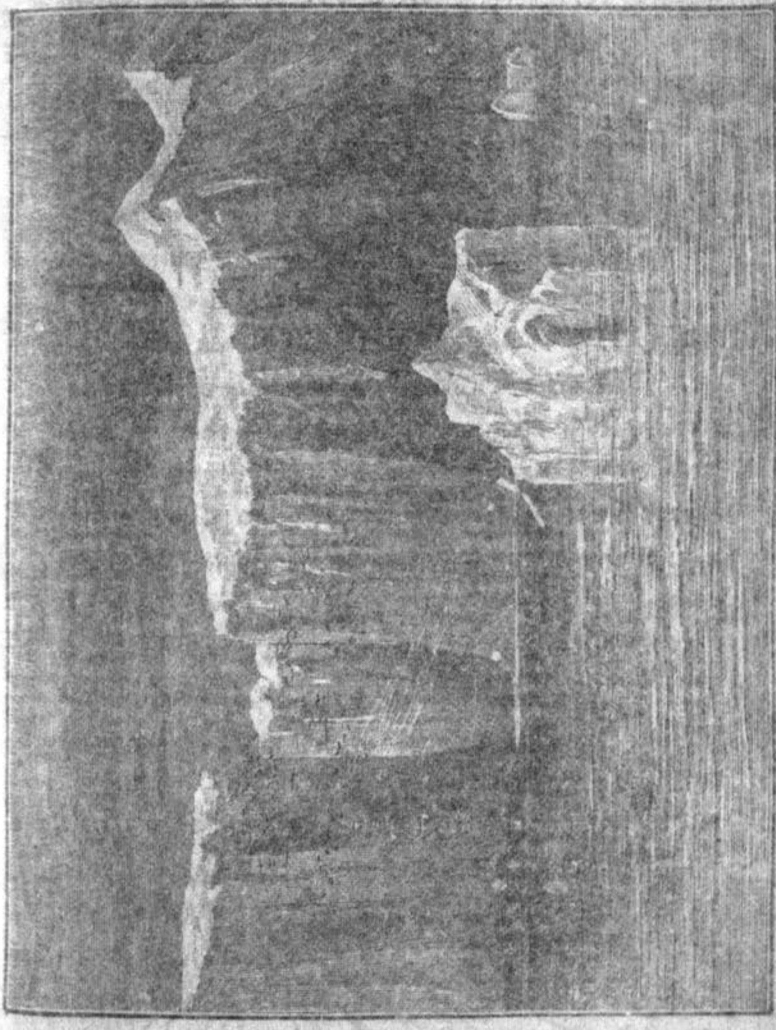

দেখিলে বোধ হয় যেন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মার্ব্বেলের স্তূপ, মুক্তা ও বিবিধ রত্নে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যকিরণপাতে তাহাতে রক্ত, পীত, নীল, হরিৎ প্রভৃতি সকল বর্ণই প্রতিভাত হইয়া আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যরাশি

প্রকাশিত হইতে থাকে। তাহার চতুঃপার্শ্ব হইতে শুভ্রোজ্জ্বল জলপ্রপাত সকল সমুদ্রে পতিত হইতেছে। এই তুষারগিরি সকলের নিভৃত উপত্যকায় তুষার ও বরফ গলিয়া যে হ্রদ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইতে এই জলপ্রপাত নির্গত হইতেছে।

তুষারগিরি যেমন দেখিতে অতি সুন্দর ও আশ্চর্য্য, ইহা সেইরূপ ভয়ঙ্কর। একহাজার দুইহাজার হাত প্রসারিত বরফের পর্ব্বত বা দ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরে মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে জাহাজ পতিত হইলে প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উত্তর হিমসাগরের একদিক্ হইতে অন্যদিক্ জাহাজ বাহিয়া গিয়া একটী পথ আবিষ্কার জন্য ইউরোপীয়েরা অনেকদিন অবধি চেষ্টা পান এবং অবশেষে উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু এই চেষ্টায় অনেক পোত ও অনেক মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। কাপ্তেন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক সাহেব একখানি বৃহৎ জাহাজ ও অনেক লোক লইয়া এই পথ আবিষ্কার করিতে যান। তুষারগিরির মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার জাহাজ পুতিয়া যায়, কোন প্রকারে আর সে জাহাজ নড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার সঙ্গে প্রচুর খাদ্য ছিল, তাহাতে জাহাজস্থ লোকদিগের প্রাণ কিছুদিন রক্ষা পাইল, কিন্তু তথায় শীত অসহ্য। কাপ্তেন সাহেব লোকদিগকে ছুটা ছুটি করাইয়া তাহাদের শরীর গরম রাখিবার উপায় করিতেন। অনন্তর খাদ্য সমস্ত নিঃশেষিত হইল। সে প্রদেশে শৃগাল ও নেকড়িয়া ভিন্ন আর কোন জন্তু ছিল না, সমুদ্র বরফে আবৃত থাকাতে মৎস্যাদি ধরিবার সুবিধা হইল না। অবশেষে তিনি সহচরগণকে লইয়া জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বরফের উপর ছোট ছোট বোট টানিয়া সুবিধাজনক স্থানের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় কোথাও পান নাই। অবশেষে তিনি ও তাঁহার অধিকাংশ সহচর সেই নিদারুণ হিমদেশে মৃত্যু শয্যায় শয়ান হন। ফক্স্ নামক একখানি জাহাজ ইহাঁদিগের অনুসন্ধানে প্রেরিত হয়, এই জাহাজের অধ্যক্ষ

স্থানে স্থানে যে শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আর বর্ণনীয় নয়। বরফ রাজ্যের উপর তাহাদিগের চিহ্নসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু কোন জীবিত মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এইরূপ অবস্থা আরও কাহার কাহার হইয়াছিল। কাপ্তেন কুক, বেফিন, হডসন, ডেবিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভূবেত্তাগণ ভয়ঙ্কর বরফদ্বীপ ও তুষার গিরির সম্মুখে পতিত হন এবং অনেক কৌশলে আত্মরক্ষা সাধনে সমর্থ হন।

গ্রীষ্মমণ্ডলে যেরূপ, হিমমণ্ডলেও সেইরূপ ঝটিকাদির প্রাদুর্ভাব। তুষারগিরি সকল তদ্দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হইতে থাকে এবং পরস্পরে আহত ও ঘর্ষিত হইয়া এরূপ মহা ভয়ানক শব্দ উৎপাদন করে যে তাহাতে কর্ণ বধির হয়। ইহাদিগের উপর বিশ্বাস নাই—এক সময় অতি দূরবর্ত্তী বোধ হইতেছে, আবার নিকটস্থ হইয়া চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। জলের তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে হইতে ইহাদিগের সংস্পর্শে জমাট হইয়া গিয়া নানা প্রকার আকারের তুষার মূর্ত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। হিমমণ্ডলে হিমরাজ আপনার অসীম রাজত্ব বিস্তার করিয়া যে প্রকৃতির কত প্রকার অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছেন, কে তাহা বর্ণন করিবে?

শব্দশ্রবণ যন্ত্র।

আমরা গত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় টেলিফোন বা শব্দবাহক যন্ত্রের বর্ণনা করিয়াছি, শত শত ক্রোশ দূর হইতে কেহ কথা কহিলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের কি আশ্চর্য্য শক্তি! সম্প্রতি (Audiphone) অডিফোন বা শব্দশ্রবণ নামে আর এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বধিরেরাও শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পায়। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, একজন বধির ব্যক্তিই এই বধিরতা-নাশক যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ব্যক্তির নাম আর এস্ রোড্স্।

ইনি আমেরিকার চিকাগো নগর নিবাসী একজন শিল্পজ্ঞ পণ্ডিত। কিরূপে তিনি এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন, ইহা জানিবার জন্য পাঠিকাগণের কৌতূহল হইতে পারে, এই জন্য আমরা তাহার সবিশেষ বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি :—

এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা রোড্স্ প্রায় ২০ বৎসর শ্রবণশক্তিহীন হইয়াছিলেন। তিনি শব্দ শ্রবণের সাহায্যার্থ বায়ুনল (Air-trumpet) প্রভৃতি অনেক যন্ত্র ব্যবহার করেন, কিন্তু কিছুতেই আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারেন নাই। দৈবাৎ এক দিন একটী টেঁক ঘড়ি দাঁতে করিয়া ধরিয়া আছেন, ঘড়ীর টক্ টক্ শব্দ সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। পরে ঘড়িটী কর্ণের নিকটে ধরিলেন, কিন্তু কোন শব্দই শুনিতে পাইলেন না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে ঘড়ীর শব্দ যেমন মুখের ভিতর দিয়া শুনিয়াছেন, সেইরূপ এমন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা মনুষ্যের স্বরও মুখের ভিতর দিয়া শ্রবণস্নায়ুর গোচর করা যাইতে পারে। আমাদিগের পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সাহায্যার্থ বিশেষ বিশেষ স্নায়ু মস্তিষ্কের বা মেরুদণ্ডস্থ তাহার শাখার সহিত সংযুক্ত আছে। শ্রবণস্নায়ু দ্বারা শ্রবণ জ্ঞান হয়। কিন্তু শব্দ যেমন এক দিকে কর্ণকুহরের মধ্য দিয়া এই স্নায়ুকে স্পর্শ করে, অন্য দিকে মুখের ভিতর দিয়াও স্পর্শ করিতে পারে। মুখের ছিদ্রের সহিত কর্ণের ছিদ্রের যোগ আছে। কেবল তাহা নহে; দন্তের স্নায়ুর সহিতও শ্রবণস্নায়ুর সংযোগ আছে। এই জন্য যাহাদিগের শ্রবণশক্তি কম, তাহারা হাঁ করিয়া অনেক সময় শুনিয়া থাকে। রোড্স্ তখন কিসে আশানুরূপ যন্ত্রটী নির্ম্মিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিবিধ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। কাষ্ঠ, ধাতু ও সকল প্রকার উপকরণ লইয়া নানাবিধ আকার প্রকারের কল গঠন করিয়া অনেক বৎসর দেখিলেন, কিছুই তাঁহার মনের মত হইল না। অবশেষে

শক্ত রবার দিয়া পরীক্ষা করাতে দেখিলেন, তাহার পাতলা পাত দিয়া মনুষ্যকণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনা যায় এবং তাহাতে ধাতুর পাতের ন্যায় শব্দের কোন গোলমাল হয় না। অতঃপর কিরূপ আকারের হইলে ইহা প্রয়োজন সাধনের উপযোগী হয়, বহু যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহারও পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। শেষে দেখিলেন যন্ত্রটী শম্বার নীচের পিঠের ন্যায় (Convex) কুব্জ বা বক্র হইলে শব্দশ্রবণের সুবিধা হয় এবং বধিরতার পরিমাণ অনুসারে এই বক্রতারও ন্যূনাতিরেক করা আবশ্যক। যেমন দৃষ্টিশক্তির ন্যূনতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কাচের চসমা ব্যবহার করিয়া উপকার লাভ করে, এই যন্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রয়োজন অনুসারে সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রস্তুত করিতে হয়।

টেলিফোন যন্ত্র হইতে রোড্‌স্ তাঁহার অডিফোন যন্ত্র নির্ম্মাণের বিশেষ সাহায্য লাভ করেন। টেলিফোনের মধ্যে যেমন একটী পাতলা চামড়ার মত পরদা ব্যবহার হয়, অডিফোনেও তাহা সন্নিবেশিত করিলেন, তাহার পশ্চাতে একটী সূত্র যন্ত্রের হাতার সহিত সংযুক্ত করিয়া প্রসারিত করিলেন। বীণা যন্ত্রের কর্ণে পাক দিয়া যেমন সুর ঠিক্ করা যায়, শব্দের দূরত্ব অনুসারে ইহারও সুর সেইরূপে ঠিক করা যায়। এই যন্ত্রের উপরিভাগটী উপরের দুই দন্তের সহিত যুক্ত করিয়া ধরিতে হয়। এইরূপ করিয়া ধরিলে শব্দের কম্পন দন্ত ও দন্তস্থ স্নায়ুযোগে শ্রবণ-স্নায়ুতে পরিচালিত হয় এবং তাহাতে কর্ণ বিবরস্থ পটহের উপর শব্দের যে কার্য্য হয়, ইহাতেও তাহাই হইয়া থাকে।

শ্রবণ-শক্তির সহিত বাক্‌শক্তির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ, এই জন্য জন্ম-কালারা প্রায় জন্ম-বোবা হইয়া থাকে এবং অনেকের শ্রবণ শক্তির লোপের সহিত বাক্-শক্তিরও লোপাপত্তি হয়। কালা ও বোবাদিগের পক্ষেও এইযন্ত্রের উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ স্থলে যন্ত্রের কোন কোন অংশ একটার পরিবর্ত্তে ডবল অর্থাৎ দুইটা করিয়া দিতে হয়।

কয়েক বৎসর হইল স্কটলণ্ডের গ্লাসগো নগরের এক বধির ব্যক্তি এই যন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া আপনার কথায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিয়ে অনুবাদ করা গেলঃ—

" এলগিন সাহেব আমার হস্তে একটী শ্রবণ যন্ত্র দিলেন এবং ইহা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, বুঝাইয়া বলিলেন। পরে যন্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে আমার নিকটে বসিয়া স্পষ্টরূপে একখানি পুস্তক হইতে কিয়দংশ পড়িতে লাগিলেন। তৎপরে দূরে গিয়া তাহা পড়িতে লাগিলেন। আমি তখন যন্ত্রটী দন্তের সহিত সংযুক্ত করিলাম এবং ভাল অবস্থায় যেমন শুনিয়াছি, সেইরূপ স্পষ্ট স্পষ্ট শব্দ শুনিতে লাগিলাম। আমি আরও দেখিলাম ইতিপূর্ব্বে আমার কর্ণের নিকট কতকগুলি শব্দ তালগোল পাকাইয়া বজ বজ করিত, এখন তাহা স্পষ্টাক্ষরে শ্রুত হইতেছে। কার্য্যালয়ের মধ্যে এবং বাহিরের রাস্তায় যে কিছু শব্দ হইতেছিল, আমি পরিষ্কাররূপে শুনিতে লাগিলাম। আমি নিজে এই যন্ত্রের কার্য্যকারিতাবিষয়ে নিঃসংশয় হইলেও ইহা অন্যের পক্ষে কতদূর ফলোপধায়ী হয়, ইহা পরীক্ষার জন্য উৎসুক হইলাম। অল্পদিনের মধ্যে অনেক লোককে লইয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলাম। এক জন যুবা পুরুষ সম্পূর্ণ শ্রবণশক্তি-হীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা ফুটিবার পরে তিনি কালা হন। তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা জানাইলেন যে শব্দ কিরূপ তদ্বিষয়ে তাঁহার অস্পষ্ট স্মরণ আছে, কিন্তু তিনি নিজের স্বরও নিজে অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহার অনেকগুলি স্বর-যন্ত্র ঠিক্ আছে, কিন্তু তিনি সে সকলে আর স্বর দিতে পারেন না। প্রথমে সামান্য শ্রবণ-যন্ত্রে তিনি শুনিতে পান কিনা দেখা হইল। তাহাতে ফল দর্শিল না দেখিয়া ডবল অডিফোন ব্যবহার করা হইল। ইহা ব্যবহার করিবামাত্র আপনার স্বর শুনিয়া তিনি প্রথমে ভয়াক্রান্ত হইলেন। কিন্তু পরে শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়াছেন ইহা অনুভব করিয়া মহানন্দে পূর্ণ হইলেন। এই যন্ত্রের অন্যান্য পরীক্ষায় যে ফললাভ হইয়াছে তাহাতে কেহ কেহ

বলেন ইহার শক্তি কিছু অধিক, কেহ কেহ তাহার বিপরীত বলিয়াছেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এপর্য্যন্ত যত কর্ণযন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।”

শ্রবণ-যন্ত্রের যত পরীক্ষা হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ ব্যক্তিতে ইহার কার্য্যকারিতা আশ্চর্য্যরূপে লক্ষিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১০ ব্যক্তির পক্ষে উপকার না দর্শিবার কারণ এই যে তাঁহাদিগের শ্রবণ-স্নায়ু এককালে নষ্ট বা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

শ্রবণ-যন্ত্রের মূলতত্ত্ব নূতন আবিষ্কৃত হয় নাই। দন্তের যোগে শ্রবণ-স্নায়ুতে যে শব্দের গতি হয়, ইহা অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন। কালারা ঘড়ি চলিতেছে কি না ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহা কর্ণের নিকট না লইয়া গিয়া প্রায় দন্তযোগে স্থির করিয়া থাকে। (Turning fork) টর্ণিং ফর্ক নামে একটী ক্ষুদ্র যন্ত্রের শব্দ শুনিবার সময় সকলেই দন্তে তাহা সংযুক্ত করিয়া থাকে। কেহ কেহ দূরের শব্দ স্পষ্ট শুনিবার জন্য (hat) টুপির মুখ শব্দের দিকে দিয়া তাহার উপরিভাগ দন্তে যোগ করিয়া থাকেন, ইহাতে সামান্য কর্ণে যাহা শুনা যায়, তদপেক্ষা অধিক শুনিয়া থাকেন। ইহাও অনেকে বিদিত আছেন যে বিথোবেন নামক এক জন বধির ব্যক্তি একটী ধাতু দণ্ডের একমুখ দাঁত দিয়া ধরিয়া এবং আর একমুখ প্যায়েনোর কাষ্ঠে সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইতেন। এইরূপ দন্ত যে শ্রবণ-জ্ঞানের সহকারী বলিয়া জানা ছিল ইহার আরও অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং ইহার সাহায্যে শুনিবার জন্য অনেকে অনেক কলও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকাগোবাসী রোড্স্ সাহেব এবিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ আর কেহই হইতে পারেন নাই। এই শ্রবণ যন্ত্র উদ্ভাবন দ্বারা সহস্র সহস্র দুর্ভাগ্য লোকের মহোপকার সাধন করিয়া তিনি জনসমাজের যে কল্যাণ ও সুখের পথ প্রসারিত করিয়া দিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। আমরা আশা করি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-

দিগের অধ্যবসায়ে এই যন্ত্র আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া বধিরগণের দুঃখ হরণে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে।

ইংলণ্ডীয় রাজাদিগের মৃত্যু।

কথায় বলে "জপকর তপকর মরতে জানিলে হয়।" ভাল অবস্থায় মরা অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে এবং পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় লওয়া সুকৃতির লক্ষণ। দুর্ভাগ্য ক্রমে অল্প লোকের ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া থাকে। আবার পৃথিবীতে বড়লোক বলিয়া যাঁহারা মাননীয়, তাঁহাদিগের ভাগ্য আরও শোচনীয় দেখা যায়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস রাজা হওয়া বড় সুকৃতির চিহ্ন এবং রাজপদ অপেক্ষা এ পৃথিবীতে অধিকতর প্রার্থনীয় পদার্থ আর কিছুই নাই। কিন্তু এই রাজাদিগের পরিণাম অধিকাংশ স্থলে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে অনেকের রাজা হইবার সাধ দূর হইবে এবং তাঁহারা আপনাদিগের নিকৃষ্ট অবস্থাকে অধিক সুখকর জানিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিবেন। ইংলণ্ডে অতি প্রাচীনকাল হইতে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ অ-স্বাভাবিক অর্থাৎ অবঘাত অথবা অকাল মৃত্যুর অধীন হইয়াছেন, অনেকে অবঘাত মৃত্যু হইতে কষ্টে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, অনেকে অতি উৎকট ও ক্লেশকর রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পৃথিবীর সর্ব্বদেশের রাজগণের ভাগ্য ইহার অনুরূপ অথবা এতদপেক্ষাও অপকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ইংলণ্ডের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে তত্রত্য রাজাদিগের পরিণামও সহজে অবগত হওয়া যাইতে পারে, এজন্য নিম্নলিখিতরূপে আমরা রাজত্ব পরম্পরা সজ্জিত করিলাম।

রাজা বা রাজ্ঞীর নাম।	রাজত্ব আরম্ভ।	বয়স।	মৃত্যুর কারণ।
নর্ম্মাণ বংশ।			
১ম উইলিয়ম ...	১০৬০ খৃঃ অঃ	৬০	রক্তস্রাব
২য় উইলিয়ম ...	১০৮৭	৪৩	তীরাঘাত
১ম হেনরী ...	১১০০	৬৭	অতিভোজন
ষ্টিফেন ...	১১৩৫	৪৯	অর্শ
সাক্সন বা প্লাণ্টাজিনেট বংশ।			
২য় হেনরী ...	১১৫৪	৫৫	শোক
১ম রিচার্ড ...	১১৮৯	৪৩	তীরাঘাত
জন ...	১১৯৯	৪৯	স্বাভাবিক
৩য় হেনরী ...	১২১৬	৬৫	জরা
১ম এডওয়ার্ড ...	১২৭২	৬৭	উদরাময়
২য় এডওয়ার্ড ...	১৩০৭	৪৩	হত্যা
৩য় এডওয়ার্ড ...	১৩২৭	৬৫	স্বাভাবিক
২য় রিচার্ড ...	১৩৭৭	২৩	ক্ষয় কাশ
লাঙ্কাষ্টার বংশ।			
৪র্থ হেন্‌রী ...	১৩৯৯	৪৬	মৃগী।
৫ম হেন্‌রী ...	১৪১৩	৩৩	শ্বাস পীড়া।
৬ষ্ঠ হেন্‌রী ...	১৪২২	৪৯	হত্যা।
ইয়র্ক বংশ।			
৪র্থ এডওয়ার্ড ...	১৪৬১	৪১	কম্পজ্বর।
৫ম এডওয়ার্ড ...	১৪৮৩	১২	হত্যা।
৩য় রিচার্ড ...	১৪৮৩	৪২	যুদ্ধে মৃত্যু।

ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কেষ্টার মিলিত বা টিউডার বংশ।

৭ম হেন্‌রী ...	১৪৮৫	৫২	ক্ষয়কাশ।
৮ম হেন্‌রী ...	১৫০৯	৫৫	পাদস্ফোটক ও জ্বর
৬ষ্ঠ এডওয়ার্ড ...	১৫৪৭	১৫	ক্ষয়কাশ।
রাজ্ঞী মেরী ...	১৫৫৩	৪২	উদরী।
" এলিজেবেথ ...	১৫৫৮	৬৯	স্বাভাবিক।

ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড সংযুক্ত রাজ্য।

১ম জেম্‌স (ষ্টুয়ার্ট বংশ)	১৬০৩	৫৮	কম্পজ্বর।
১ম চার্লস ঐ	১৬২৫	৪৮	শিরশ্ছেদন।
(ক্রমওয়েল)			
২য় চার্লস ঐ ...	১৬৪৯	৫৪	মৃগী।
২য় জেম্‌স ঐ ...	১৬৮৫	৬৭	স্বাভাবিক।
{ ২য় মেরী ও ঐ ...	১৬৮৯	৩২	বসন্ত।
{ ৩য় উইলিয়ম (অরেঞ্জ)	১৬৮৯	৫২	অশ্ব হইতে পতন।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড সংযুক্ত পার্লেমেণ্ট।

রাজ্ঞী আন (ষ্টুয়ার্ট)	১৭০২	৪০	মৃগী
১ম জর্জ (হানোবর বংশ)	১৭১৪	৬৭	পক্ষাঘাত
২য় জর্জ ঐ ...	১৭২৭	৭৭	হঠাৎ মৃত্যু
৩য় জর্জ ঐ ...	১৭৬০	৮২	স্বাভাবিক
৪র্থ জর্জ ঐ ...	১৮২০	৩৮	রক্তনালী বিদারণ
৪র্থ উইলিয়ম ঐ ...	১৮৭০	৭২	স্বাভাবিক

চতুর্থ উইলিয়মের ভ্রাতুষ্পুত্রী আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয়া পুণ্যশীলা শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়া ১৮৩৭ সাল হইতে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার রাজত্বে ইংলণ্ডের সুখ সমৃদ্ধি ও গৌরবের সীমা নাই। অনেকবার দুষ্টাশয় ব্যক্তিগণ তাঁহার জীবনের উপর আঘাত করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার পবিত্র জীবন রক্ষা পাইয়াছে। তিনি চিরজীবিনী হইয়া সুখে প্রজাপালন করিতে থাকুন।

নগদ টাকা, নোট ও কোম্পানির কাগজ।

(১৯১ সংখ্যা ২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

৩য়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সঞ্চয় নিতান্ত আবশ্যক। মুদ্রা যদি না থাকিত, তাহা হইলে সামগ্রীসকল আমাদিগকে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইত। অধিকাংশ সামগ্রীই শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু মুদ্রা শীঘ্র নষ্ট হয় না। সুতরাং সঞ্চয়ের জন্য মুদ্রা নিতান্ত আবশ্যক। অধিক কি, মুদ্রা না থাকিলে বোধ হয় কোনক্রমেই পৃথিবীতে ধন সঞ্চয়, সুতরাং ধনবৃদ্ধি হইতে পারিত না।

৪—বাণিজ্য ও সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করিতে হয়। সকল স্থানে সকল প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় না; সুতরাং কোন দূরজ সামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে তাহার মূল্য প্রেরণ আবশ্যক। পুনশ্চ, কোন দূর দেশে যাত্রা করিতে হইলে, অথবা কোন দূরস্থ বন্ধুকে অর্থ সাহায্য করিতে হইলে ঘরের ভিতরে অর্থ পুরিয়া রাখিলে কোন ক্রমেই চলে না। মুদ্রা না থাকিলে কিরূপে এই সকল কার্য্য সমাধা হইত ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। বিবেচনা কর, তুমি পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, সুতরাং কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে করিয়া যাওয়া তোমার আবশ্যক। কিন্তু টাকার সৃষ্টি যদি না হইত, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? যে দেশে মুদ্রা নাই, তথায় ধান্য, চাউল, গম, বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী মুদ্রার কার্য্য করে। সুতরাং তোমাকে এই সকল দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইতে হইত। কিন্তু ১০টাকা মূল্যের চাউল কি গম লইয়া যাইতে যে ক্লেশ, এক্ষণে দশ হাজার টাকা স্থানান্তরে লইতে সে ক্লেশ হয় না।

৫—সামগ্রীর মূল্য সকল সময়ে সমান নহে। এবৎসর শস্যের যে মূল্য, পরবৎসরে তদপেক্ষা তিন চারিগুণ হইতে পারে। এবৎসর বস্ত্রের যেমূল্য, পরবৎসরে ঠিক্ তাহাই না হইতেপারে। অধিক কি, মনুষ্য-পরিশ্রমজাত, অথবা মনুষ্য পরিশ্রম-সঞ্চিত, প্রায় সমুদয় বস্তুরই মূল্য

প্রতি-বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু সোণা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু এই নিয়ম বর্হিভূত; অর্থাৎ ইহাদের মূল্য শীঘ্র পরিবর্ত্তনশীল নহে *। সুতরাং মুদ্রা এই সকল ধাতুতে নির্ম্মিত হওয়ায় ইহারও মূল্যের শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। এবৎসরে এক টাকার যে মূল্য, পর বৎসরেও ঠিক্ সেই মূল্য; কিন্তু অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য প্রতিবৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি দশ মণ চাউল দিয়া এবৎসরে একটা অশ্ব ক্রয় করিতে পারা যায়, পর বৎসরে সেই অশ্বের মূল্য এতদপেক্ষা অধিক হইতে পারে, অল্পও হইতে পারে। কারণ দশ মণ চাউলের মূল্য সকল বৎসরে সমান নহে। অবশ্য, এক্ষণে মুদ্রার প্রচলনসত্ত্বেও অশ্ব কি অন্য কোন সামগ্রীর মূল্য সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু ইহার কারণ স্বতন্ত্র। যদি প্রতিবৎসরে বিক্রয়ার্থ অশ্বের সংখ্যা বাজারে সমান থাকে, এবং ক্রেতার সংখ্যাতেও হ্রাস বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে এবৎসরে যত টাকায় তুমি একটী অশ্ব ক্রয় করিতে পারিবে, পর বৎসরে কি তাহার পর বৎসরে, সেই জাতীয় অশ্ব ঠিক্ তত টাকাতেই পাইবে। কিন্তু অশ্বের সংখ্যা প্রতিবৎসরে বিক্রয়ার্থ সমান থাকিলেও, এবং ক্রেতার সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি না হইলেও, যদি মুদ্রার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সামগ্রী দিয়া অশ্ব ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অশ্বের মূল্য সমান না থাকিতে পারে। কারণ যে দ্রব্য দিয়া তুমি অশ্ব ক্রয় করিতে চাহ, সে দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্ত্তন নিতান্ত সম্ভব। সুতরাং মুদ্রা ও বিনিময় দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ে এ স্থলে এই প্রভেদ ঘটিতেছে যথা,—মুদ্রার প্রচলন সত্ত্বেও যে মূল্যের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা, যে দ্রব্য ক্রয় করা হয় শুদ্ধ তাহারই মূল্যের বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন, কিন্তু বিনিময় দ্বারা

* সোণা রূপার মূল্য অন্যান্য বস্তুর ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নহে কেন, তাহা পাঠিকাবর্গের এক্ষণে জানিবার প্রয়োজন নাই। সোণার ও রূপার বাজার দরে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা যৎসামান্য ও স্বল্প দিন স্থায়ী।

যে দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহা দুইটী কারণ হইতে উৎপন্ন—১ম কারণ এই যে, যে দ্রব্য ক্রয় করা হয় তাহার মূল্য পরিবর্ত্তনশীল, ২য় কারণ এই যে, যে দ্রব্য দিয়া ক্রয় করা হয় তাহারও মূল্য পরিবর্ত্তনশীল। মুদ্রার মূল্যের পরিবর্ত্তন নাই, সুতরাং মুদ্রার দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ে সামগ্রীর দরের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা সেই সামগ্রীর মূল্যের পরিবর্ত্তনশীলতা হইতে উৎপন্ন। বিনিময় প্রথার দ্বারা যে ক্রয় বিক্রয় হয়, তাহা এই কারণ হইতে উৎপন্ন এবং তাহা ছাড়া যে দ্রব্য দিয়া বিনিময় কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহার মূল্যের পরিবর্ত্তনশীলতা হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যদি সমাজে মুদ্রার ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে সামগ্রীর মূল্যের যে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বাড়িত সন্দেহ নাই।

যে যে কারণে বিনিময় প্রথা উঠিয়া গিয়া মুদ্রার সৃষ্টি হইল তাহা পাঠিকাবর্গের প্রতীতির জন্ত আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি। মুদ্রা স্বর্ণ রূপা প্রভৃতি ধাতুতে নির্ম্মিত হয় কেন, এবং টঙ্কশালায় মুদ্রাঙ্কণেরই বা প্রয়োজন কি, এই সকল বিষয় পর-প্রস্তাবে কথিত হইবে। আমরা যে বিষয়ের উপরে লিখিতেছি তাহা নিতান্ত নীরস এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু পাঠিকাবর্গের স্মরণ রাখা উচিত যে অনেক বিষয় নীরস হইলেও মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মনুষ্যের জীবন মধুমক্ষিকার মত নহে। মধুমক্ষিকা সর্ব্বদা মধু অন্বেষণেই মত্ত; কিন্তু মনুষ্য বিস্তর পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইলে কস্মিন্ কালে আপনার উন্নতিসাধনে, সুতরাং মনুষ্য জীবনের গৌরববর্দ্ধনে, সক্ষম হইবে না। (ক্রমশঃ)

দক্ষিণ সাগরদ্বীপের আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

দক্ষিণ হিমসাগরের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে হোয়াহিন একটী অতি প্রসিদ্ধ সুন্দর দ্বীপ। এখানে অনেক পুত্তলিকার পূজা হয়, তন্মধ্যে

টানী সর্ব্ব প্রধান। দীর্ঘে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে এক মাইল একটী সরোবরের তটে ইহার রাজবাটী। এই সরোবর বা হ্রদটী সুন্দর দৃশ্যে পরিবেষ্টিত এবং ইহার তটে প্রধান দেবালয় স্থাপিত। এই দেবালয়ের সন্নিকটে টানীদেবের পবিত্র বৃক্ষ। ইহার ন্যায় অদ্ভুত সৃষ্টি আর এ দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয় না। এই বৃক্ষটী একাই একটী বন। ইহার নিম্নের বেড় ৭০ ফুট, ইহা উচ্চে ৮০ ফুট এবং শাখা প্রশাখায় চারিদিকে অন্যূন ৪২০ ফুট স্থান যুড়িয়া আছে। দেশীয়েরা ইহাকে আওয়া জাতীয় বৃক্ষ বলে, কিন্তু ইহা যে বট জাতীয় তাহার সন্দেহ নাই। বটের ন্যায় ইহার গুঁড়ি অনেক গুলি স্বতন্ত্র গুঁড়ি মিলিত হইয়া গঠিত। গুঁড়ির বাহিরে গভীর গর্ত্ত চারিদিকে উর্দ্ধাধঃ প্রসারিত। ৮ ফুটের উপর হইতে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে বৃহৎ শাখা সকল প্রত্যেক দিকে পার্শ্বভাগে প্রসারিত; তাহা হইতে বট নামনার ন্যায় প্রশাখা সকল নিম্নদিকে ঝুলিয়া ভূমিতে সংলগ্ন ও তাহাতে শিকড়বদ্ধ হইয়া স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান। বৃহৎ গুঁড়ির চারিদিকে এইরূপ ৪০টী নামনা দৈত্যাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। উপরের শাখা সকল আশ্চর্য্য রূপে জড়িত বিজড়িত ও প্রশাখা দ্বারা ধৃত হইয়া মধ্য আকাশে প্রসারিত হইয়াছে এবং মধ্যস্থলটী ছায়াযুক্ত কুঞ্জবনের ন্যায় করিয়াছে। শাখা সকল কোথাও লঘু, কোথাও গুরুভার, কিন্তু সর্ব্বত্রই নিবিড় পল্লবাবৃত। এই পল্লব সকলের মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি কোথাও রেখাকারে প্রবাহিত, কোথাও উপর্য্যুপরি সজ্জিত শত শত শাখার মধ্য দিয়া এক একটী গোলাকার বিন্দু হইয়া ভূমির উপর নৃত্য করিতেছে। এই বৃক্ষের তলে হোয়াহিনের রাজগণের সমাধিস্থান, তাহা অতি রমণীয়। টানীদেবের প্রসন্নতা লাভার্থ বৃক্ষের উপর যে সহস্র সহস্র নরবলি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। অতি দীর্ঘ ও বৃহদায়তন একটী নিম্নস্থ বৃক্ষশাখা শত শত বৎসর ফাঁসী কাষ্ঠের কার্য্য করিয়াছে!

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিবার পথে এলাহাবাদে উৎকট জ্বররোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবেন এইরূপ জনরব হয়। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, তিনি অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছেন এবং অসময়ে এ দেশ পরিত্যাগ করিতেছেন না। তাঁহার বিজ্ঞতা, কার্য্যদক্ষতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার যেরূপ খ্যাতি, আমরা ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তিনি ত্বরায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া আপনার মহদ্গুণে ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থ হউন্।

২। নৈনিতাল পর্ব্বতের এক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়া যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ একটী 'ফণ্ড্' হইয়াছে। আমাদিগের প্রসিদ্ধ দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই ফণ্ডে ২,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বালিকাগণ নিম্নলিখিত পরীক্ষা সকল দিয়াছেন্ ইঁহারা সকলেই কুমারী। চন্দ্রমুখী ও নির্ম্মলা ফ্রিচর্চ মিসন বালিকাবিদ্যালয়ের, তদ্ভিন্ন সকলেই বেথুন স্কুলের ছাত্রী।

নাম	পরীক্ষা
কাদম্বিনী বসু	ফার্ষ্ট আর্টস
চন্দ্রমুখী বসু	ঐ
কামিনী সেন	এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা
অবলা দাস	ঐ
সুবর্ণপ্রভা বসু	ঐ
নির্ম্মলা মুখোপাধ্যায়	ঐ

কুমারী পুটলী বাই নাম্নী এক পারসী বালিকা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

৪। কেরোসিন তৈল,পোড়াইবার জন্য এখন সর্ব্বত্রই খুব ব্যবহার হইতেছে। ইহাকে মালিস করিলে আগুণে পোড়া, বাত, বৃশ্চিক দংশন, দাদ্ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা কড়িকাষ্ঠে লাগাইলে তাহাতে উই ধরে না।